বর্ষ ২, খণ্ড ২২

১৬-৩১ মে, ২০২২

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

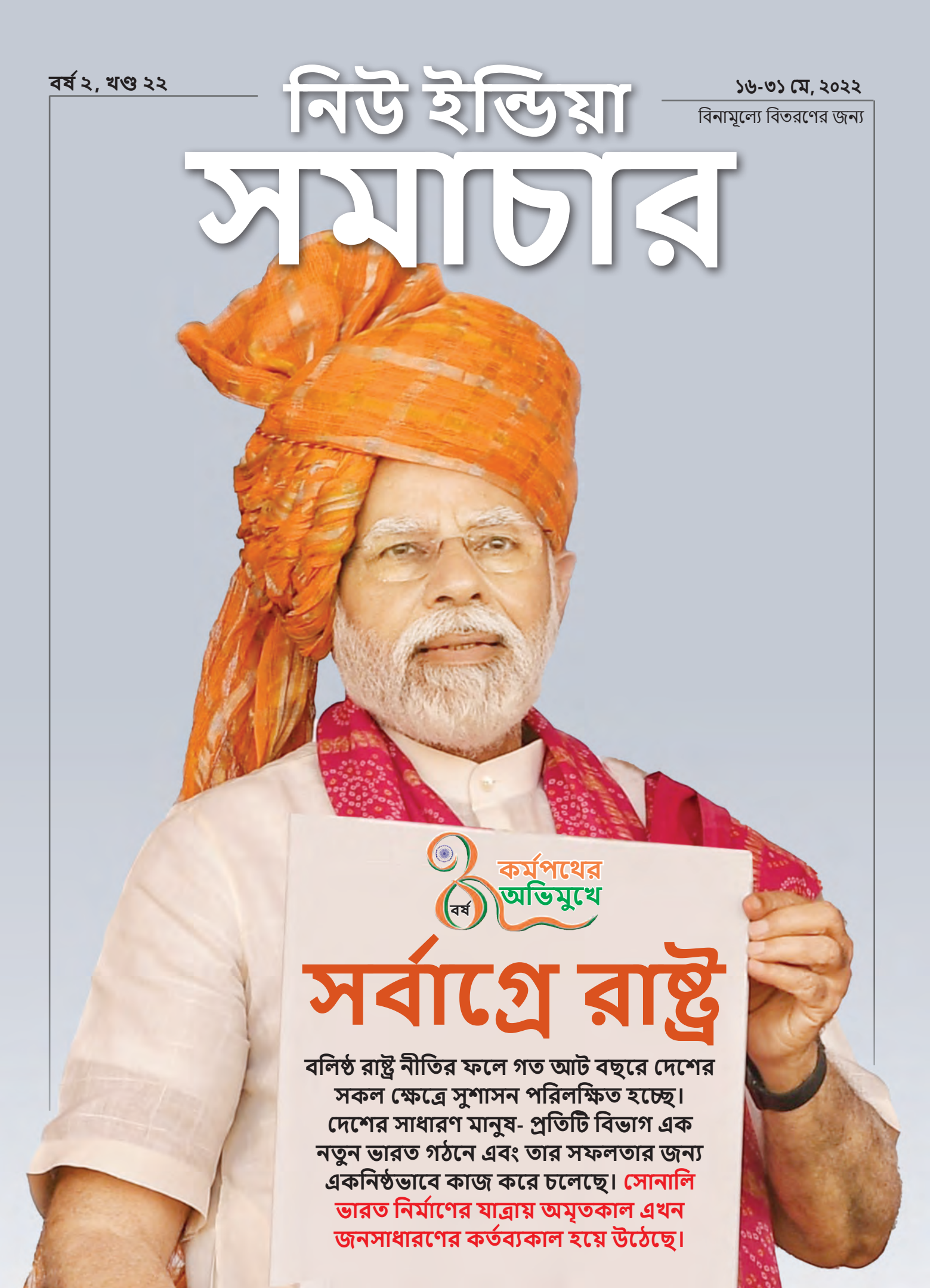

৩ বর্ষ কর্মপথের অভিমুখে

সর্বাগ্রে রাষ্ট্র

বলিষ্ঠ রাষ্ট্র নীতির ফলে গত আট বছরে দেশের সকল ক্ষেত্রে সুশাসন পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশের সাধারণ মানুষ- প্রতিটি বিভাগ এক নতুন ভারত গঠনে এবং তার সফলতার জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে। সোনালি ভারত নির্মাণের যাত্রায় অমৃতকাল এখন জনসাধারণের কর্তব্যকাল হয়ে উঠেছে।

“প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয় তরুণতরুণীদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, এটি দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁদের সংযুক্ত করে“

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের মধ্যে দেশের প্রধানমন্ত্রীদের প্রচেষ্টাকে স্মরণ করার জন্য এর চেয়ে ভাল উপলক্ষ্য আর কী হতে পারে? প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয় তরুণদের দেশের মূল্যবান উত্তরাধিকারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। এই বিষয়টি এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সবই একে অপরের সঙ্গে জড়িত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে পিএম মিউজিয়াম এবং সারা দেশের অন্যান্য সংগ্রহালয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সংগ্রহালয় সম্পর্কিত সাতটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি হ্যাশট্যাগ # মিউজিয়ামকুইজ-সহ নমো অ্যাপ এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য জনগণকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী দেশের ক্রমবর্ধমান নগদহীন কার্যক্রম, বৈদিক গণিত, প্রতিটি জেলায় ৭৫টি অমৃত সরোবর তৈরি, প্রযুক্তি এবং জল সংরক্ষণের ব্রত গ্রহণের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি গুরুগ্রামের বাসিন্দা সার্থকের নাম উল্লেখ করেছিলেন পাশাপাশি তিনি বৈদিক গণিত নিয়ে কলকাতার গৌরব টেকরিওয়ালের সঙ্গেও কথা বলেছেন।

- **# MUSEUMMEMORIES - এর সঙ্গে আপনার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিন:** ১৮ মে সারা বিশ্ব আন্তর্জাতিক সংগ্রহালয় দিবস উদযাপন করবে। এই উপলক্ষ্যে আমি আমার তরুণ সহকর্মীদের জন্য একটি পরিকল্পনা নিয়ে এসেছি। ছুটির দিনে আপনারা বন্ধুদের সঙ্গে স্থানীয় জাদুঘরে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করবেন না কেন? #MuseumMemories-এর সঙ্গে আপনার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিন। জাদুঘরের কৌতূহল অন্যদেরও আগ্রহ বাড়িয়ে তুলবে।
- **প্রতিটি জেলায় ৭৫টি অমৃত সরোবর থাকবে:** জলের জন্য বর্তমানের প্রতিটি প্রচেষ্টা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অমৃত কালের সংকল্পের মধ্যে জল সংরক্ষণও অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি জেলায় ৭৫টি করে অমৃত সরোবর তৈরি করা হবে। বাল্মীকি রচিত রামায়ণে জলের উৎসগুলিকে সংযুক্ত করা এবং জল সংরক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।
- **জল সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি:** আপনার আশেপাশের পুরনো পুকুর, কূপ এবং খাল বিল সম্পর্কে জানুন। জল সংরক্ষণে অমৃত সরোবর অভিযান চালানো হবে। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যটন আকর্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এমনকি সিন্ধু ও হরপ্পা সভ্যতা জুড়ে মানুষ জল সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।
- **শিশুদের অবশ্যই বৈদিক গণিত শেখাতে হবে:** আমাদের ভারতীয়দের জন্য, গণিত কখনই খুব কঠিন বিষয় ছিল না। তার অন্যতম প্রধান কারণ হল আমাদের বৈদিক গণিত। সমস্ত পিতামাতার অবশ্যই তাঁদের সন্তানদের বৈদিক গণিত শেখানো উচিত। এটি তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে, যৌক্তিক এবং বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতারও বিকাশ করবে।
- **দেশে ডিজিটাল অর্থনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠছে:** ডিজিটাল অর্থনীতি দেশে একটি সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে। ডিজিটাল লেনদেন গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়া আরও সহজ করে তুলেছে। প্রতিদিন আপনি যে কোন কেনাকাটায়, লেনদেনে ইউপিআই ব্যবহারের সুবিধা পাচ্ছেন, পাবেন।
- **প্রযুক্তি জীবন বদলে দিচ্ছে :** প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের জীবন বদলে দিচ্ছে। প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশ ও বিশ্ব উপকৃত হয়েছে। অনেক স্টার্ট-আপ এবং সংস্থা এই ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে।
- **করোনা থেকে সাবধান:** করোনা নিয়েও সতর্ক থাকতে হবে। মাস্ক পরা, নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে হাত ধোয়া, প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় নিয়মগুলো অনুসরণ করতে থাকুন।

‘মন কি বাত’ শুনতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার

বর্ষ ২, খণ্ড ২২ ১৬-৩১ মে, ২০২২

সম্পাদক
জয়দীপ ভাটনগর,
মুখ্য মহানির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

বরিষ্ঠ পরামর্শ সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহায়ক পরামর্শ সম্পাদক
বিভোর শর্মা

সহায়ক পরামর্শ সম্পাদক
চন্দন কুমার চৌধুরী

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি),
অনিল প্যাটেল (গুজরাতি),
নাদিম আহমেদ (উর্দু),
পৌলমী রক্ষিত (বাংলা),
হরিহর পাণ্ডা (ওড়িয়া)

বরিষ্ঠ পরিকল্পক
শ্যাম কুমার তিওয়ারি,
রবীন্দ্র কুমার শর্মা

পরিকল্পক
দিব্যা তলোয়ার,
অভয় গুপ্ত

এখন তেরোটি ভাষায় উপলব্ধ নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের আর্কাইভ সংস্করণ পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

ভিতরের পাতায়

‘সর্বাগ্রে দেশ’ এই সংকল্পের মাধ্যমে দেশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে

প্রচ্ছদ নিবন্ধ | আট বছরের সুশাসনে মূল মন্ত্র হয়ে উঠেছে সকলের সঙ্গে, সকলের বিকাশ, সকলের বিশ্বাস এবং সকলের প্রয়াস। ৪-১১

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

এই সংখ্যায় এমন লেখক, সাংবাদিকদের কাহিনি জানুন যাঁরা লেখার মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করেছিলেন। ৭৬-৭৯

অহল্যাবাই-দয়াময়ী রানি

ভারতের ইতিহাসে অহল্যাবাইয়ের অবিস্মরণীয় ভূমিকা। ৮০

বিশেষ আকর্ষণ

সুস্থ ভারত- সবল ভারত । ১২-১৭

মানবসমাজের ভবিষ্যত বিষয়ে চিন্তা । ১৮-২১

নতুন ভারতের কেন্দ্রে নারী শক্তি। ২২-২৬

বিশ্বের দ্রুততম অর্থনীতি। ২৭-২৯

ভারত, তরুণদের স্বপ্ন। ৩০-৩৪

ভারত বিশ্বগুরু হয়ে উঠেছে। ৩৫-৪০

শক্তিশালী কৃষক, সুখী গ্রাম। ৪১-৪৮

দেশের সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য, সংস্কৃতির উদযাপন। ৪৯-৫৫

দেশের বিকাশে নতুন দিশা, নতুন নির্দেশ। ৫৬-৬২

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের পুনরুজ্জীবন। ৬৩-৬৪

নতুন ভারতে ডিজিটাল ঢেউ। ৬৫-৬৯

দেশের সম্পদে সকলের সমান অধিকার। ৭০-৭৫

প্রকাশিত ও মুদ্রিত: সত্যেন্দ্র প্রকাশ, মহা নির্দেশক, বিওসি ব্যুরো অফ আউটরিচ এবং কমিউনিকেশন
মুদ্রণ: আরাবল্লী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ডব্লিউ-৩০, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ফেজ-২,নয়া দিল্লি- ১১০০২০
যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল রুম নম্বর: ২৭৮, ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি- ১১০০০৩ **ইমেল:** response-nis@pib.gov.in **RNI No. :** DELBEN/2020/78825

সম্পাদকের কলমে

অভিনন্দন!

জেগে উঠুন।

নিজের শক্তি- সম্ভাবনাগুলি জানুন...

আপনার সমস্ত দায়িত্ব জানুন...

এটা সময়, সঠিক সময়! ভারতের মূল্যবান সময়!

স্বাধীনতা দিবসের দিন লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদযাপন করে ভারতের বিকাশ যাত্রার গতি আরও তরান্বিত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ২০১৪ সাল থেকে এই নিয়ে কাজ শুরু হয়। গত আট বছরের উন্নয়ন যাত্রা এখন আমাদের অমৃত কালের ভিত্তি হয়ে উঠছে, এবং ভবিষ্যতের ভারত তার উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যগুলি পূরণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কঠোর পরিশ্রম ছাড়া কোন সংকল্পই সফল হয় না।

ভারতের সবচেয়ে বলিষ্ঠ শক্তি হল দেশের যুব সম্প্রদায়। ভারতের গড় বয়স ২৯ বছর, ভারত বিশ্বের সবচেয়ে তরুণ দেশ। স্বামী বিবেকানন্দ যখন ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতেন, তখন তাঁর চোখের সামনে মা ভারতীর মহিমার প্রতিচ্ছবি থাকত। তিনি বলতেন, 'যতদূর পারো ফিরে তাকাও। তারপরে এগিয়ে যাও এবং ভারতকে উজ্জ্বলতর, বৃহত্তর এবং উন্নততর দেশ হিসাবে গড়ে তোলো'।

স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণকারী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বাসকে গ্রহণ করে ভারতকে একটি নতুন পথ দেখিয়েছেন। ফলে গত আট বছরে 'নেশন ফার্স্ট' দর্শন প্রতিটি পরিকল্পনা ও কর্মসূচির ভিত্তি হয়ে উঠেছে। তাঁর বার্তা স্পষ্ট: দেশ ধীরে ধীরে বা অর্ধহৃদয়ে চলতে পারে না। অল্প পরিশ্রমে দেশের বৃদ্ধি সম্ভব নয়। যা করা দরকার তা বড় উপায়ে করা দরকার। এই ধরনের চিন্তাভাবনা ভারতের সাধারণ মানুষের মানসিকতাকে বদলে দিয়েছে। এবং ফলস্বরূপ দেশ এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সাফল্য অর্জন করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিবর্তন আনতে সংকল্প যাত্রা শুরু করেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন অমৃত কাল।

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাটি দেশের ১৩০ কোটি মানুষকে উৎসর্গ করা হয়েছে যারা গত আট বছরে সাতশোটিরও বেশি উদ্যোগের মাধ্যম দেশের সর্বাঙ্গীণ এবং সর্বাত্মক উন্নয়নের যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন। সারা বিশ্বে ভারতের গর্ব, প্রতিপত্তি বেড়েছে, রাজনীতির প্রতি আস্থাও বেড়েছে। আপনারা মূল্যবান পরামর্শ জানাতে থাকুন এবং গৌরবময় এই উন্নয়ন যাত্রার অংশীদার হন।

ইমেলে আপনার মতামত জানান, **response-nis@pib.gov.in**

ধন্যবাদান্তে,

এখন তেরোটি ভাষায় উপলব্ধ নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

(জয়দীপ ভাটনগর)

ডাকবাক্স

প্রিয় সম্পাদক,

এই সুন্দর পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য আমি আপনাকে এবং আপনার দলকে অভিনন্দন জানাই। আমি আমার নিজের সন্তানদের পত্রিকাটি পড়তে দিয়েছি এবং ছাত্রদেরকে পত্রিকার লিঙ্ক পাঠিয়েছি যাতে তাঁরা দেশের সমকালীন বিষয় সম্পর্কে অবহিত থাকতে পারে। পত্রিকার জন্য আমার শুভেচ্ছা জানাই।

ডঃ স্মিতা ভান্ডারে কামাট
smithabhandarekamat2030@gmail.com

প্রিয় সম্পাদক, নিয়মিত নিউজলেটার মেল করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। ভারতের মতো একটি বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় দেশে, জনসংখ্যার প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রয়োজনগুলিকে মোকাবেলা করা এবং দেশের উন্নয়নের জন্য সমস্ত ক্ষেত্রে নজর দেওয়া একটি কঠিন কাজ, যা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার চমৎকারভাবে করে চলেছেন। দেশের ক্ষমতাশালী মানুষদের নিঃস্বার্থ কাজের প্রশংসা করি। এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভারতকে সম্মান ও প্রশংসার চোখে দেখে। আমি নিশ্চিত যে এই ধারা অব্যাহত থাকলে ভারত একটি মহাশক্তিশালী দেশ এবং রোল মডেল হয়ে উঠবে। নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার সম্পাদকীয় দলকে অভিনন্দন জানাই।

প্রফেসর পি প্রেমা, থাঞ্জাভুর,
prof.prema@gmail.com

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর কর্ম এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস' দেশের উন্নয়নের অংশীদার হয়ে উঠেছে। এটি তেরোটি ভাষায় উপলব্ধ "নিউ ইন্ডিয়া সমাচার" এর ১৬-৩০ এপ্রিল, ২০২২ সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ ছিল। এই সংখ্যায় ভারতের ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ভারত থেকে চুরি হওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী ফিরিয়ে আনার মতো বিষয়গুলির উপরে আলোকপাত করা হয়েছে। এই সংখ্যার আরও প্রবন্ধ ছিল, যেমন, 'গ্রাম প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত সমৃদ্ধি নিয়ে আসে', 'বাজেট দেশের অগ্রগতি তরান্বিত করবে', 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিতদের জীবনে বদল এনেছে' এবং 'হিংসা ও নৈরাজ্যের বিরোধিতা করা আমাদের কর্তব্য'। এই পত্রিকাটি আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন।

সিএইচ. শক্তি সিং, অ্যাডভোকেট, কার্নাল।
shaktisinghadv@gmail.com

যোগাযোগের ঠিকানা: ২৭৮, ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন,
দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি- ১১০০০৩
ইমেল: response-nis@pib.gov.in

কর্মপথের অভিমুখে ৮ বর্ষ

কেবল ৮ মিনিট

ভারতের উন্নয়নের গতি

৬১,৯২,০০০ ডলার মূল্যের পণ্য রফতানি করা হয়েছে।

৭৬ কোটি টাকার জিডিপি নির্মাণ

১৫৭৫ জন মানুষের কর্মসংস্থান

১১২ জন আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছেন

১৭,৬০০ মোবাইল সংযোগ

১৩,৬০,০০০ ডলার এফডিআই এসেছে

৪৮৭২ মোবাইল উৎপাদন

৭২ গাড়ি রফতানি

৪০০ নতুন যান উৎপাদন

১০,৪০০ জন নতুন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী

১২০ ইউপিআই লেনদেন

সূত্র: MyGov

(পরিসংখ্যান আট মিনিটের হিসাবে)

‘সর্বাগ্রে ভারত’

সংকল্পে সবল হচ্ছে দেশ ‘পরিকল্পনা সঠিক পথে বাস্তবায়িত হলে, দেশেরও অগ্রগতি হয়’

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই চিন্তাভাবনা তাঁকে অনন্য করে তুলেছে, তাঁর এই নব চিন্তাধারা, সাহসী সিদ্ধান্তের ফলে দেশের বিকাশে নব জোয়ার এসেছে। শুধু বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই নয়, সেগুলিকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করাও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি জন-অংশগ্রহণ ও জনশক্তিকে সুশাসনের চালিকা শক্তিতে পরিণত করেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যেক ভারতীয়ের মধ্যে ভারতীয় হওয়ার গর্ববোধ জাগ্রত করেছেন। নতুন প্রকল্প শুরু করা হোক বা আগের প্রকল্পগুলিকে নবরূপ দান করা, এই ধরনের সাতশোটিরও বেশি স্কিমের মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকদের জীবনকে সহজ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখন দেশ ভারতের নবনির্মাণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে অমৃত কালের পথে এগিয়ে চলেছে।

বর্তমানে ভারত প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে, এবং তা সম্ভব হয়েছে দেশের সুদক্ষ এবং সক্ষম নেতৃত্বের কারণে। এখন ভারত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র নমনীয়তার সঙ্গে লড়াই করে না বরং সেই সংকটকে দেশের সমৃদ্ধির সুযোগে রূপান্তরিত করে। নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ এবং তারপরে সেই লক্ষ্য এবং নীতির সুবিধাগুলি সমাজের প্রান্তিক, বঞ্চিত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এখন দেশের অগ্রাধিকার। ভারত গত আট বছরে উন্নয়নের এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। এটি সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুশাসন, সুদক্ষ চিন্তা- নেতৃত্ব- পরিকল্পনা এবং জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে। বর্তমানে দেশে কেন্দ্রীয় সরকার সাতশোটিরও বেশি প্রকল্প পরিচালনা করছে। এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প রয়েছে, স্বল্পমেয়াদী প্রকল্প রয়েছে, প্রতিটি প্রকল্পের লক্ষ্যই হল ব্যাপক সংস্কার এবং দ্রুত বাস্তবায়ন। এর ব্যাপকতা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার গত আট বছরে প্রায় প্রতি চতুর্থ দিনে সংস্কার-সহ একটি নতুন স্কিম নিয়ে এসেছে বা আগের পরিকল্পনাগুলিকে সংশোধন করেছে। এই প্রকল্পগুলি সমাজের প্রতিটি অংশকে উপকৃত করেছে। এগুলি প্রতিটি নাগরিককে শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করার পাশাপাশি দেশের আত্মনির্ভরতায় একটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করছে।

গত আট বছরে ভারত বিশ্ব নেতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে সেখান থেকে ভারতীয় পড়ুয়া এবং নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে ভারত গঙ্গা অভিযান পরিচালনা করেছে, গ্লাসগোয় অনুষ্ঠিত সিওপি-২৬-এর সময় ভারত উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধি হয়ে উঠেছিল। বিশ্বের রাজনীতি হোক বা অন্যক্ষেত্র ভারতের পদক্ষেপের প্রতি নজর ছিল প্রতিটি দেশের। বসুধৈব কুটুম্বকমের চেতনা নিয়ে ভারত সংকটের সময়ে সর্বদা প্রতিবেশী এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিকে সাহায্য করেছে। কোভিড সংকটের সময় ভারত সারা বিশ্বে ওষুধ সরবরাহ করেছে। গত আট বছরে ভারত একটি বিশ্বস্ত বৈশ্বিক অংশীদার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে একই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে। "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস" মন্ত্র এখন দেশ ও সমাজ বিকাশের মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে।

আগে নির্দিষ্ট জাতি-ধর্মের কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা তৈরি করা হলেও এখন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে 'সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখে'-এর চেতনায় প্রকল্পগুলি পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়িত করা হয়। যুব হোক বা মহিলা, কৃষক বা দরিদ্র, তফশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতি, বয়স্ক বা সংখ্যালঘু, বিগত আট বছরে সমাজের প্রতিটি অংশকে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্টার্টআপ-স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়া, আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, উজ্জ্বলা, জল জীবন মিশন, কিষাণ সম্মান নিধি, মুদ্রা যোজনা, স্বনিধি যোজনা, এক দেশ-এক রেশন কার্ড, সুগম্য ভারত অভিযান, নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি, দক্ষতা উন্নয়ন, খেলো ইন্ডিয়া, মিশন কর্মযোগী, পরিচ্ছন্নতা মিশন, শ্রম সংস্কার, স্বামিত্ব প্রকল্প প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিটি নাগরিককে উপকৃত করেছে। উন্নয়নের যাত্রায় পিছিয়ে পড়া প্রতিটি শ্রেণী বা অঞ্চল এখন প্রগতির অংশ হয়ে উঠছে।

এছাড়াও, দলিত, অনগ্রসর, আদিবাসী এবং সাধারণ দরিদ্র মানুষদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রচার করছে যেখানে দেশের কোনো ব্যক্তি, শ্রেণী বা অঞ্চল

বাবাসাহেবের আদর্শের মূলে সমতা বহুরূপে নিহিত আছে। সম্মানের সমতা, আইনের সমতা, অধিকারের সমতা, মানবিক মর্যাদার সমতা, সুযোগের সমতা... এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা তিনি ক্রমাগত তুলে ধরেছেন। তিনি সর্বদা আশা করতেন যে ভারতের সরকার সর্বদা সংবিধান অনুসরণ করবে, ধর্ম এবং বর্ণের ভেদাভেদ ছাড়াই দেশ চলবে। আজ এই সরকার প্রতিটি পরিকল্পনায় কোনও বৈষম্য ছাড়াই সকলকে সমান অধিকার দেওয়ার প্রয়াস করছে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

বিকাশ যাত্রায় যেন পিছিয়ে না থাকে। পূর্ব ভারত হোক বা উত্তর-পূর্ব বা জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, উপকূলীয় অঞ্চল বা উপজাতীয় অঞ্চল-সহ সমগ্র হিমালয় অঞ্চল, বিকাশ যাত্রার অংশ হয়ে উঠেছে। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখে সম্ভাবনামূলক বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপর নজর দেওয়া হয়েছে। মনে করা হয়েছিল যে সব জেলাগুলি উন্নয়নের যাত্রায় পিছিয়ে পড়বে, তাঁরা এখন নতুন ভাবে কাজ শুরু করেছে। দেশের ১১০টিরও বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, রাস্তা এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কিত প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাগুলিকে ভারতের অন্যান্য জেলার সমান করতে একাধিক দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক বিশ্বে পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র নিয়ে অনেক আলোচনা হয়, তবে ভারতও সমবায়ের উপর জোর দেয়। এ খাতের ক্ষমতায়নের জন্য আলাদা মন্ত্রক গঠন করা হয়েছে।

আমার 'ভারতের ধারণা'র মধ্যে শুধুমাত্র সহনশীলতাই নয়, এর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্যও রয়েছে। যেখানে প্রতিটি মানুষের সংবেদনশীলতাকে সম্মান করা হয়। 'ভারতের ধারণা'-এর কেন্দ্রীয় নীতি সত্য, শান্তি এবং অহিংসা দ্বারা নির্মিত। আমাদের ধর্মগ্রন্থ 'সত্যমেব জয়তে'র শিক্ষা দেয়, যার অর্থ সত্যের জয়। আমি এমন একটি ভারত গঠনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যেখানে ভারতের প্রতিটি নাগরিক শ্রেণী, বর্ণ বা ধর্ম নির্বিশেষে দ্রুত ন্যায়বিচার পান। এমন ভারত যেখানে অন্যায়ের কোনো আইনি বা নৈতিক বৈধতা নেই।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

আজ, ভারতে অনেক কিছু আছে। আমাদের শুধু আত্মবিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরতা ভাবনাকে শক্তিশালী করতে হবে। এই আত্মবিশ্বাস তখনই আসবে যখন উন্নয়নে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাবে।

- নরেন্দ্র মোদী (সেমিকন ইন্ডিয়া অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময়)

প্রকৃতপক্ষে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশ ও সমাজের উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বাস করেন যে দেশে এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত যা দেশের সাধারণ নাগরিকদের জীবনে পরিবর্তন আনতে সক্ষম এবং জীবনযাত্রারও স্বাচ্ছন্দ্যও বজায় থাকে। তাঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য সরকার সর্বোপরি প্রচেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "গত আট বছরে দেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। এখন দেশে প্রচার অভিযানগুলির মধ্যে অনেক বদল এসেছে। আগে রাজনীতির বেড়াজালে অনেক প্রকল্প আটকে যেত। কিন্তু আমি রাজনীতির অনেক বাইরে। বন্ধুরা, গণতন্ত্রে একটা ব্যবস্থা আছে, কিন্তু আমি রাজনীতির মধ্য দিয়ে এসেছি সেটা ভিন্ন কথা। আমার স্বভাব রাজনৈতিক নয়। আমি জননীতির সঙ্গে যুক্ত একজন ব্যক্তি। আমি জীবনের সঙ্গে যুক্ত একজন ব্যক্তি। সাধারণ মানুষ। মানুষের জীবনযাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য আনতে এবং সমাজের মৌলিক চাহিদার পরিবর্তন আনতে যে প্রচেষ্টা করা হয়েছে তা আমার আশা ও আকাঙ্ক্ষার অংশ।"

প্রযুক্তি সাধারণ নাগরিকদের জীবন পরিবর্তন করে

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনার সাফল্যের মূলে রয়েছে প্রযুক্তি। প্রযুক্তির সঙ্গে প্রকল্পগুলিকে সংযুক্ত করার গুরুত্ব এই বিষয়টি থেকেও বোঝা যায় যে দেশে এই প্রথমবার সমাজের প্রান্তিক মানুষরাও সরকারি প্রকল্প থেকে সরাসরি সুবিধা পাচ্ছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি একটি নতুন ভারতের বিকাশের জন্য এমন একটি হাতিয়ার হয়ে উঠেছে যার সাহায্যে প্রশাসনিক সংস্কার, রেল সংস্কার, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, দুর্নীতি দমন, করের স্বচ্ছতা, জিএসটি, এক দেশ-এক কর, দক্ষতা ভারত, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, কৃষক-মহিলাদের মধ্যে গৃহীত পদক্ষেপ, শিক্ষা ক্ষেত্রের পরিবর্তন থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের

আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। দেশে কয়েক দশক ধরে অমীমাংসিত, স্থগিত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করা হচ্ছে।

সরকার জনগণের উদ্দেশ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। লাদাখে এখন মাইনাস ৩০ ডিগ্রি তাপমাত্রাতেও কল থেকে জল সরবরাহ করা হচ্ছে, আসামে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর বগিবিল সেতুর দ্রুত নির্মাণ, রোহতাংয়ের মানালি-লেহ হাইওয়েতে অটল টানেল নির্মাণ, এলপিজি গ্যাস সরবরাহের মতো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ এবং সড়ক সুবিধা পৌঁছে গিয়েছে, দেশকে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ মুক্ত ঘোষণা করতে ১১ কোটিরও বেশি শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে, ১১ কোটি কৃষককে কিষান সম্মান নিধির আওতায় ১.৭৫ লক্ষ কোটি টাকার বেশি অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতির মাধ্যমে দেশকে শিক্ষার একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত করার প্রচেষ্টা চলছে, শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী শক্তিকে উৎসাহিত করার জন্য স্কুলগুলিতে অটল উদ্ভাবন মিশনের প্রবর্তন করা হয়েছে। দেশের স্টার্টআপের সংখ্যা দ্বিগুণ গতিতে বেড়েছে। দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলকে বিমান ও রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে, দীর্ঘস্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করতে বোডো-ব্রু-রিয়াং-এর মতো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিল করা, তিন তালাকের মতো প্রথার অবসান ঘটানো, সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রেখে অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের পথ প্রশস্ত করা, কোভিড মহামারীর মতো সংকটের সময়ে স্বনির্ভর ভারতের চেতনা জাগ্রত করা- এক নতুন ভারত গঠনের এই কাজ এবং প্রচেষ্টাগুলি দিকনির্দেশনা দিয়েছে।

'প্রগতি' নিয়ে উন্নয়নের নতুন পথ

'প্রগতি' মঞ্চের মাধ্যমে সারাদেশে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। এতে শুধু দুর্নীতি দমন হয়নি, বরং সর্বত্র উন্নয়নের সুফল সরাসরি কৃষক, আদিবাসী, দরিদ্র ও মহিলাদের কাছে পৌঁছেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কোটি কোটি টাকার স্থগিত থাকা ও অমীমাংসিত প্রকল্পগুলো একের পর এক দ্রুত সম্পন্ন হচ্ছে। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে প্রগতি অর্থাৎ প্রো-অ্যাকটিভ গভর্নেন্স অ্যান্ড টাইমলি ইমপ্লিমেন্টেশন (প্রগতি) মঞ্চের সাহায্যে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশনার কারণে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দফতর এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে

২০১৪ থেকে আট বছরে, প্রায় ৯০.৯ লক্ষ কোটি টাকা উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় করা হয়েছে। ২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৪৯.২ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল।

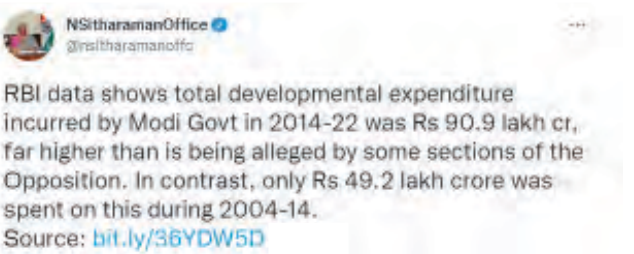

সমন্বয় ঘটেছে যার ফলে কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে। এই মঞ্চের উন্নয়ন প্রকল্পগুলি প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেই পর্যবেক্ষণ করেন। ২০১৫ সালের ২৫ মার্চ থেকে তিনি এর প্রতিটি সভায় সভাপতিত্ব করছেন। 'প্রগতি' মঞ্চ এখনও পর্যন্ত ৩৯টি সভা করেছে, যার মধ্যে ১৪.৮২ লক্ষ কোটি টাকার ৩১১টি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩.৪১ লক্ষ কোটি টাকার ৭১টি প্রকল্প দ্রুত গতিতে শুরু হয়েছে। এটি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমাধান খোঁজার একটি মঞ্চ হিসাবে কাজ করে।

নতুন অনুশীলনগুলি ভারতের উন্নয়ন যাত্রার নির্দেশিকা

আজ দেশের প্রথা ও নীতি পরিবর্তিত হয়েছে এবং নতুন ঐতিহ্যের উদ্ভব ঘটছে যা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বাস্তবসম্মত কর্মপদ্ধতির কারণে। দ্রুত সিদ্ধান্ত, দ্রুত পদক্ষেপ, দরিদ্রদের জন্য উদ্বেগ, প্রযুক্তির সঙ্গে অগ্রগতি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গিও স্পষ্ট কারণ তিনি খুব ভালোভাবেই বোঝেন যে বিশ্বের সবচেয়ে কমবয়সী দেশ ভারতের অর্ধেক জনসংখ্যার বয়স ২৭ বছরের নিচে। এই তরুণতরুণীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং দেশকে নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আবেগও রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর 'নিউ ইন্ডিয়া'র মন্ত্রের কারণে ভারতের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে গিয়েছে। এর আগে বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল- ভারত কেন? কিন্তু এখন সময়ের পরিবর্তন হয়েছে এবং বিশ্ব বলছে- ভারত কেন নয়? প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদী এই নতুন ভারতের কল্পনা করেছিলেন। তিনি শুধু পরিকল্পনা করার কথা ভাবেননি, সেই পরিকল্পনাগুলি যাতে বাস্তব রূপ পায় তাঁর জন্য একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা চালিয়ে

গিয়েছেন। এই কারণেই যে লালকেল্লা থেকে ঘোষিত পরিকল্পনাগুলি প্রধানমন্ত্রী মোদীর চিন্তাভাবনা অনুসারে ১০০% বাস্তবায়িত হয়েছে।

'ভারত জোড়ো' পদ্ধতির মাধ্যমে এক শক্তিশালী দেশ গড়ে তোলা

প্রতিটি দেশের উন্নয়ন যাত্রায় এমন একটা সময় আসে যখন এটি নিজেকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে। এটি নতুন সংকল্প, প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। ভারতের উন্নয়ন যাত্রাও একই সময় এসেছে, যেখানে দেশকে নবনির্মাণের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। অমৃত কালের যাত্রা শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের মাধ্যমে। 'সংকল্পের দ্বারা সিদ্ধি' মন্ত্রটি ভারতকে অমৃত কালের উচ্চাকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে। ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের উন্নয়নের জন্য একটি সামগ্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এখন দীর্ঘদিন ধরে ফাইল আটকে থাকার মোট অভ্যাস দূর হয়েছে। জনগণের সহযোগিতায় সরকার তার প্রতিটি মিশন, প্রতিটি সিদ্ধান্ত পূরণ করছে। এখন এমন একটি সরকার আছে যারা জনগণকে দেশের অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত করতে কাজ করছে। এখন সরকার এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত ধারণাকে প্রচার করে এবং 'ভারত জোড়ো'-ধারণার উপর জোর দেয়।

অমৃত সংকল্প: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করা

'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস' এই ধারণাটি জনসাধারণের অংশগ্রহণের ফলে সফল হতে পেরেছে। তেমনিভাবে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলে স্বচ্ছ ভারত অভিযান, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া, আত্মনির্ভর ভারত, 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর মতো অভিযানগুলি সফলতা লাভ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাধারণ নাগরিকদের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ বোঝেন। এরপরে তিনি নীতি এবং কৌশল নির্ধারণ কাজ করেন এবং সেটিকে বাস্তবায়িত করতে কাজ করেন। সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে করোনার সময় তিনি স্বনির্ভরতার প্রচার শুরু করেছিলেন যা নাগরিকদের মন জয় করেছিল। লকডাউনের কারণে করোনার সময় চলাফেরা সীমিত করা হয়েছিল, সাধারণ নাগরিকদের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে বিনামূল্যে রেশন প্রদান করা হয়েছিল। ২০২০ সালের ২৫ মার্চ দেশে লকডাউন শুরু হয়েছিল

আমাদের আদর্শ দেশের স্বার্থে। আমাদের সেই আদর্শে বড় করা হয়েছে, যে আদর্শ প্রথমে দেশের কথা বলে। জাতীয় নীতির ভাষায় আমাদের রাজনীতির পাঠ শেখানো হয় এটাই আমাদের আদর্শ। আমাদের রাজনীতিতেও জাতীয় নীতি সর্বাগ্রে। রাজনীতি ও জাতীয় নীতির মধ্যে একটাকে মেনে নিতে হবে। আমরা মূল্যবোধ পেয়েছি: জাতীয় নীতি গ্রহণ করা এবং রাজনীতিকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা। আমরা গর্বিত যে আমাদের আদর্শ, যা 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস'-এর কথা বলে, একই মন্ত্রে বেঁচে থাকার কথা বলে।

-নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

এবং ২৬ মার্চের পরেই ১.৭ লক্ষ কোটি টাকার গরীব কল্যাণ যোজনা শুরু হয়েছিল যা কঠিন সময়ে দেশের সাধারণ নাগরিকের সহায় হয়ে উঠেছিল।

একটি পরিবর্তনশীল ভারত

গত আট বছরে শুরু হওয়া অনেক প্রকল্পের সুবিধা কোটি কোটি দরিদ্রের কাছে পৌঁছেছে। উজ্জ্বলা থেকে আয়ুষ্মান ভারত, এই সমস্ত স্কিম সাধারণ নাগরিকদের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দেশ আগের চেয়ে অনেক দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তবে এই যাত্রা এখানেই শেষ নয়। দেশকে তার পূর্ণ সক্ষমতা কাজে লাগাতে হবে। এই সংকল্পের সঙ্গে ভারত 'অমৃত কাল'-এর যাত্রা শুরু করেছে যেখানে ১০০% গ্রামে সড়ক রয়েছে, ১০০% পরিবারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে, ১০০% সুবিধাভোগীদের আয়ুষ্মান ভারত কার্ড থাকতে হবে এবং উজ্জ্বলা প্রকল্পের অধীনে ১০০% যোগ্য ব্যক্তিদের রান্নার গ্যাস সংযোগ থাকতে হবে। সরকারের বিমা প্রকল্প হোক, পেনশন স্কিম হোক বা গৃহ প্রকল্প, প্রত্যেক ব্যক্তিক সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। স্বনিধি স্কিমের মাধ্যমে রাস্তার ধারের বিক্রেতাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। আজ, দেশে 'হর ঘর জল মিশনে'র কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। জলজীবন মিশনের অধীনে মাত্র আড়াই বছরে নয় কোটিরও বেশি পরিবার কল থেকে জল পাচ্ছেন। এ পর্যন্ত ৭৫ হাজারের বেশি স্বাস্থ্য-সুস্থতা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এখন ব্লক স্তরে ভাল হাসপাতাল এবং আধুনিক ল্যাবগুলির নেটওয়ার্ক বিকাশের জন্য কাজ করা হচ্ছে। দেশের হাজার হাজার হাসপাতালেরও এখন নিজস্ব অক্সিজেন প্ল্যান্ট রয়েছে। নিঃসন্দেহে ২০১৪ সালের পর দেশের শুধু রাজনীতিই নয়, শাসনব্যবস্থার কাজ ও চিন্তাধারায়ও অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে। এর কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জীবন সংগ্রাম। জীবনের প্রথমদিকের সংগ্রাম- সময় প্রধানমন্ত্রী মোদীর মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি জাতীয়তাবাদের আদর্শে বড় হয়েছিলেন যেখানে সর্বাগ্রে রাষ্ট্র একটি অগ্রাধিকার। তাঁর চিন্তাভাবনায় দেশের জননীতি, সমাজনীতি, নাগরিকদের কল্যাণনীতি নিহিত রয়েছে। এই গুণটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে শুধু দেশের নয় বিশ্বের অন্যান্য নেতাদের থেকে আলাদা করে। তাঁর জীবনে অনেক উত্থান-পতন এসেছে, কিন্তু দেশের কল্যাণের চিন্তা সর্বদা তাঁর সঙ্গে থেকেছে। ■

স্বাস্থ্য সেবা
সুস্থ ভারত সবল ভারত

সাফল্য এবং সম্পদ সুস্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। তারপর সেই অগ্রগতি একজন ব্যক্তি, একটি পরিবারের গণ্ডি অতিক্রম করে একটি সমাজ বা সমগ্র দেশের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কারণেই গত আট বছর ধরে স্বাস্থ্যক্ষেত্রকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। কোভিড মহামারি চলাকালীন সময়ে ব্লক স্তরের উপরে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত পরিকাঠামো তৈরির জন্য একটি নতুন উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগ আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক সদস্য হিসাবে মানসিক ও আর্থিকভাবে দুর্বল করে। তাই গত ৭-৮ বছরে দেশে স্বাস্থ্যক্ষেত্র নিয়ে ব্যাপক কাজ করা হয়েছে। আমাদের সরকার সাতটি বিষয়ের উপর মনোনিবেশ করেছে বা বলা যায় স্বাস্থ্যের সপ্তর্ষি।

-নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী (আসামে সাতটি ক্যানসার হাসপাতালের উদ্বোধনের সময়)

স্কিম

শুরু | অক্টোবর ২০১৬

প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি প্রকল্প

জেনেরিক ওষুধ এখানে ৫০ থেকে ৯০ শতাংশ সস্তা

উদ্দেশ্য: ওষুধের জন্য নাগরিকদের অর্থখরচ কমানো। সাশ্রয়ী মূল্যের জেনেরিক ফার্মাসিউটিক্যাল এবং অস্ত্রোপচার সামগ্রীর (বাজার মূল্যের চেয়ে ৫০-৯০% কম) সুবিধা, পাশাপাশি চাকরির সুযোগ।

অগ্রগতি

২০২২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সারা দেশে ৮৭০০ টিরও বেশি জনঔষধি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ল্যাব রিএজেন্ট ব্যতীত, এই স্কিমের মধ্যে প্রায় ১৬০০টি ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ২৫০টি অস্ত্রোপচারের সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে জাতীয় অপরিহার্য ওষুধের তালিকার সমস্ত ওষুধ রয়েছে। প্রতি মাসে প্রায় ১.২৫ কোটি মানুষ ওষুধ কেনেন।

১০,৫০০টি

কেন্দ্র খোলার লক্ষ্য, ২০২৫ সালের মধ্যে। এখন এই প্রকল্পের অধীনে কেন্দ্র মালিকদের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা প্রণোদনা দিচ্ছে।

স্কিম

পিএমজেওয়াই-আয়ুষ্মান ভারত

শুরু ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

এখন আর অর্থের অভাবে চিকিৎসা বন্ধ থাকে না।

উদ্দেশ্য: ১০ কোটি ৭৪ লক্ষ পরিবারের ৫০ কোটি মানুষ পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা পেয়েছেন।

তথ্য জানুন- এই প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য জানতে mera.pmjay.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন বা টোল ফ্রি নম্বর ১৪৫৫৫ বা ১৮০০-১১১-৫৬৫ ডায়াল করুন।

অগ্রগতি

২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে ১৭.৯০ কোটি সুবিধাভোগীকে আয়ুষ্মান কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। ৩.২৮ কোটিরও বেশি মানুষ চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণ করেছেন। এই স্কিমটি প্রায় ২৭,৩০০টি বেসরকারি ও সরকারি হাসপাতালকে সংযুক্ত করে। এছাড়াও এই ব্যবস্থায় শুধুমাত্র মহিলাদের ১৪১টি অনুরূপ চিকিৎসা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১৯ সালের অক্টোবর থেকে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই প্রকল্প থেকে উপকৃত মানুষের মধ্যে ৪৬.৭% মহিলা ছিলেন।

স্কিম

ই-সঞ্জীবনী ওপিডি স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা কেন্দ্র

শুরু ২০১৮ এবং ২০২০

বাড়ির কাছে এবং বাড়ির মধ্যে চিকিৎসা সুবিধা

উদ্দেশ্য: স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রের দৌলতে বাড়ি থেকে চিকিৎসকের দূরত্ব ৩০ মিনিটেরও কম। টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে ঘরে বসেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

তথ্য পান: ২০২২ সালের ২০ এপ্রিল পর্যন্ত এই পরিষেবার মাধ্যমে ৩ লক্ষ ১৬ হাজার ঘণ্টার বেশি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই সংক্রান্ত পরিষেবা জানতে https://esanjeevaniopd.in -ওয়েবসাইট দেখুন।

অগ্রগতি

২০১৮ সালে আয়ুষ্মান ভারত-এর অংশ হিসাবে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রের নির্মাণ শুরু হয়েছিল। ২০২২ সালের ২৯ এপ্রিলের মধ্যে এই ধরনের ১.১৮ লক্ষ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ১.০২ বিলিয়ন সুস্থতা সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে ৮৫.৬৩ বিলিয়ন মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন। ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ১.৫৮ লক্ষ কেন্দ্র খোলার লক্ষ্য রয়েছে। টেলিমেডিসিন প্রোগ্রাম ই-সঞ্জীবনী ২০২০ সালে চালু হয়েছিল, এর মাধ্যমে এক লক্ষেরও বেশি স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রতিদিন, ই-সঞ্জীবনীর মাধ্যমে সারা দেশের ৯০ হাজারের বেশি মানুষ চিকিৎসা পরামর্শ পান।

স্কিম

চিকিৎসা যন্ত্রপাতি প্রণোদনা স্কিম

শুরু ২০২০-২০২১ থেকে ২০২৪-২০২৫

ভারতের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি উৎপাদন শিল্প দ্রুত বৃদ্ধি পাবে

উদ্দেশ্য: বিশ্বমানের পরিকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত সরঞ্জামের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা।

অগ্রগতি

ভারতের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্ষেত্রের মূল্য পাঁচ বিলিয়নের বেশি, মোট রাজস্বের ৮০-৯০ শতাংশ রয়েছে আমদানি থেকে। ২০২০ সালের ১ এপ্রিল থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতিগুলিকে এখন ওষুধ হিসাবে সংজ্ঞায়িত এবং বিজ্ঞপ্তি করা হয়েছে। মেডিক্যাল ডিভাইস পার্ক প্রমোশন স্কিমটি

৪০০

কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করেছে ১৬টি রাজ্য, তার মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ এবং হিমাচল প্রদেশকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এর সময়সীমা হল ২০২৪-২৫।

স্কিম

জাতীয় ঔষধ মূল্য নির্ধারক কর্তৃপক্ষ

শুরু জুলাই ২০১৪

একই ওষুধ, সঠিক দাম। ডায়াবেটিস, ক্যানসারের ওষুধ এখন সস্তা।

উদ্দেশ্য: ডায়াবেটিস, কার্ডিওভাসকুলার, ক্যানসারের ওষুধ এবং স্টেন্ট এবং হাঁটু ইমপ্লান্টের খরচ নিয়ন্ত্রণ করে রোগীদের উপর থেকে অর্থের বোঝা হ্রাস করা।

অগ্রগতি

২০১৪ সালের জুলাই মাসে ১০৬টি অ্যান্টি-ডায়াবেটিক এবং কার্ডিওভাসকুলার ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ২০১৬ সালের ১৬ মার্চ এনএলইএম আইনের পরে ১০২টি ফর্মুলেশনের বিক্রয় মূল্যের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে করোনারি স্টেন্টের মূল্য প্রকাশ করা হয়েছিল এবং আগস্ট মাসে 'অর্থোপেডিক নি ইমপ্লান্ট' বা হাঁটু প্রতিস্থাপনের জন্য মূল্য প্রকাশ করা হয়েছিল।

ওষুধ এবং চিকিৎসা যন্ত্রপাতির মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে গ্রাহকরা প্রতি বছর প্রায়

৮৪০০

কোটি টাকা সাশ্রয় করেছেন।

স্বাস্থ্য খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে এই প্রকল্প

প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো মিশন

শুরু ২৫ অক্টোবর ২০২১

দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নত করার সময়

উদ্দেশ্য- দেশের প্রতিটি স্তরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত বছর এই প্রকল্প বারাণসীতে শুরু করেছিলেন। পাঁচ বছরে ৬৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি খরচ করে দেশের স্বাস্থ্যসেবা পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য এটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় উদ্যোগ।
- ফাইভ বিএসএল-থ্রি টেস্টিং ল্যাবরেটরি ৩৩টি রোগের বিশ্লেষণ এবং সম্ভাব্য ক্ষমতার বিচার করে।
- বারোটি কেন্দ্রীয় হাসপাতালে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক তৈরি করা হবে। অতিরিক্ত ১৮০০টি শয্যা থাকবে।
- ১৭,৭৮৮টি গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র খোলা হবে। চারটি নতুন আঞ্চলিক ভাইরোলজি ইনস্টিটিউট চালু করা হবে।

উত্তরপ্রদেশের ৭৫টি জেলায়

৬০২টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক স্থাপন করা হবে।

অগ্রগতি

প্রধানমন্ত্রী মাতৃত্ব বন্দনা যোজনা

২০১৬ সালে মাতৃত্ব বন্দনা যোজনা চালু হয়েছিল। এই স্কিমটি ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে দেশের সমস্ত জেলায় প্রযোজ্য হয়। এর আওতায় অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের নিরাপদ প্রসবের জন্য এবং স্তন্যদানকারী মহিলাদের পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রদানের জন্য ৫ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে। আজ দেশের ৬৫০টি জেলায় এই প্রকল্প থেকে সুবিধাভোগী মহিলার সংখ্যা প্রায় দুই কোটি। ২০১৮ থেকে ২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে, এই প্রকল্পের অধীনে ১.৭৫ কোটি যোগ্য সুবিধাভোগীকে মোট ৫৯৩১.৯৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল।

শুরু ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১

আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল স্বাস্থ্য মিশন

প্রতিটি নাগরিকের নিজস্ব পরিচয় অ্যাকাউন্ট

উদ্দেশ্য: প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য এক ক্লিকে পাওয়া।

সুবিধা নিন: আপনি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, ndhm.gov.in-এ গিয়ে নিজের স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারেন।

অগ্রগতি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২০ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে এই প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন। ছয়টি রাজ্যে একটি পাইলট প্রকল্পের পর, এটি সারা দেশে বাস্তবায়িত হয়েছে। এটি আধার কার্ডের মতো একটি স্বাস্থ্য কার্ড, যাতে সুবিধাভোগীর সমস্ত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য উপলব্ধ থাকবে।

এই মিশনের অধীনে ২০ এপ্রিল, ২০২২ পর্যন্ত

২১,৫০,৭১,০৫৬

জনের জন্য স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।

জাতীয় স্বাস্থ্য পুষ্টি মিশন

২০১৮ সালের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে এটি রাজস্থান থেকে চালু হয়েছিল। তার আগে এই পরিকল্পনাটি পুষ্টি মিশন নামে পরিচিত ছিল এবং ২০১৮ সালে এটি পুষ্টি অভিযান বৃহৎ পরিসরে কার্যকর করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের অধীনে একটি শিশুর জন্মের পর থেকে প্রথম ১০০০ দিন অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া হয়। এটির লক্ষ্য ০-৬ বছর বয়সি শিশু, অন্তঃসত্ত্বা মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মহিলাদের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির উন্নতি করা। এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে অপুষ্টি দূর করতে ৩ বছরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে সব ধরনের ক্ষুধা ও অপুষ্টি অবসানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এর সাথে, জনগণকে, বিশেষ করে শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ জন্য সরকারি রেশন দোকান থেকে পুষ্টিকর চাল বিতরণ শুরু হয়েছে।

ভারত যক্ষ্মা মুক্ত হবে

রাষ্ট্রসংঘ ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব থেকে যক্ষ্মা নির্মূল করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, যেখানে ভারত ২০২৫ সালের মধ্যে সেই লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এই অভিযানটি তিন বছর আগে ১২ হাজার কোটি টাকার বাজেটে শুরু হয়েছিল।

ভারতকে ম্যালেরিয়া মুক্ত করা

২০১৭ সালের জুলাইয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ম্যালেরিয়া নির্মূলের জন্য জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৭-২২ ঘোষণা করেছে, যার লক্ষ্য দেশে ম্যালেরিয়া নির্মূল করা। উত্তর-পূর্ব ভারতে লক্ষ্য অর্জনের পর বর্তমানে মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় এবং মধ্যপ্রদেশকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে। ২০১৬ সালে সরকার ম্যালেরিয়া নির্মূলের জন্য জাতীয় কাঠামো ২০১৬ ২০৩০-এর প্রকাশ করেছিল।

ভারত: বিশ্বের ওষুধ ভাণ্ডার

- ভারত বিশ্বের সবচেয়ে বড় জেনেরিক ওষুধ উৎপাদনকারী দেশ। বিশ্ব বাজারে ভারতের ২০% অবদান রয়েছে।
- ভারতের ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প ২০২০-২১ সালে ১২% বার্ষিক বৃদ্ধির সঙ্গে ৫০ বিলিয়ন অতিক্রম করেছে।
- ভারত দুশোটিরও বেশি দেশে উচ্চমানের ওষুধ সরবরাহ করে।

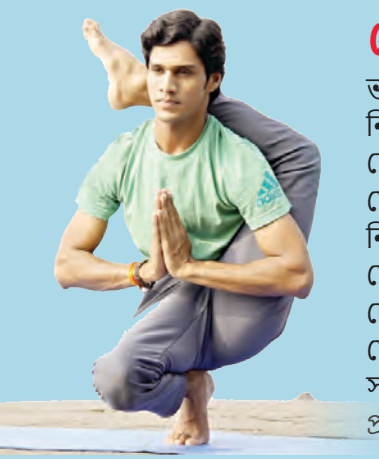

যোগ জনপ্রিয় হয়েছে

ভারত কেবলমাত্র দেশের স্বাস্থ্য নয়, সমগ্র গ্রহের স্বাস্থ্য নিয়েও উদ্বিগ্ন। সেই কারণে যোগের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। আয়ুষ মন্ত্রক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যোগব্যায়াম বিশ্বব্যাপী একটি ঘটনা হয়ে উঠেছে। নিজেকে চাপমুক্ত এবং সুস্থ রাখতে দেশে যোগব্যায়াম অনুশীলনকারীর সংখ্যা আগের চেয়ে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, যোগব্যায়াম প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও প্রসারিত হয়েছে। যোগব্যায়াম এখন বিশ্বের প্রায় ১৭৭টি দেশে অনুশীলন করা হয়।

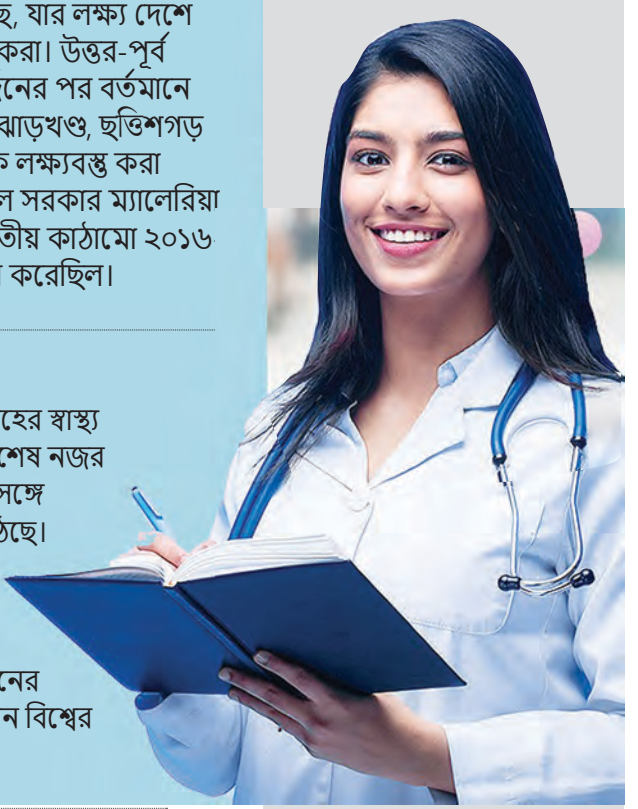

অগ্রগতি

শুরু ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৪

মিশন ইন্দ্রধনুষ

কোন শিশু বা মা যেন টিকা থেকে বঞ্চিত না হন

উদ্দেশ্য: সমস্ত অন্তঃসত্ত্বা মহিলা এবং দুই বছরের কম বয়সি শিশুদের সম্পূর্ণ টিকাকরণ নিশ্চিত করা।

চালু হওয়ার সময় মিশন ইন্দ্রধনুষের অধীনে সাতটি রোগের টিকা দেওয়া হয়েছিল। এটি বর্তমানে বারোটি রোগের টিকা দেয়। এর অধীনে ৪.১০ কোটি মানুষকে টিকা দেওয়া হয়েছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইনটেনসিফাইড মিশন ইন্দ্রধনুষ ৪.০ শুরু হয়েছিল, এর লক্ষ্য হল সর্বজনীন টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে বার্ষিক ৩০ মিলিয়নেরও বেশি অন্তঃসত্ত্বা মহিলা এবং ২৬ মিলিয়ন শিশুকে টিকা দেওয়া।

গুজরাতের জামনগরে ঐতিহ্যবাহী ওষুধের জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল

ঐতিহ্যগত চিকিৎসায় বিশ্বনেতারা

ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদ এখন সারা বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। ২০১৪ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার আয়ুষ মন্ত্রক প্রতিষ্ঠা করে আয়ুর্বেদ, যোগ এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী ওষুধ ব্যবস্থাকে একীভূত করার জন্য কাজ করেছে। ২০১৫ সালের ২১ জুন থেকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস শুরু হয়েছিল, সারা বিশ্ব থেকে ভারত সমর্থন পেয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৯ এপ্রিল, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায়, গুজরাতের জামনগরে বিশ্বের প্রথম ঐতিহ্যবাহী ওষুধের জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় বলেন, "আয়ুর্বেদকে আমাদের জীবনে জ্ঞান হিসাবে গণ্য করা হয় এবং আমাদের মধ্যে চার বেদের মত আয়ুর্বেদকে পঞ্চম বেদ বলা হয়।"

- আট বছরে, আয়ুষ কলেজের সংখ্যা প্রায় ২০০ থেকে বেড়ে এখন ৭৮০ হয়েছে।
- ৪৩৫টি নতুন আয়ুষ হাসপাতাল খোলা হয়েছে এবং এখন ভারতে ৩৮৫৯ আয়ুষ হাসপাতাল রয়েছে।
- ২৯৯৫১টি আয়ুষ ডিসপেনসারি আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথি এবং ইউনানি ওষুধের মাধ্যমে দেশের মানুষের সেবা করছে। আয়ুষ উৎপাদন শিল্প ২০২২ সালের শেষে এক লক্ষ ৪০ হাজার কোটিতে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে। আয়ুষের বাজার হল ১৮ বিলিয়ন ডলার, অনুমান করা ২০২৭ সালের মধ্যে তা ৫০% বৃদ্ধি পাবে। ২০১৪ সালে এটির বাজার তিন বিলিয়ন ডলারের কম ছিল।

চিকিৎসা বিদ্যায় রূপান্তর

৭৫% স্নাতক এবং ৯৩% স্নাতকোত্তর আসন বৃদ্ধি পেয়েছে

গত ৮ বছরে, কেন্দ্রীয় সরকার চিকিৎসা শিক্ষার উন্নতির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ৫০ শতাংশ আসনের খরচ সরকারি মেডিক্যাল কলেজের সমান করা হয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষার উন্নতির জন্য মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া বিলুপ্ত করা হয় এবং তার জায়গায় জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন গঠন করা হয়। এছাড়াও, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ওবিসিদের জন্য ২৭% এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বিভাগের (ইডব্লিউএস) জন্য ১০% শতাংশ সংরক্ষণের বিধান করা হয়েছে। এছাড়াও, দেশের সমস্ত সরকারি, ডিমড্ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য নিট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

স্নাতক স্তরের আসন

২০১৪	৫১,৩৪৮
২০২২*	৮৯,৮৭৫

স্নাতকোত্তর আসন

২০১৪	৩১,১৮৫
২০২২	৬০,২০২

মেডিক্যাল কলেজ এবং এমস

২০১৪	২০২২*
৩৮৭ টি মেডিক্যাল কলেজ এবং ছয়টি এমস	৫৯৬ টি মেডিক্যাল কলেজ এবং ২২টি এমস

*মার্চ পর্যন্ত

কোভিডের বিরুদ্ধে দৃঢ় লড়াই

সারা বিশ্বে যখন কোভিডের মতো ভয়ানক মহামারি আঘাত হানে, তখন কীভাবে সেই রোগের মোকাবেলা করা যায় তা সম্পর্কে আমাদের কোনও ধারণা ছিল না। আমাদের কোনও পরিকাঠামো ছিল না। ততদিন পর্যন্ত ভারতে পিপিই কিট এবং এন-৯৫ মাস্ক ভারতে খুব কমই তৈরি হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর "জান হ্যায় তো জাহান হ্যায়" এবং তারপরে "জান ভি, জাহান ভি" মন্ত্রকে সঙ্গী করে ভারত কেবল কোভিডের সঙ্গে দৃঢ়তার সাথে লড়াই করেনি, আজ বিশ্বের অনেক দেশকেও সহায়তা করছে। ভারত কোভিডের সংক্রমণ রোধ করতে সবচেয়ে কঠোর লকডাউন আরোপ করেছে। অন্যদিকে, এটি এই রোগের সাথে লড়াই করার পাশাপাশি দেশের স্বাস্থ্য অবকাঠামো শক্তিশালী করার প্রস্তুতিতে সাহায্য করেছে। ২০২০ সালের এপ্রিলে একটি ভ্যাকসিন টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়েছিল। ভারত শুধু মাত্র আট মাসে দুটি টিকা পেয়েছে তাই নয়, বরং এটি টিকার স্টোরেজ, পরিবহন, সংগ্রহ, কোল্ড চেন এবং প্রয়োগের রূপরেখার মাধ্যমে ২০২১ সালের ১৬ জানুয়ারি থেকে বিশ্বের বৃহত্তম টিকা অভিযানও পরিচালনা করেছে। 'হর ঘর দস্তক' এবং 'সকলের জন্য টিকা, বিনামূল্যে টিকা'র মতো প্রচারাভিযান চালু করে, ভারত শুধুমাত্র রেকর্ড সময়ে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের কাছে টিকা পৌঁছে দেয়নি, 'টেস্ট, ট্র্যাক এবং ট্রিট'-এই কৌশল গ্রহণ করে শতাব্দীর সবচেয়ে প্রাণঘাতী মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে, এক দিনে রেকর্ড ২.৫ কোটি টিকার ডোজ প্রদান করা হয়েছিল, যা বিশ্বের অন্য কোনও দেশ করতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ব্যক্তিগতভাবে ভারতের সমস্ত কোভিড বিষয়ক সমস্ত প্রচারণা পর্যালোচনা করেছেন। সম্প্রতি ২৭ এপ্রিল তিনি মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে নতুন করে কোভিড আক্রান্তদের বিষয়ে পর্যালোচনা করেছেন।

কোভিডের সঙ্গে যুদ্ধে ভারত এভাবেই এগিয়েছে

- ভারত আজ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পিপিই কিট এবং এন৯৫ মাস্ক উৎপাদনকারী দেশ। ভারত এখন ৪৮টি দেশে পিপিই কিট সরবরাহ করছে।
- ২০২০ সালে ভারতে যখন প্রথম কোভিড আক্রান্তের ঘটনা নথিবদ্ধ করা হয়েছিল, তখন রোগ পরীক্ষা করার জন্য দেশে মাত্র একটি ল্যাব ছিল। এখন ৩৩৬০টি পরীক্ষাগার রয়েছে।

টিকাকরণের জন্য কোউইনের মাধ্যমে নিবন্ধন করা যায়। সারা দেশে ৪১৪৩টি নতুন অক্সিজেন উৎপাদন প্ল্যান্ট রয়েছে। জরুরি প্রতিক্রিয়া প্যাকেজের অধীনে ৬৩১টি জেলায় পেডিয়াট্রিক কেয়ার ইউনিট রয়েছে।

- ২ মে পর্যন্ত ১৮৯.২৩ কোটি টিকার ডোজ দেওয়া হয়েছে। টিকাদানে বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ ভারত।
- ২৭ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত, ৯৬% প্রাপ্তবয়স্করা টিকার অন্তত একটি ডোজ পেয়েছেন, ১৫ বছরের বেশি বয়সিদের মধ্যে প্রায় ৮৫% উভয় ডোজ পেয়েছেন। ২৬ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ৬-১২ বছরের শিশুদের জন্য কোভ্যাক্সিন টিকা অনুমোদিত হয়েছিল।

স্কিম

জল জীবন মিশন-
হর ঘর জল

শুরু | ১৫ আগস্ট, ২০১৯

গ্রামীণ ভারতে ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য: ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিটি বাড়িতে কলের জলের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্য।

অগ্রগতি

- এই প্রকল্প শুরু হওয়ার পরে মাত্র ৩২ মাসে ৬.৩০ কোটি বাড়ি কলের সংযোগ পেয়েছে। এখন ১৯.৩২ কোটি গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে, প্রায় ৯.৩৫ কোটি বাড়িতে কলের জল পাওয়া যাচ্ছে।
- আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দাদরা এবং নগর হাভেলি, দমন এবং দিউ ছাড়াও গোয়া, তেলেঙ্গানা এবং হরিয়ানা রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে এখন কল থেকে জলের সংযোগ রয়েছে।
- এই প্রকল্পে ৩.৬ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ হবে ২.০৮ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত

৬১,১২০

কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যেখানে চলতি অর্থ বছরে ৩.৮ কোটি পরিবারে বাড়িতে জল সরবরাহের জন্য ৬০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পরিবেশ বান্ধব নীতির মাধ্যমে ভবিষ্যত রক্ষা করা

पृथ्वी सगन्धा सरसास्तथाप: स्पर्शी च वायुर्ज्वलिंत च तेज:।
नभ: सशब्दं महत्ता सहै व कुर्वन्तु सर्वे गम सुप्रभातम्॥”

উপরিউক্ত সংস্কৃত শ্লোকটি প্রত্যেক মানুষের জীবনে প্রকৃতির গুরুত্বের উপর আলোকপাত করে। বায়ু, জল এবং আকাশ সবই প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ যার সঙ্গে মানবজীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অনাদিকাল থেকে উন্নত পরিবেশ এবং বিশুদ্ধ জল আমাদের সংস্কৃতিতে জীবনের পাঁচটি মৌলিক উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, ২০১৯ সাল পর্যন্ত দেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে পানীয় জলের জন্য মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হত। একটি আদর্শ পরিবেশের জন্য যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া উচিত ছিল তা অতীতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। এখন জলজীবন মিশনের মতো প্রকল্প প্রতিটি বাড়িতে কলের জলের সংযোগ পৌঁছে দিচ্ছে, যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পঞ্চামৃতের মন্ত্র পরিবেশ রক্ষার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হচ্ছে।

শুরু | ৩০ ডিসেম্বর, ২০২১

স্কিম

বাঁধের নিরাপত্তার জন্য নতুন আইন

বাঁধগুলি এখন সুরক্ষিত

উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য: বাঁধের নিরাপত্তার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা

- ভারতে ৫৩৩৪টি বড় এবং ৪১১টি নির্মাণাধীন বাঁধ রয়েছে এবং হাজার হাজার অন্যান্য ছোট বাঁধ রয়েছে। বাঁধ পুনর্বাসন এবং উন্নতি প্রকল্প- ড্রিপ ১ - সাতটি রাজ্যের ২২৩টি বাঁধের উপর, ড্রিপ-২ এবং ড্রিপ-৩- উনিশটি রাজ্যের ৭৩৬টি বাঁধে ১০,২১১ কোটি টাকা আনুমানিক ব্যয়ে দুটি পর্যায়ে নির্মাণ করা হবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ভারত সরকার বাঁধের যথাযথ নিরীক্ষণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বাঁধ সুরক্ষা আইন ২০২১ প্রণয়ন করেছে, যা ২০২১ সালের ৩০ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে। এর অধীনে, দুটি জাতীয় এবং দুটি রাজ্য-স্তরের প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে।

স্কিম

অটল ভূজল যোজনা

শুরু | ২৫ ডিসেম্বর ২০১৯

জল জীবনের জন্য অপরিহার্য

উদ্দেশ্য: সাতটি জলের চাহিদাযুক্ত রাজ্যের ৭৮টি চিহ্নিত জেলায় ভূগর্ভস্থ জল সম্পদের ব্যবস্থাপনার উন্নতি করা।

অগ্রগতি

গুজরাত, হরিয়ানা, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশের ৮৩৫০টি পঞ্চায়েত সরাসরি এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হবে। পাঁচ বছরের জন্য ৬০০০ কোটি বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৫০% বিশ্বব্যাংকের ঋণ এবং ৫০% ভারত সরকারের অনুদান রয়েছে। জল ব্যবহারকারী সমিতিতে, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে জল সুরক্ষার জন্য যে কমিটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে তাতে ২০% মহিলাদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সারাদেশে ৫৫১৬টি জল নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

স্কিম

নমামি গঙ্গে মিশন

শুরু | জুন,২০১৪

গঙ্গা হয়ে উঠছে নির্মল ও নিরবচ্ছিন্ন

উদ্দেশ্য: গঙ্গা নদী এবং এর উপনদীগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা।

অগ্রগতি

এখন পর্যন্ত নমামি গঙ্গে মিশনের অধীনে ৩০,৮৫৩ কোটি টাকার আনুমানিক ব্যয়ে ৩৬৪টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে ১৮৩টি প্রকল্প সম্পূর্ণ এবং চালু করা হয়েছে। গঙ্গার তীরবর্তী শহরগুলি থেকে প্রতিদিন ২৯৫৩ মিলিয়ন লিটার (এমএলডি) পয়ঃনিষ্কাশন উৎপাদনের বিপরীতে, এর শোধন ক্ষমতা ২৪০৭ এমএলডিতে পৌঁছেছে যা কর্মসূচিটি শুরু হওয়ার সময় ১৩০৫ এমএলডি ছিল। এছাড়াও, আরও ৯৩৪ এমএলডি ক্ষমতা অনুমোদন করা হয়েছে। এখন নমামি গঙ্গে মিশন-২-এর মেয়াদ ২০২৬ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

স্কিম

নদী সংযোগ প্রকল্প

অনুমোদন | ৮ ডিসেম্বর, ২০২১

নদীগুলি যুক্ত হওয়ায় গ্রামবাসী এবং কৃষকরা উপকৃত হবেন

উদ্দেশ্য: খরা প্রবণ অঞ্চলে জল সরবরাহ করা

অগ্রগতি: ভারতের নদীগুলিকে সংযুক্ত করার ধারণাটি ১৮৫৮ সালে স্যার আর্থার থমাস নামে একজন ব্রিটিশ সেচ প্রকৌশলী উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু বিষয়টি তারপর এগোয়নি। তারপর ১৯৮০ সালে, জাতীয় দৃষ্টিকোণ পরিকল্পনার অধীনে ৩০টি সংযোগ চিহ্নিত করা হয়েছিল। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেপ্টেম্বর মাসে নদীগুলির আন্তঃসংযোগ সংক্রান্ত একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ২০১৫ সালে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত আটটি সংযোগের বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। কেন বেতওয়া লিঙ্ক প্রকল্পটি প্রথম বাস্তবায়িত প্রকল্প।

৪৪,৬০৫

কোটি টাকার আনুমানিক ব্যয়ে এই প্রকল্পটি ২০২১ সালের ৮ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভা দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। এটি ২৫ মিলিয়ন হেক্টর এলাকা এবং বর্ধিত ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার ১০ মিলিয়ন হেক্টরে আরও সেচ সুবিধা প্রদান করতে পারে। ৩৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে।

স্কিম

শুরু | ২ অক্টোবর ২০১৪

স্বচ্ছ ভারত মিশন- গ্রামীণ

উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ মুক্ত, এখন ওডিএফ প্লাস

উদ্দেশ্য: দেশকে উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ মুক্ত ঘোষণা করা

অগ্রগতি

২০১৪ সাল থেকে এই প্রকল্পের অধীনে ১০.৯৩ কোটিরও বেশি ব্যক্তিগত পরিবারে শৌচাগার তৈরি করা হয়েছে। একই ভিত্তিতে ২০১৯ সালে ২ অক্টোবর দেশের সমস্ত গ্রাম নিজেদেরকে উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ মুক্ত ঘোষণা করেছে। ওডিএফ অর্জনের পর, স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণ পর্যায়-২ ২০২৫ সালের মধ্যে সমস্ত গ্রামকে ওডিএফ প্লাস করার জন্য পরিচালিত হচ্ছে। এর লক্ষ্য হল কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রদান করা। এটি একটি চাহিদা-ভিত্তিক প্রকল্প, রাজ্যগুলি তাদের নিজ নিজ প্রকল্প পাঠায় এবং জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি তা অনুমোদন করে। ২৯ হাজার গ্রামে তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ছাড়াও ৫৪ হাজার গ্রামে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গোবর্ধন যোজনাও এর অংশ।

মিশন স্বচ্ছ শক্তি

প্রধানমন্ত্রী উজালা যোজনা

শুরু ৫ জানুয়ারি ২০১৫

লক্ষ্য

এলইডি বাল্বের ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা

উদ্দেশ্য: প্রতিটি বাড়িতে সাশ্রয়ী মূল্যের এলইডি বাল্ব সরবরাহ করা।

অগ্রগতি

- সকলের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের এলইডি, উজালা প্রকল্প সারা বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম দেশীয় আলোক কর্মসূচি হয়ে উঠেছে। এর আওতায় এলইডি বাল্ব ৭০ টাকায়, এলইডি টিউব লাইট ২২০ টাকায় এবং এলইডি ফ্যান ১১১০ টাকায় দেওয়া হচ্ছে। ২০১৪ সাল পর্যন্ত যে এলইডি বাল্ব ৩৫০ টাকায় পাওয়া যেত তা এখন ৭০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। গ্রাম উজালা অভিযানের অধীনে তা দশ টাকায় উপলব্ধ করা হচ্ছে।
- প্রকল্পের শুরু থেকে ২০২২ সালের ২২ এপ্রিল পর্যন্ত ৩৬.৭৯ কোটি এলইডি বিতরণ করা হয়েছে।
- ৪৭,৭৭৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টার বার্ষিক শক্তি সঞ্চয় অর্জিত হয়েছে।
- সর্বোচ্চ ৯,৫৬৫ মেগাওয়াট চাহিদা নির্ধারিত হয়েছে। বার্ষিক ৩.৮৬ কোটি টন কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন হ্রাস পেয়েছে।

বর্তমানে দেশে প্রতি মাসে **৪০** মিলিয়ন এলইডি বাল্ব তৈরি হচ্ছে। ২০১৪ সালে এই সংখ্যা ছিল প্রতি মাসে এক লক্ষ।

উদ্দেশ্য: দূষণমুক্ত ভবিষ্যতের জন্য পরিচ্ছন্ন শক্তির বিকল্প উৎস তৈরি করা এবং দূষণের কারণগুলি হ্রাস করা।

জাতীয় হাইড্রোজেন মিশন

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২১ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে জাতীয় হাইড্রোজেন মিশন চালু করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সাধারণ বাজেটে এর জন্য বিধান করা হয়েছে। ভারতের প্রথম হাইড্রোজেন পাইলট প্ল্যান্ট ২০২২ সালের ২১ এপ্রিল আসামের জোড়হাটে চালু হয়েছে।

পেট্রোলে ইথানল মেশানোর প্রচার

- পেট্রোলে ইথানল যোগ করলে কার্বন মনোক্সাইড নির্গমন ৩৫% পর্যন্ত হ্রাস পায়। ২০১৪ পর্যন্ত ভারতে ১.৫% ইথানল পেট্রোলের সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়েছিল। বর্তমানে এটির সীমা ৮.১%। ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে পেট্রোলের সঙ্গে ২০% ইথানল মিশ্রিত করা হবে।

ই-চার্জিং স্টেশন

- ভারত সরকার মানুষকে দ্রুত বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহারের প্রতি উৎসাহিত করছে। দেশে প্রায় ৪৫০০ চার্জিং স্টেশনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। হাইওয়ের উভয় পাশে প্রতি ২৫ কিলোমিটার অন্তর একটি চার্জিং স্টেশন এবং হাইওয়ের উভয় পাশে প্রতি ১০০ কিলোমিটারে লং রেঞ্জ/ হেভি ডিউটি ইভির জন্য কমপক্ষে একটি চার্জিং স্টেশনের ব্যবস্থা করা হবে। শহরের জন্য ৩x৩ কিমি গ্রিডে অন্তত একটি চার্জিং স্টেশন স্থাপন করা হবে। চার্জিং স্টেশনের জন্য নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। ২৫ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত দেশে ১০.৭৬ লক্ষ বৈদ্যুতিক গাড়ি নিবন্ধিত হয়েছে।

শুরু ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭

অগ্রগতি

প্রধানমন্ত্রী সৌভাগ্য যোজনা

লক্ষ্য

গরিবদের বিদ্যুতের অধিকার

উদ্দেশ্য: দেশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা।

এই প্রকল্পের অধীনে, দরিদ্র পরিবারগুলিকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়। যারা যোগ্য নন, তারা ন্যূনতম ৫০০ টাকা দিয়ে সংযোগ পেতে পারেন। এখন দেশের ৯৯.৯৯% পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছেছে।

প্রকল্পের অধীনে, এখনও পর্যন্ত ২.৬৩ কোটিরও বেশি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছেছে।

ক্ষেত্র

শুরু ১ এপ্রিল ২০১৫

ফেম ইন্ডিয়া

দূষণমুক্ত পরিবহনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ

উদ্দেশ্য: গণ পরিবহনে ই-যানবাহনের ব্যবহার প্রচার করা

ফেম ইন্ডিয়া-এর প্রথম পর্বে ৫০ মিলিয়ন লিটার জ্বালানি সাশ্রয় হয়েছে।

ব্যাটারি অদলবদল নীতি

বৈদ্যুতিক যানবাহনে, ব্যাটারি চার্জ করা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সময় সবচেয়ে বড় বাধা। এ জন্য দেশে প্রথমবার ব্যাটারি অদলবদল নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছে।

অগ্রগতি

ফেম ইন্ডিয়া প্রকল্পের দুটি ধাপ রয়েছে। প্রথম পর্যায়টি ২০১৫ সালের ১ এপ্রিল শুরু হয়েছিল এবং ২০১৯ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত চলেছিল। দ্বিতীয় পর্বটি ২০১৯ সালের ১ এপ্রিল শুরু হয়েছে, যা পাঁচ বছর ধরে চলবে। এর অধীনে, ই-বাহনগুলিতে ১৮০০০ টাকা থেকে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। ফেম ইন্ডিয়া'র দ্বিতীয় পর্যায়ের অধীনে ২.৩ লক্ষ বৈদ্যুতিক গাড়ির প্রচার করার পাশাপাশি, ৬৫টি শহরের জন্য ৬৩১৫টি ই-বাস অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়াও, ৬৮টি শহরের জন্য ২৮৭৭টি চার্জিং স্টেশন এবং ২৫টি হাইওয়ে-এক্সপ্রেসওয়েতে ১৫৭৬টি চার্জিং স্টেশন স্থাপনের অনুমোদন করা হয়েছে।

ক্ষেত্র

জাতীয় নির্মল বায়ু কর্মসূচি

শুরু ১০ জানুয়ারি ২০১৯

শুদ্ধ বায়ুর প্রচার

উদ্দেশ্য: ২০২৪ সালের মধ্যে ১৩২টি শহরে বাতাসে উপস্থিত ক্ষতিকারক কণার পরিমাণ ২০ থেকে ৩০ শতাংশ হ্রাস করা।

অগ্রগতি

- প্রকল্পের শুরুতে ১০২টি শহরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পরে আরও ৩০টি শহর যুক্ত করা হয়েছে।
- এই প্রকল্পের অধীনে ৮১৮টি ম্যানুয়াল অপারেটিং স্টেশন রয়েছে যা দেশের ২৯টি রাজ্য এবং চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৩০৩টি মহানগর/শহরের দেখভাল করে।
- এছাড়াও ৫৭টি শহরে ৮৬টি তাৎক্ষণিক সময়ে একটানা পরিবেষ্টিত বায়ুর গুণমান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। দিল্লিতে এই ধরনের ১৮টি স্টেশন রয়েছে এবং ২০টি স্টেশনের ইনস্টলেশনের কাজ চলছে। সারা দেশে এই ধরনের ৩০৯টি স্টেশন রয়েছে।
- দিল্লি এনসিআর-এর জন্য 'গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান' চালু করা হয়েছে।
- বাতাসের গুণমান উন্নত হয়েছে, এমন শহরের সংখ্যা ২০১৯ সালে ৮৬ থেকে ২০২০ সালে বেড়ে ৯৬ হয়েছে।
- যানবাহনের দূষণ কমাতে, ভারত সরাসরি BS-IV-এর পরে BS-VI জ্বালানি মান গ্রহণ করেছে।

ক্ষেত্র

এক দেশ- এক গ্যাস গ্রিড

শুরু জুন, ২০১৪

এক দেশ- এক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ

উদ্দেশ্য: দেশের প্রতিটি বাড়িতে এলপিজি এবং যানবাহনের জন্য সিএনজি সরবরাহ করা।

অগ্রগতি

২০১৪ সালের আগের ২৭ বছরে দেশে ১৫ হাজার কিলোমিটার গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছিল। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে কোচি থেকে ম্যাঙ্গালুরু পর্যন্ত ৪৫০ কিলোমিটার গ্যাস পাইপলাইন চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে পাঁচ বছরে প্রায় ১৬০০০ কিলোমিটার গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী উর্জা গঙ্গা প্রকল্পের অধীনে, উত্তরপ্রদেশের জগদীশপুর থেকে পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়াকে সংযুক্ত করার জন্য ২৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপলাইনের কাজ চলছে। প্রধানমন্ত্রী এই প্রকল্পের আওতায় গত বছর দোবি-দুর্গাপুর পাইপলাইনের ৩৫০ কিলোমিটার জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন।

ক্ষেত্র

শুরু ২ অক্টোবর, ২০১৪

স্বচ্ছ ভারত মিশন শহরাঞ্চল

একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক সম্পূর্ণ নির্মূলের উপর জোর দিয়ে শহরগুলিতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান সম্প্রসারিত করা হয়েছে

উদ্দেশ্য: শহরগুলিতে সর্বজনীন স্বচ্ছতা অর্জন করা

অগ্রগতি

৬.২১ লক্ষ কমিউনিটি ও গণ শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। শহুরে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ৮৯,৬৫০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৮৭,০৯৫ ওয়ার্ডে ১০০% বাড়ি বাড়ি গিয়ে বর্জ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রকল্পটি যখন শুরু হয়েছিল, তখন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ছিল ২০%,যা বেড়ে এখন ৭২% হয়েছে। "আবর্জনামুক্ত শহর" তৈরির একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্বচ্ছ ভারত মিশন শহরাঞ্চল ২.০ ২০২১ সালের ২ অক্টোবর চালু হয়েছে। পাঁচ বছরের দ্বিতীয় পর্যায়ে, একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক রোধ, পয়নিষ্কাশন এবং বর্জ্য জল ব্যবস্থাপনার সঙ্গে নির্মাণ বর্জ্যের কার্যকর ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

এখনও পর্যন্ত

৬২.৬৫

লক্ষ পরিবারের শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে

নতুন ভারত নারী ক্ষমতায়নের উপর অভিনিবেশ করেছে

আইনের পরিবর্তন এবং নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে সরকার দেশে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেছে যেখানে নারীরা পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারেন এবং দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের পূর্ণ শক্তি এবং ক্ষমতার সঙ্গে কাজ করতে পারেন। ভারতীয় বিমান বাহিনীতে ফাইটার পাইলট, কমান্ডো বা কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীতে মহিলাদের নিয়োগ হোক বা সৈনিক স্কুলে মেয়েদের ভর্তির মতো নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে আজ দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। মহিলা উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য মুদ্রা যোজনায়ও একটি বিধান রয়েছে। নারীর নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার "মিশন শক্তি" নামে একটি কর্মসূচি তৈরি করেছে। মহিলাদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি উদ্যোগ, প্রতিটি সংকটে তাঁদের সহায়তা করার পরিকল্পনা, তাঁদের জীবনযাত্রাকে আরও সহজ করার পরিকল্পনা, মহিলাদের প্রতি সরকারের অর্থপূর্ণ এবং নিবেদিত চিন্তাভাবনার পরিচায়ক।

সেনাবাহিনীতে মেয়েদের অংশগ্রহণ; সৈনিক স্কুলে এখন ভর্তি হওয়া যাবে

সৈনিক স্কুলে মেয়েদের ভর্তি

শুরু	২০২১-২০২২ বর্ষ

স্কিম

সৈনিক স্কুল এখন মেয়েদের ভর্তির জন্য খোলা

উদ্দেশ্য: সেনাবাহিনীতে মহিলাদের জন্য সুযোগ প্রদান করা।

অগ্রগতি

- সৈনিক স্কুল ছিংছিপ সৈনিক বিদ্যালয় সোসাইটির নীতি অনুসারে ২০১৮-২০১৯ সালে প্রথমবার একটি পাইলট প্রকল্প হিসাবে বালিকাদের ভর্তি করা শুরু হয়েছিল, সেই উদ্যোগ সফল হওয়ায় সমস্ত সৈনিক স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণির শূন্যপদের ১০% আসন মেয়েদের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে।
- ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে ৩২০ জন ছাত্রীকে ৩৩টি সৈনিক স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়েছে। ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রীদের জন্য ৩৩৫টি শূন্যপদ রয়েছে। একইভাবে ২০২১ সালের নভেম্বরে এনডিএ ২০২২ সালের পরীক্ষায় ১,১৬,৮৯১ জন মেয়ে উপস্থিত ছিলেন। এই ব্যাচে নিয়োগের জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া এখনও চলছে।

- সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে প্রাথমিকভাবে সিআরপিএফ এবং সিআইএসএফ-এ কনস্টেবল স্তরের ৩৩ শতাংশ পদ এবং সীমান্ত রক্ষা বাহিনী-বিএসএফ, এসএসবি এবং আইটিবিপি-তে ১৪-১৫% পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বর্তমানে, সিআইএসএফ-এর ৬.৩৭%-সহ সমস্ত বাহিনীতে মাত্র ৩.৬৮% পদে মহিলারা অধিষ্ঠিত আছেন।
- দিল্লি পুলিশ-সহ সমস্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশ বাহিনীতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্য ভারত সরকার ২০১৫ সালের ২০ মার্চ কনস্টেবল থেকে সাব-ইন্সপেক্টর পর্যন্ত নন-গেজেটেড পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য ৩৩% সংরক্ষণের অনুমোদন দিয়েছে।
- ২০২০ সালের জানুয়ারিতে 'পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যুরো' দ্বারা প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পুলিশ বিভাগে মহিলা পুলিশ কর্মীদের অংশগ্রহণ ১০.৩%, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে এই সংখ্যা বাড়িয়ে ৩৩ শতাংশ করার পরামর্শ দিয়েছে। প্রতিটি থানায় তিনজন মহিলা সাব ইন্সপেক্টর এবং দশজন কনস্টেবল থাকতে হবে যাতে মহিলা হেল্প ডেস্কটি চব্বিশ ঘন্টা কাজ করতে পারে।
- প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ১০,৪৯৩ জন মহিলা অফিসার রয়েছেন, যার মধ্যে ৪৭৩৪ জন আর্মি নার্সিং সার্ভিসে কর্মরত রয়েছেন। ২০২১ সালে ৬০ জন মহিলা প্রার্থী ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অফিসার হিসাবে কমিশন লাভ করেছিলেন। ২০১৮-২০২১ সালের মধ্যে নৌবাহিনীতে ১৭০ জন মহিলা প্রার্থীকে অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল।
- ভারতীয় বিমান বাহিনী ২০২২ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত ১৫ জন মহিলা ফাইটার পাইলটকে কমিশন দিয়েছে এবং মহিলা অফিসারদের এখন সমস্ত যুদ্ধের ভূমিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। একইভাবে নৌবাহিনীতে জাহাজে ২৮ জন মহিলা অফিসার মোতায়েন করা হয়েছে। নৌবাহিনীর বিমান এবং হেলিকপ্টার পরিবহনযোগ্য জাহাজেও যুদ্ধের ভূমিকায় মহিলা অফিসারদের মোতায়েন করা হয়েছে।
- ভারতীয় সেনাবাহিনীর মিলিটারি পুলিশ কর্পসে অন্যান্য পদে মহিলাদের নিয়োগের বিধান ২০১৯ সালে চালু হয়েছিল। এই প্রকল্পের অধীনে, পর্যায়ক্রমে বার্ষিক ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। ২০১৯-২০২০ সালের শূন্যপদের জন্য মোট ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে সাহায্যকারী স্কিমগুলি

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা

শুরু | ৮ এপ্রিল, ২০১৫

এই প্রকল্পগুলি মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে সাহায্য করে।

উদ্দেশ্য: নারীর উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাঁদের ক্ষমতায়নের জন্য মুদ্রা যোজনা।

- উৎপাদন, ট্রেডিং, বা পরিষেবার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য শিশু বিভাগে ৫০ হাজার টাকা, কিশোর বিভাগে ৫০ হাজার টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা এবং তরুণ বিভাগে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় বাড়ানোর জন্য পেতে পারে।
- প্রকল্পের প্রাথমিক সুবিধাভোগী মহিলারা ৫ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পান। ২০২২ সালের ১৮ মার্চ পর্যন্ত এই প্রকল্পের অধীনে ৩৪.২৮ কোটির বেশি ঋণ দেওয়া হয়েছে, যার মূল্য হল ১৮.৫২ লক্ষ কোটি টাকা। যার মধ্যে ৮.১০ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের ২৩.২৭ কোটিরও বেশি ঋণ, বা প্রায় ৬৮ শতাংশ মহিলাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এই স্কিমটির প্রভাবের উপর একটি জাতীয় সমীক্ষা করা হয়, তা অনুসারে এটি ২০১৫ এবং ২০১৮ সালের মধ্যে আরও

১.১২ কোটি চাকরি তৈরি করতে সাহায্য করেছে, যার মধ্যে ৬৮.৯২ লক্ষ মহিলাদের (৬২%) নিয়োগ করা হয়েছে।

নারী উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং মহিলাদের দ্বারা স্টার্টআপ (উই)

শুরু | আগস্ট ২০১৮

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আদর্শ পরিবেশ গড়ে উঠছে

উদ্দেশ্য: নারী ক্ষুদ্র-উদ্যোগের জন্য পুষ্টি এবং বৃদ্ধির কর্মসূচি প্রদান করা যাতে তাঁরা নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারে।

- মহিলাদের নেতৃত্বাধীন ব্যবসার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য জার্মান সরকারের সহযোগিতায় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রক 'নারী উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং নারীদের দ্বারা চালিত স্টার্টআপস্' উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
- মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশ, এবং অন্যান্য আটটি উত্তর-পূর্ব রাজ্যে বিদ্যমান ব্যবসাগুলিকে এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।
- এই ৫.৯ মিলিয়ন ইউরো বাজেট প্রচেষ্টা এখনও পর্যন্ত ৭২৫টি মহিলা ব্যবসায় সহায়তা করেছে। কর্মসূচিটি ২০১৮ সালের আগস্টে শুরু হয়েছিল এবং ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে শেষ হবে।
- নারী উদ্যোক্তাদের সমর্থন এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আদর্শ পরিবেশের উন্নতির জন্য নীতি তৈরি, গবেষণা এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

এখন পর্যন্ত

২.৫০

কোটিরও বেশি সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।

ভারতের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক দ্বারা পরিচালিত তহবিলের ১০% অর্থাৎ ১০০০ কোটি টাকা, মহিলাদের নেতৃত্বাধীন স্টার্টআপগুলির জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

নারী-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগগুলির জন্য একটি সক্ষমতা-নির্মাণ কর্মসূচি হল উইমেনস ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, যা উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং প্রতিষ্ঠিত নারী উদ্যোক্তাদের সফল হতে সহায়তা করবে।

২০২১ সালের ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত, ৬০,০০০ স্বীকৃত ব্যবসার ৪৬% বা ২৭,৬৬৫টি স্টার্টআপে অন্তত একজন মহিলা পরিচালক ছিলেন।

স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম ২০১৬ সালের ৫ এপ্রিল শুরু হয়েছিল, ২০২৫ সাল পর্যন্ত চলবে। ব্যাঙ্কের প্রতিটি শাখাকে কমপক্ষে একজন তফশিলি জাতি বা উপজাতি ব্যক্তি বা মহিলাকে ১০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকার মধ্যে ঋণ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য ২০১৭ সালের নভেম্বর থেকে নারী শক্তি কেন্দ্রগুলি চলছে।

বেটি বাঁচাও,বেটি পড়াও

শুরু ২২ জানুয়ারি ২০১৫

সারা দেশে লিঙ্গ অনুপাতের উন্নতি হয়েছে

উদ্দেশ্য: লিঙ্গ অনুপাত হ্রাসের সমস্যা মোকাবেলা করা এবং এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলা যা মহিলাদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করে।

অগ্রগতি

- শিশু লিঙ্গ অনুপাত একটি দশকীয় প্রক্রিয়া যা আদমসুমারির সময় করা হয়। এই কারণেই জন্মের সময় লিঙ্গ অনুপাতের খেয়াল রাখা হয়।
- স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে, ২০১৪-২০১৫ সালে জন্মের সময় জাতীয় লিঙ্গ অনুপাত ছিল ৯১৮ এবং ২০১৯-২০২০ সালে তা বেড়ে ৯৩৪ হয়েছে।
- শিশু লিঙ্গ অনুপাত এবং জীবনচক্রের ধারাবাহিকতা হ্রাসের বিষয়ে নারী ক্ষমতায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য বাস্তবায়িত কৌশলের প্রভাবও অনেক রাজ্যে দেখা গিয়েছে। কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং জেলা স্তরে একটি টাস্ক ফোর্স এই কাজটি পর্যবেক্ষণ করছে।

ওমেনস টেকনোলজি পার্ক

ডব্লিউটিপি'র মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের দুর্বল দিকটি শক্তিশালী করা হবে।

উদ্দেশ্য: একটি নির্দিষ্ট এলাকায় মহিলাদের উদ্যোক্তা এবং কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করার জন্য নারী-ভিত্তিক জীবিকা ব্যবস্থার দুর্বল দিকগুলি উন্নত করা।

অগ্রগতি

স্থানীয় পর্যায়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সর্বোত্তম অনুশীলন ব্যবহার করা হয়। এসব পার্কে সিএডি ব্যবহার করে ডিজিটাল আর্ট মেকিং ও ক্রাফট ডিজাইনিং, কৃষি বর্জ্য থেকে জ্বালানি তৈরি, এমব্রয়ডারি-সহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

১৩টি প্রযুক্তি পার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশ জুড়ে, আরও অনেকগুলি তৈরি হচ্ছে।

মিশন শক্তি: সমন্বিত নারী ক্ষমতায়ন কর্মসূচি

শুরু

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সময়কাল ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত।

প্রকল্পটি সমাজের প্রান্তিক মহিলাদের কাছে পৌঁছেছে

উদ্দেশ্য: মহিলাদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং ক্ষমতায়নের জন্য উদ্যোগ জোরদার করা।

- নারীর জীবনচক্রের ধারাবাহিকতাকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলোকে সামনে রেখে বৃহত্তর জন-অংশগ্রহণ, পঞ্চায়েত এবং স্থানীয় শাসনের সাহায্যে নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের জন্য সরকার শক্তি নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে। মন্ত্রক, বিভিন্ন বিভাগ এবং প্রশাসন একযোগে কাজ করছে।
- শক্তি প্রকল্পের দুটি উপ-পরিকল্পনা হল মিশন সম্বল এবং সামর্থ্য। সম্বলে নারীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য ওয়ান স্টপ সেন্টার, উইমেন হেল্পলাইন, বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও এবং নারী আদালতের কর্মসূচি যুক্ত করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আরও অনেক কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমন উজ্জ্বলা, স্বধার, এবং কর্মজীবী মহিলাদের জন্য সক্ষম ডরমিটরি। পঞ্চদশ অর্থ কমিশন ২০২১-২২ সালের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অনুমোদন করেছে।

মহিলাদের জীবন সহজ করার পরিকল্পনা

- উজ্জ্বলা ১.০ এবং উজ্জ্বলা ২.০-তে নয় কোটিরও বেশি গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছিল। এই প্রকল্প ২০১৬ সালের ১ মে থেকে শুরু হয়েছিল। এর ফলে রান্নাঘর এখন ধোঁয়ামুক্ত হয়েছে এবং মহিলাদের স্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।
- ৫৫ বছরের বেশি পুরনো আইন পরিবর্তন করে মাতৃত্বকালীন ছুটি ১২ সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে এখন ২৬ সপ্তাহ করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় মহিলা আবেদনকারীদের জন্য অগ্রাধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।
- ২০১৫ সালের ১ এপ্রিল থেকে 'সখী-ওয়ান-স্টপ' সেন্টারটি শুরু হয়েছিল। হিংসার শিকার মহিলাদের জন্য পুলিশি সুবিধা, আইনি সহায়তা এবং কাউন্সেলিং এবং চিকিৎসা সহায়তা এখানে সহজেই পাওয়া যায়। সারা দেশে ৭২৯টি জেলার জন্য ৭৩৩টি কেন্দ্র অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৭০৪টি কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলি থেকে ৪.৯৩ মিলিয়ন মহিলা সহায়তা পেয়েছেন।
- দুঃস্থ মহিলাদের পুনর্বাসন সুবিধা প্রদান করার জন্য ২০১৬ সালের ১ এপ্রিল স্বধার গৃহ স্কিম চালু হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবনে কৃষ্ণ কুটির গৃহ নির্মাণ করেছে। এটি ২০১৮ সালের ৩১ আগস্ট চালু হয়েছিল। এটি দেশের বিধবাদের জন্য সবচেয়ে বড় আশ্রয় কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই স্বধার গৃহগুলির ৭৬% ব্যবহার করা হয়েছে।
- ২০১৯ সালের ১ অগাস্ট তিন তালাক আইন পাস করা হয়েছিল, যা মুসলিম মহিলাদের মধ্যে আকস্মিক বিবাহ বিচ্ছেদের যন্ত্রণা-ভয় নির্মূল করেছে।

শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি

বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতি

আট বছর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিল। শিল্পের স্থবিরতা, বিনিয়োগ কমে যাওয়া এবং আইনের জটিলতা-সহ অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত ছিল অর্থনীতি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংস্কারের পথ বেছে নিয়েছেন। এর জন্য, অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় কাঠামোগত সংস্কার বাস্তবায়িত করা হয়েছিল, এবং শিল্প ও বিনিয়োগের জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। কর আদায় ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। কোভিডের মতো সংকটজনক পরিস্থিতিতেও 'স্ব-নির্ভর ভারত অভিযান'টি বিভিন্ন পণ্যের আমদানি হ্রাস করে এবং রফতানি বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, দেশীয় পণ্য তৈরির দিকে মনোনিবেশ করেছিল। ফলস্বরূপ, বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠেছে ভারত।

জিএসটি: এক কর, এক দেশ

রাজ্য অনুযায়ী ভ্যাটের হার এবং প্রবিধানগুলি পৃথক হয়। বিভিন্ন রাজ্য বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য ঘন ঘন এই করগুলির হার কমিয়েছে। এর ফলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারেরই রাজস্বের ক্ষতি হয়েছে। এটি মাথায় রেখে, ২০১৭ সালে একক এবং সহজ জিএসটি চালু করা হয়েছিল। করের হার এবং পদ্ধতিগুলি এখন সারা দেশে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জিএসটি বাস্তবায়নের ফলে মাসিক গৃহস্থালির খরচে ৪% পর্যন্ত সাশ্রয় হয়েছে।

২০২২ সালের মার্চ মাসে জিএসটি সংগ্রহের পরিমাণ **১৪২০৯৫** কোটি টাকা। এটি এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় রেকর্ড।

২০১৪ সালে ভারতের জিডিপি ছিল ১.১০ লক্ষ কোটি টাকা, এখন তা ২.৩০ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে।

কোম্পানি (সংশোধন) আইন

২০১৭ সালে, ছোট ব্যবসাগুলিকে ত্রাণ প্রদানের জন্য কোম্পানি আইন সংশোধন করা হয়েছিল। কোম্পানি আইন সংক্রান্ত কমিটি সুপারিশ করে যে ২০১৩ আইনটি ষোলটি প্রযুক্তিগত ত্রুটিকে অপরাধমুক্ত করে এবং সেগুলিকে নাগরিক ত্রুটি হিসাবে বিবেচনা করে। কোম্পানির পরিচালকদের আরও দায়িত্বশীল এবং জবাবদিহি করার মাধ্যমে কর্পোরেট ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বাড়ানোর লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

ইন্সলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কাপ্সি কোড

২০১৬ সালে ইন্সলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কাপ্সি কোড প্রণয়ন করা হয়েছিল। এর ফলে "দেনাদারের নিয়ন্ত্রণ" এর বিদ্যমান ব্যবস্থা থেকে এবং "পাওনাদারের নিয়ন্ত্রণ" ব্যবস্থার দিকে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। এটি সহজে ব্যবসা করার পথের বিকাশ এবং এনপিএ কমানোর ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। সংসদ সম্প্রতি জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী অনুমোদন করেছে।

কর্পোরেট ট্যাক্স: করের বোঝা হ্রাস

পূর্বে, দেশীয় কোম্পানিগুলিকে ৩০% কর্পোরেট কর দিতে হত। এর পাশাপাশি সারচার্জও ধার্য করা হয়। এটি এখন কমিয়ে ২২% করা হয়েছে। কার্যকর হার, সারচার্জ এবং সেস ২৫.১৭%। পূর্বে, ভারতে বিশ্বের সর্বোচ্চ কার্যকর কর্পোরেট কর হার ছিল।

অপ্রয়োজনীয় আইনের বোঝা থেকে মুক্তি

অপ্রয়োজনীয় আইন জীবন ও ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা উভয়ের উপরই অপ্রয়োজনীয় বোঝা চাপিয়ে দেয়। এই ধরনের ২৮৭৫টি আইন বা বাণিজ্য বাধা চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০০৭টি বাতিল করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়ার জন্য 'সিঙ্গেল-উইন্ডো' ছাড়পত্রের সুবিধা করা হয়েছে।

মুখবিহীন মূল্যায়ন, কর সংস্কার

কর সংস্কারের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সৎ করদাতাদের ক্ষমতায়নের জন্য একটি মুখবিহীন মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যক্তিগত কর সংগ্রহ ৪৮% শতাংশ এবং কর্পোরেট কর সংগ্রহ ৪১% বৃদ্ধি পেয়েছে। পরোক্ষ কর আদায়ের পরিমাণ ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে। কর আদায় হয়েছে ২৭.০৭ লক্ষ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৫ লক্ষ কোটি টাকা বেশি।

সহজে ব্যবসা করা

এই সূচক বিশ্বব্যাংক জারি করে। সহজে ব্যবসা করার তালিকা প্রস্তুতির জন্য অর্থনীতির বেশ কিছু মান বিবেচনা করা হয়। এটি কোন দেশে ব্যবসা শুরু করা কতটা সহজ বা ব্যবসা করার ক্ষেত্রে বাধার মতো প্রশ্নগুলির সমাধানের মাধ্যমে বাজারের উপযুক্ততা সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদেরকে তথ্য প্রদান করে।

সহজে ব্যবসা করার সূচকে শীর্ষ ৫০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য।

টানা তৃতীয় মাসে, উদীয়মান বাজারের তালিকার শীর্ষে রয়েছে ভারত

রফতানি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি এবং উৎপাদন কার্যকলাপের কারণে ২০২২ সালের জানুয়ারিতে টানা তৃতীয় মাসে ভারত উদীয়মান বাজারের তালিকার শীর্ষে রয়েছে। মিন্ট ইমার্জিং মার্কেট ট্র্যাকারের মতে, করোনা মহামারির নতুন রূপ ওমিক্রনের সংক্রমণ সত্ত্বেও, জানুয়ারিতে ভারতের উৎপাদন এবং পরিষেবা কার্যকলাপের ক্ষেত্রগুলি প্রসারিত হয়েছিল এবং নতুন চাকরি ও উৎপাদন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি শক্তিশালী ছিল।

২০১৭ সালে ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এর মাধ্যমে দিল্লি-মুম্বাই, অমৃতসর-কলকাতা, চেন্নাই-বেঙ্গালুরু, ভাইজাগ-চেন্নাই এবং বেঙ্গালুরু-মুম্বাই অর্থনৈতিক করিডোর নির্মাণ শুরু হয়েছে। এর সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে প্রতিরক্ষা পণ্য উৎপাদনের জন্য দুটি প্রতিরক্ষা করিডোরও অনুমোদিত হয়েছে।

এমএসএমইএস-এর উপর বিশেষ নজর

প্রথমবারের মতো, কোনো সরকার অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের জন্য এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা ১১ কোটিরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে এবং ভারতের জিডিপিতে ২৯% শতাংশ অবদান রাখে। এই পথেই ভারতের স্বনির্ভরতার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই ক্ষেত্রটি করোনার সময় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, ফলে এখন এই খাতে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। স্বনির্ভর ভারত প্যাকেজে মোট ৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ছয়টি বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ৭২ ঘন্টার মধ্যে এমএসএমই-সম্পর্কিত মামলার সমাধানের জন্য 'চ্যাম্পিয়ন্স পোর্টাল' চালু করা হয়েছে।

এক পণ্য, এক জেলা

একটি নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য পরিচিত জেলাগুলিকে এক জেলা, এক পণ্য প্রকল্পের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। জেলাগুলির পণ্য প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সহায়তা এখানে পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত ১০৩টি জেলা থেকে ১০৬টি পণ্য বেছে নেওয়া হয়েছে। ৭৩৯টি জেলার ৭৩৯টিরও বেশি পণ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হবে।

বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি

করোনা মহামারির মতো অভূতপূর্ব সময়ে সরকার কঠোর লকডাউন করেছিল, তারপরে দেশের জিডিপি মাইনাস ২৩.৯ শতাংশে নেমে এসেছিল। সেই সময় সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ভারতে মন্দার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। ভারতে ২০২১ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৪%, যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের হারের চেয়ে বেশি। সরকার ২০২০-২০২৩ সালের জন্য প্রথম অগ্রিম অনুমান প্রকাশ করেছে, যা হল ৯.২%। ২০৩০ সালের মধ্যে, ভারত জাপানকে ছাড়িয়ে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হতে পারে।

শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি-৪.০
এই প্রথমবার শিল্পের জন্য পিএলআই-এর মতো একটি প্রকল্প

ভারতের উৎপাদন ক্ষমতা এবং রফতানি বৃদ্ধি করার জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে তেরোটি প্রধান উৎপাদন খাতের জন্য পিএলআই স্কিমে মোট ১.৯৭ লক্ষ কোটি টাকা ঘোষণা করা হয়েছিল। যার মধ্যে রয়েছে মোবাইল উৎপাদন এবং বিশেষ ইলেকট্রনিক উপাদান, প্রাথমিক উপকরণ উৎপাদন, জরুরি ওষুধ এবং সক্রিয় ফার্মাসিউটিক্যাল উপাদান, এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সাধারণ বাজেটে বলেছিলেন যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য চোদ্দটি সেক্টরে উৎপাদন-সংযুক্ত প্রণোদনা প্রকল্পটি উত্তম প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। এটি ৬০ লক্ষ নতুন কর্ম সংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারে। আগামী পাঁচ বছরে, অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দশটি খাতে ৪১০টি প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে।

অগ্রগতির নতুন শিখরে

রফতানি ৪১৮ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড স্পর্শ করেছে

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ভারত পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে একটি নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে। এই এক বছরে রফতানির মোট মূল্য দাঁড়ায় ৪১৮ বিলিয়ন ডলার।

ভারত এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল ফোন উৎপাদনকারী দেশ

২০১৪-১৫ সালে দেশে মোবাইল ফোনের উৎপাদন প্রায় ৬ কোটি ইউনিট ছিল যার মূল্য ১৯,০০০ কোটি টাকা। ২০২০-২১ সালে তা বেড়ে ৩০ কোটি ইউনিট এবং ২.২০ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। ২০১৪ সালে সেলুলার ফোন এবং যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী মাত্র দুটি কারখানা ছিল, কিন্তু ২০২১ সালের মধ্যে সেই সংখ্যা বেড়ে ২০০ হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বাড়ছে

২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত চিন, জাপান এবং সুইজারল্যান্ডের পরে ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়কারী দেশ হয়ে উঠেছে।

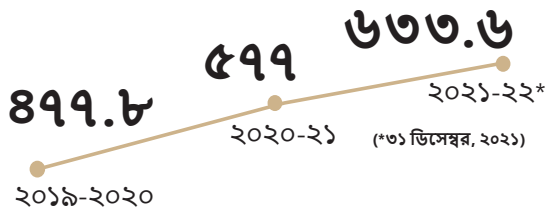

বিশ্ব সম্প্রদায়ের আস্থা বৃদ্ধি: রেকর্ড এফডিআই

সরকারের বিনিয়োগকারী-বান্ধব এফডিআই নীতি এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান আস্থা এই সত্যের প্রমাণ যে এফডিআই প্রবাহ রেকর্ড মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে ভারতে এফডিআই প্রবাহ ছিল ৪৫.১৪ বিলিয়ন ডলার, তারপর থেকে স্থিরভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২১ সালে ভারত সর্বোচ্চ বার্ষিক এফডিআই প্রবাহ পেয়েছে ৮১.৯৭ বিলিয়ন (অস্থায়ী) ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ১০% বৃদ্ধি। ২০২১-২২ সালের প্রথম ছয় মাসে এফডিআই প্রবাহ ৪% শতাংশ বেড়ে ৪২.৮৬ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। গত বছরের একই সময়ে তা ছিল ৪১.৩৭ বিলিয়ন ডলার।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প-
- ১০,৯০০ কোটি টাকার বিধান।
- ২.৫ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ।

আইটি হার্ডওয়্যার:
- ৭৩৫০ কোটি টাকার বিধান, ১৪টি কোম্পানি অনুমোদন পেয়েছে।
- ১.৮ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ।

এসি, এলইডি এবং বাল্ব-
- ৬২৩৮ কোটি টাকার বিধান।
- ৪ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ।

ফার্মা শিল্প-
১৫০০০ কোটি টাকার বিধান।
৪ লক্ষ চাকরির সুযোগ।
২১টি আবেদন অনুমোদিত হয়েছে এবং ছয়টি প্রকল্প শুরু হয়েছে।

ফার্মাসিউটিক্যাল এপিআই (ওষুধের কাঁচামাল)-
৬৯৪০ কোটি টাকার বিধান।
বৃহৎ সংখ্যক ওষুধের জন্য ৪৯টি আবেদন অনুমোদন করা হয়েছে এবং আটটি প্রকল্প শুরু হয়েছে।

টেলিকম ম্যানুফ্যাকচারিং-
১২,১৯৫ কোটি টাকার বিধান
৪০ হাজার চাকরির সুযোগ।

সৌরবিদ্যুৎ পিভি মডিউল
৪৫,০০ কোটি টাকার বিধান।
১.৫ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ।

ইলেকট্রনিক ম্যানুফ্যাকচারিং:
৪০,৯৫১ কোটি টাকার বিধান।
২.৫ মিলিয়ন কাজের সুযোগ।

চিকিৎসা সরঞ্জাম
৩,৪২০ কোটি টাকার বিধান।
২.৫ মিলিয়ন কাজের সুযোগ।

অটোমোবাইল উপাদান:
৪২,৫০০ কোটি টাকার বিধান।
৭.৫ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ।

ড্রোন এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য:
৩ বছরে ১২০ কোটি টাকার বিধান।
১০,০০০ চাকরির সুযোগ এবং ৯০০ কোটি টাকা রাজস্ব।

বস্ত্রশিল্প:
১০,৬৮৩ কোটি টাকার বিধান।
৭.৫ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ।

বিশেষ ইস্পাত:
৬৩২২ কোটি টাকার বিধান।
৫.২৫ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ।

উন্নত রসায়ন কোষ-
১৮,১০০ কোটি টাকার বিধান। প্রতি ঘন্টায় ৫০ গিগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য।

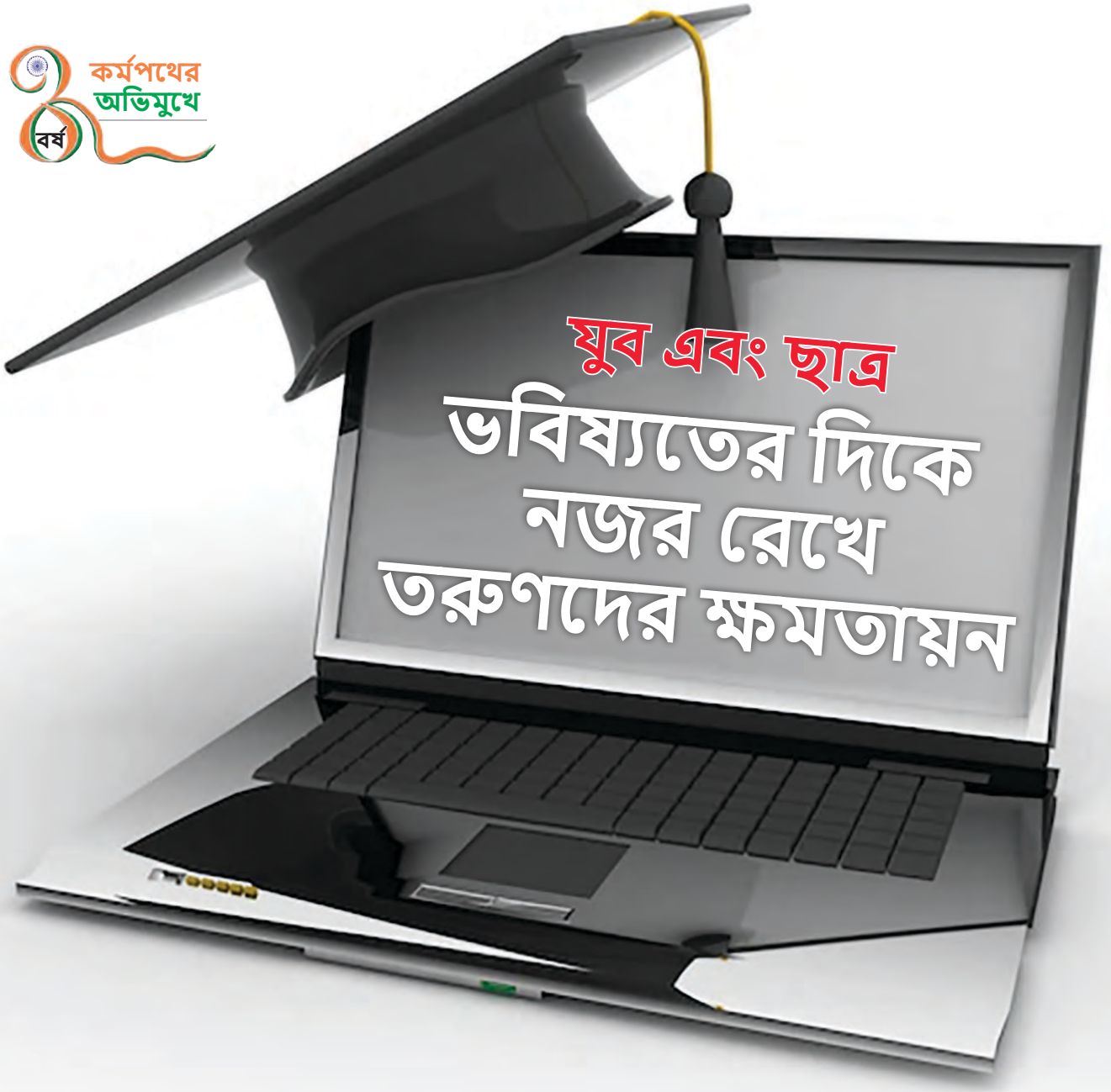

যুব এবং ছাত্র
ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে তরুণদের ক্ষমতায়ন

ভারতের মোট জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশের বেশি মানুষের বয়স ৩৫ বছরের নিচে। এই পটভূমিতে, দেশের ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার জন্য তরুণদের ক্ষমতায়ন গুরুত্বপূর্ণ। যুব সম্প্রদায় এবং ছাত্রছাত্রীদের উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষার পরিধি সম্প্রসারিত করতে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি তরুণতরুণীদের দক্ষতা বিকাশের উপর বিশেষ জোর দিয়ে ভারতের ভবিষ্যত সুরক্ষিত করা হচ্ছে।

শুরু ১৬ জানুয়ারি ২০১৬

স্টার্টআপ ইন্ডিয়া

স্টার্টআপ ইন্ডিয়া দেশের যুব সম্প্রদায়ের কাছে আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে

উদ্দেশ্য: স্টার্টআপ ইন্ডিয়া উদ্যোগের লক্ষ্য দেশে উদ্ভাবন এবং স্টার্টআপ প্রচারের জন্য একটি শক্তিশালী পরিবেশ গড়ে তোলা।

অগ্রগতি

দেশে ৬৮ হাজারের বেশি স্টার্ট আপ কাজ করছে। ২০১৬ সাল থেকে এই স্টার্টআপগুলি ৬ লক্ষের বেশি কর্মসংস্থান তৈরি করেছে। ৪৫ শতাংশেরও বেশি স্টার্টআপগুলি টিয়ার-২ এবং টিয়ার-৩ শহরের। তাঁদের মধ্যে ৪৫ শতাংশ বেশি স্টার্টআপের প্রতিনিধিত্ব করেন নারী উদ্যোক্তারা।

২০২১ সালে **৪৪** টিরও বেশি ইউনিকর্ন যুক্ত হয়েছে। ২০২২ সালের এপ্রিলের মধ্যে আরও ১৫টি ইউনিকর্ন যুক্ত হওয়ায় এখন সারা দেশে এর সংখ্যা হয়েছে ১০০।

স্কিম

স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়া

শুরু ৫ এপ্রিল ২০১৬

স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়া অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র মজবুত করছে

উদ্দেশ্য: অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি। এছাড়াও, তফশিলি জাতি এবং তফশিলি উপজাতির মহিলা এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা।

অগ্রগতি

স্কিমের শুরু থেকে ২০২২ সালের ২১ মার্চ পর্যন্ত স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া স্কিমের অধীনে ১,৩৩,৯৯৫টি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ৩০,১৬০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। তফশিলি জাতির নাগরিকদের ১৯৩১০টি অ্যাকাউন্টের জন্য ৩৯৭৬.৮৪ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে, ১৩৭৩.৭১ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে ৬৪৩৫ তফশিলি উপজাতি ব্যক্তিদের এর অ্যাকাউন্টের জন্য। ২০১৯-২০২০ সালে স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া স্কিমটি পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সময়কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ২০২০-২০২৫ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল।

স্কিম

স্কিল ইন্ডিয়া মিশন

শুরু ১৫ জুলাই ২০১৫

স্কিল ইন্ডিয়া দক্ষতা অর্জন, পুনঃদক্ষতা এবং দক্ষতা বিকাশের সুযোগ দিচ্ছে

উদ্দেশ্য: কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে দক্ষতা অর্জন, পুনঃদক্ষতা এবং দক্ষতা বিকাশের জন্য একটি বিশাল অবকাঠামো তৈরি করা।

অগ্রগতি

২০২২ সালের ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ১,৪২,৪৯,৬৩১ জন নিবন্ধিত হয়েছেন এবং এই প্রকল্পের অধীনে ১,৮১,৮৫৮ জন প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রক তার ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প 'প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা'র তৃতীয় ধাপ চালু করেছে। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ৩.০-এর অধীনে ২০২২ সালের ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত মোট ৭.৭৯ লক্ষ ব্যক্তি নথিভুক্ত হয়েছেন, ৫.৫৪ লক্ষ মানুষ প্রশিক্ষিত হয়েছেন, ২.৬১ লক্ষ মানুষের মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং ২.৬১ লক্ষ মানুষকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত

১,৩৫,৪০,৫০৯

জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ১,০৮,৪০,৯১১ জনকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

স্কিম

জাতীয় শিক্ষানীতি

শুরু ২৯ জুলাই ২০২০

জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০) বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে

উদ্দেশ্য: জাতীয় শিক্ষা নীতির (২০২০) লক্ষ্য হল ভারতের যুব সম্প্রদায়কে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করা। ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম দক্ষ কর্মশক্তিতে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

অগ্রগতি

শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক দক্ষতা যেমন ছুতোর, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি মেরামত, বাগান করা, মৃৎশিল্প, সূচিশিল্পের পাশাপাশি অন্যান্য দক্ষতার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই নীতির অধীনে ২০২৫ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৫০% শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রদানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে স্কুল স্তরে অর্জিত বৃত্তিমূলক দক্ষতাগুলি উচ্চতর স্তরে পড়াশোনায় কাজে লাগানো যায়।

স্কিম

প্রধানমন্ত্রী পোষান প্রকল্প

শুরু ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

পোষান স্কিম স্কুল পড়ুয়াদের পুষ্টি প্রদানের ক্ষেত্রে এক নতুন মাপকাঠি স্থাপন করেছে

উদ্দেশ্য: সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত সমস্ত পড়ুয়াদের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা।

অগ্রগতি

সারা দেশে ১১.২০ লক্ষ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রায় ১১.৮০ কোটি শিশু এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। পিএম পোষণ যোজনার অধীনে নার্সারি থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়ারা এর অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকল্পের আওতায় তাদের পুষ্টিকর চাল বিতরণ করা হবে।

১৩০৭৯৪.৯০

কোটি টাকা প্রধানমন্ত্রী পোষণ যোজনার মোট বাজেট।

অটল ইনোভেশন মিশন

শুরু: অক্টোবর ২০২১

গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্সে ভারতকে কাঙ্ক্ষিত স্থান অর্জনে সাহায্য করে অটল ইনোভেশন মিশন

উদ্দেশ্য: স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এমএসএমই) এবং শিল্পের স্তরে দেশ জুড়ে উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তাতার একটি ইকোসিস্টেম তৈরি এবং প্রচার করা।

অগ্রগতি

- ২০২২ সালের ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত, দেশে অটল টিঙ্কারিং ল্যাবের সংখ্যা ৯৫০০ এর বেশি। এছাড়াও এটি এখন ৩৪টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৭২২টি জেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে।
- বর্তমানে ৭৫ লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থী অটল টিঙ্কারিং ল্যাবের সাথে যুক্ত। গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্সে ভারত স্থান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারত বর্তমানে ৪৬তম স্থানে রয়েছে।
- ২০১৫ সালে ভারতের স্থান ছিল ৮১। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সম্প্রতি ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত অটল উদ্ভাবন মিশন অব্যাহত রাখার অনুমোদন দিয়েছে।
- এই মিশনের অধীনে, কেন্দ্রগুলি স্থাপন এবং সুবিধাভোগীদের সহায়তা প্রদানের জন্য ২০০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ ব্যয় করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়

খেলো ইন্ডিয়া: ক্রীড়া এবং ক্রীড়াবিদদের প্রচারের জন্য জাতীয় কর্মসূচি

শুরু: ২৬ এপ্রিল, ২০১৬

উদ্দেশ্য: নতুন প্রতিভা চিহ্নিত করে ক্রীড়াবিদদের আর্থিক সহায়তা এবং উন্নয়ন।

অগ্রগতি: খেলো ইন্ডিয়া স্কিম অনেক নতুন প্রতিভা তৈরি করেছে যারা ক্রীড়া জগতে অত্যন্ত ভাল ফল করেছেন। এই স্কিমটি তৃণমূল স্তর থেকে শীর্ষস্তর পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। অলিম্পিক্সে দেশ যাতে আরও ভাল ফল অর্জন করতে পারে তার জন্য প্রতিভা সনাক্তকরণ এবং তাঁদের দেখভালে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। খেলার মাঠের উন্নয়নের উদ্যোগের অধীনে, ২০০৮ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে দেশে ৩৮টি ক্রীড়া অবকাঠামো থাকলেও ২০১৪ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৬৭ হয়েছে। এছাড়াও ১৪,৫৯৫ জন প্রশিক্ষককে তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভা নির্বাচন করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ২০২৪ সাল নাগাদ ২৫টি ক্রীড়া উৎকর্ষ কেন্দ্র, ১০০টি জাতীয় ক্রীড়া উৎকর্ষ কেন্দ্র এবং এক হাজারটি খেলো ইন্ডিয়া সেন্টার সারা দেশে জেলা স্তরে স্থাপন করা হবে।

শুরু: ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭

দীক্ষা

শিশুদের শিক্ষার পাশাপাশি অনলাইনে শিক্ষকরা প্রশিক্ষণও পাচ্ছেন

উদ্দেশ্য: শিশুদের অনলাইন শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষকদের অনলাইন প্রশিক্ষণের জন্য দীক্ষা পোর্টাল চালু করা হয়েছিল।

দীক্ষায় দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ভাষায় শিক্ষার উপাদান উপলব্ধ রয়েছে। ৩৫টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে দীক্ষা গৃহীত হয়েছে।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি

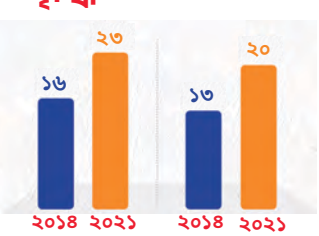

ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি

এক দেশ, এক পরীক্ষা। ২০১৮ সালের মে মাসে জাতীয় নিয়োগ সংস্থা দেশের বিভিন্ন পরীক্ষা পরিচালনা শুরু করে। এটি সরকারি চাকরির জন্য বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার অবসান ঘটিয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ৬০ লক্ষ প্রার্থী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন।

স্বয়ম:

'স্টাডি ওয়েবস অফ অ্যাক্টিভ লার্নিং ফর ইয়াং অ্যাস্পাইরিং মাইন্ডস' বা স্বয়ম হল একটি সমন্বিত মঞ্চ যেখানে নবম-দ্বাদশ থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত অনলাইন কোর্স করা যায়। স্বয়মে বর্তমানে অনেকগুলি কোর্স উপলব্ধ রয়েছে এবং ২০২২ সালের ১৯ এপ্রিল তারিখে নিবন্ধিত ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২,৭১,৯০,০৫৩।

স্বয়ম প্রভা:

সারা দেশে ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী সরাসরি উচ্চ-মানের ৩৪টি শিক্ষামূলক চ্যানেল পরিচালনা করার একটি উদ্যোগ। এটি পাঠ্যক্রম-ভিত্তিক, এর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত তথ্য উপলব্ধ রয়েছে। এর লক্ষ্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছানো যেখানে এখনও ইন্টারনেটের প্রাপ্যতা সুলভ নয়।

ডিজিটাল লাইব্রেরি:

ভারতের ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি হল একটি সিঙ্গেল-উইন্ডো সার্চ/ব্রাউজ সুবিধা। এর অধীনে শিখন সম্পর্কিত তথ্যের ভার্চুয়াল ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। ভারতের ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি ২০১৮ সালের ১৯ জুন জাতীয় পাঠ দিবস উপলক্ষে চালু করা হয়েছিল।

ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়:

২০২২ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষা সকলের কাছে সহজলভ্য করার জন্য, একটি ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করা হয়েছিল। এটি মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষায় প্রবেশাধিকার বাড়াবে যা বিশেষ করে গ্রামীণ, প্রত্যন্ত এবং উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার জন্য উপযোগী হবে।

নিষ্ঠা:

স্কুল প্রধান এবং শিক্ষকদের সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য এটি একটি জাতীয় উদ্যোগ। শিক্ষার ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার নিষ্ঠা পরিকল্পনা চালু করেছে, যার উদ্দেশ্য হল দেশের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

বিদ্যা প্রবেশ:

বিদ্যা প্রবেশ নামে আরেকটি উদ্যোগ চালু করা হয়েছে। এর আওতায় প্রথম শ্রেণির শিশুদের জন্য তিন মাস মেয়াদী প্লে-স্কুলভিত্তিক শিক্ষা মডিউল তৈরি করা হয়েছে।

ন্যাশনাল রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি:

কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রূপান্তরমূলক সংস্কার আনতে ন্যাশনাল রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি গঠনের অনুমোদন দিয়েছে। সমস্ত সরকারি চাকুরি প্রার্থীরা জাতীয় নিয়োগ সংস্থা দ্বারা পরিচালিত একটি সাধারণ যোগ্যতা পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হবে, এরপরে তাঁরা সাধারণ যোগ্যতা পরীক্ষার ফলের উপর ভিত্তি করে উচ্চ স্তরের পরীক্ষার জন্য যেকোনো একটিতে আবেদন করতে সক্ষম হবে।

নিয়োগের জন্য নথিগুলির স্ব-প্রত্যয়ন-

"সর্বনিম্ন সরকার - সর্বোচ্চ শাসন" অনুসরণ করে ভারত সরকার নথিগুলির স্ব-প্রত্যয়ন প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ২০১৬ সালের জুন থেকে নিয়োগকারী সংস্থাগুলি প্রার্থীদের দ্বারা জমা দেওয়া স্ব-প্রত্যয়িত নথির ভিত্তিতে অস্থায়ী নিয়োগপত্র জারি করে।

অসীম পোর্টাল

'আত্মনির্ভর দক্ষ কর্মচারী নিয়োগকর্তা ম্যাপিং' পোর্টালটি দক্ষ কর্মী বাহিনীকে জীবিকার সুযোগ খুঁজে বের করতে, দক্ষ কর্মীবাহিনীর বাজারে চাহিদা-সরবরাহের ব্যবধান পূরণ করতে এবং নিয়োগকর্তাদের দক্ষ কর্মশক্তি খুঁজে পেতে সহায়তা করার জন্য চালু করা হয়েছিল।

শুরু ৭ আগস্ট, ২০১৬

অগ্রগতি

প্রধানমন্ত্রী রোজগার উদ্যোগ যোজনা

প্রধানমন্ত্রী রোজগার উদ্যোগ যোজনার কারণে যুবকরা স্বাবলম্বী হচ্ছেন

উদ্দেশ্য: নিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করা।

এই স্কিম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন প্রচারাভিযানও পরিচালিত হচ্ছে যাতে আরও বেশি নাগরিক এর সুবিধা পেতে পারেন। এর অধীনে, সরকার নতুন কর্মীদের জন্য নিয়োগকর্তাদের ইপিএফ ভাগের ৮.৩৩% প্রদান করে।

১.২১

কোটি মানুষ উপকৃত হয়েছেন ১.৫৩ লক্ষ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, ২৭ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।

ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস

শুরু ২০ জুলাই ২০১৫

ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিসে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ

উদ্দেশ্য: বেকারদের চাকরি খুঁজে পেতে সাহায্য করা

- এনসিএস প্রকল্পের অধীনে এখনও পর্যন্ত এনসিএস পোর্টালে ৯৪ লক্ষেরও বেশি শূন্যপদ সংগ্রহ করা হয়েছে।
- এনসিএস প্রকল্পের অধীনে আয়োজিত চাকরি মেলার মাধ্যমে ২ লক্ষেরও বেশি চাকরিপ্রার্থীকে চাকরি দেওয়া হয়েছে।
- পরামর্শ দানের উদ্দেশ্যে এনসিএস পোর্টালে ৩৬০০টিরও বেশি পেশার জন্য কেরিয়ার উপাদান উপলব্ধ রয়েছে।
- চাকরি পাওয়ার জন্য ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিসে নিবন্ধন করতে হবে। এখানে বিনামূল্যে রেজিস্ট্রেশনের সুবিধা পাওয়া যায়। মহিলা সহ প্রতিটি শ্রেণীর জন্য চাকরি পাওয়া যায় এবং প্রতিটি বিভাগে প্রতিবন্ধীদের জন্য বাড়ি থেকে কাজ করার বিকল্প রয়েছে।

শুরু ২৯ আগস্ট ২০১৯

ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট

ফিটনেসের ডোজ, আধ ঘণ্টা রোজ

উদ্দেশ্য: মানুষের দৈনন্দিন রুটিনে শারীরিক কার্যকলাপ এবং খেলাধুলা অন্তর্ভুক্ত করা।

অগ্রগতি

২০২২ সালের ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত, ১০১৩৭৮৯ স্কুল ফিট ইন্ডিয়ার অধীনে নিবন্ধিত হয়েছে। ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্টে ফিট ইন্ডিয়া স্কুল উইক, ফিট ইন্ডিয়া ফ্রিডম রান, ফিট ইন্ডিয়া সাইক্লোথন এবং আরও অনেক অনুষ্ঠান সারা দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সংযুক্ত করেছে। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব স্মরণে ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট ২০২১ সালে ফিট ইন্ডিয়া ফ্রিডম রান ২.০-এরও আয়োজন করেছিল। এটি ৭৪৪টি জেলার প্রতিটিতে ৭৫টি গ্রামে এবং সারা দেশে ৩০,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত হয়েছিল। এতে বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন ফিটনেস প্রোটোকল তৈরি করা হয়েছে।

ভারত বিশ্ব গুরু হয়ে উঠছে

"যদি আমাদের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট এবং সুপরিকল্পিত হয়, আমাদের দেশ অমর হবে। পৃথিবী যদি মনে রাখে তাহলে আমার দেশকে মনে রাখবে, আমার দেশের ভবিষ্যৎ দেখবে, বিশ্ব যেন গর্ব করে আমার দেশের জন্য বলে, এ এমন একটি দেশ যা মানবকল্যাণের পথ প্রদর্শক হয়ে উঠেছে। বিশ্বকে সমস্যা থেকে মুক্ত করার ক্ষমতা রয়েছে এই দেশের।" এই চিন্তা নিয়েই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বামী বিবেকানন্দের ভারতকে 'বিশ্বগুরু' হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করছেন। বিশ্বের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মঞ্চে এখন আত্মবিশ্বাসী ভারতের কথা শোনা যাচ্ছে। কোভিড-এর মতো সংকটকালীন পরিস্থিতিতে বিশ্বগুরু ভারত প্রতিটি দেশকে ওষুধ এবং টিকা দিয়ে সাহায্য করেছে, সংকট মোকাবেলায় সাহস জুগিয়েছে।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী যখন বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন তখন সারা বিশ্ব ভারতের বিদেশনীতি কেমন হবে তা নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিল। নতুন বন্ধু তৈরির পাশাপাশি ভারত পুরনো বন্ধু দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করে দেশের বিদেশনীতিকে নতুন করে সাজিয়ে তোলে। প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ নীতির মূল নীতি ছিল 'সর্বাগ্রে ভারত', এর সঙ্গে তিনি আরও দুটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন, 'লুকিং ওয়েস্ট' বা 'পশ্চিমের দিকে তাকানো' এবং 'অ্যাক্টিং ইস্ট' বা 'পূর্বের জন্য কাজ করা'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পুরোনো শৃঙ্খল থেকে মুক্ত। এই কারণেই কোভিডের সময়ে ১৫০ এরও বেশি দেশকে সাহায্য করে তিনি বিশ্বকে শতাব্দীর সবচেয়ে বড় মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নতুন আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছেন। কোভিড-পরবর্তী যুগে বিশ্ব একটি নতুন আশা নিয়ে ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে। এই কারণেই জি-২০ থেকে ব্রিক্স, কোয়াড থেকে এসসিও শীর্ষ সম্মেলন, এশিয়ান থেকে ইস্টার্ন ইকোনমিক ফোরাম এবং সিওপি-২৬ এর মঞ্চ, সর্বত্র ভারতের মত প্রাধান্য পেয়েছিল। গত বছর আগস্টে এক মাসের জন্য ইউএনএসসি'র সভাপতিত্বের দায়িত্ব নেওয়ার পরে ভারত প্রমাণ করেছে যে আমাদের দেশ এখন গুরুতর দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত।

গত আট বছরে ভারতের বিদেশ নীতির মূল স্তম্ভ...

প্রথমে প্রতিবেশী এবং সম্প্রসারিত বন্ধুত্ব

- প্রতিটি দেশের জন্য বন্ধু দেশ নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বন্ধুত্ব যে শুধুমাত্র প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, বন্ধু দুই দেশ বিশ্বের একাধিক বিষয়ে স্থায়ী অংশীদারিত্বের প্রচার করে।
- প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার লক্ষ্যে 'প্রথম প্রতিবেশী' নীতি গৃহীত হয়েছিল। দূরবর্তী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করার জন্য 'সম্প্রসারিত বন্ধুত্ব' নীতিকে প্রধান অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল।
- শীর্ষ নেতৃত্বের নতুন চিন্তাভাবনার ফলে ভারতের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গিও বদল হতে শুরু করেছে। করোনা মহামারির সময় ভারত প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং দূরবর্তী রাষ্ট্রগুলিতে টিকা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ পাঠিয়েছে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য যোগ আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। এখন বিশ্ব ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করে।

১৭৭ **দেশ গত বছর আন্তর্জাতিক যোগ দিবস কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিল।**

আন্তর্জাতিক সৌর জোট

ভারত এবং ফ্রান্সের নেতৃত্বে সৌর সম্পদ সমৃদ্ধ দেশগুলির বিশেষ শক্তির চাহিদা মেটানোর লক্ষে গৃহীত একটি উদ্যোগ হল 'ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স (আইএসএ) বা আন্তর্জাতিক সৌর জোট। এই আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দফতর ভারতে। এখনও পর্যন্ত ১০৩টি দেশ এর সদস্য হয়েছে।

ভ্যাকসিন মৈত্রী

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।।

করোনার বিরুদ্ধে টিকা এই মন্ত্র দিয়ে শুরু হয়েছিল। ভারত যখন দুটি দেশীয় টিকার বিকাশ করেছিল, তখন ১৫০টিরও বেশি দেশে টিকা সরবরাহ করে ভারত অন্যান্য দেশগুলির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। শুশ্রূষার জন্য রামায়ণে হনুমান গন্ধমাদন পর্বত তুলে নিয়ে এসেছিল। করোনার মতো সংকটে ভারত বিভিন্ন দেশে ওষুধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করেছিল। সেই কারণে কিছু দেশ ভারতকে 'হনুমান' উপাধিও দিয়েছে।

কোয়াড: ২+২ আলোচনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কোয়াড গ্রুপের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার হল ভারত। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কৌশলগত দিক থেকে এই অংশীদারিত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়ার পাশাপাশি এখন রাশিয়ার সঙ্গেও ২+২ আলোচনা শুরু হয়েছে। ভারত অষ্টমবারের জন্য রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

ভারত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে

- রাশিয়া-ইউক্রেন মতবিরোধের সময় ২২ হাজারেরও বেশি নাগরিককে ফিরিয়ে আনতে অপারেশন গঙ্গা চালু করা হয়েছিল। ভারতীয় ছাত্রদের পাশাপাশি পাকিস্তানি নাগরিকসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের নাগরিকদেরও ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।
- এমনকি করোনার সময়েও একটি দায়িত্বশীল দেশ হিসাবে ভারত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে তার নাগরিকদের আনার জন্য সফলভাবে 'বন্দে ভারত মিশন' এবং 'অপারেশন সমুদ্র সেতু' অভিযান চালিয়েছিল।
- চিনের উহান শহর থেকে ৬৪৬ জন ভারতীয়-সহ মলদ্বীপের সাত জন বাসিন্দাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।
- ২০১৫ সালে ইয়েমেন থেকে ভারতীয় নাগরিকদের উদ্ধার করার জন্য 'অপারেশন রাহাত' চালু করা হয়েছিল।
- ২০১৫ সালের ২৫ এপ্রিল নেপালে ভূমিকম্প হলে ভারতের বিশেষ বিমান ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ করেছিল এবং ৬৭ মিলিয়ন ডলার সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল।
- ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্প ও সুনামি আক্রান্ত মানুষদের উদ্ধারের জন্য অপারেশন সমুদ্র মৈত্রী চালু হয়েছিল।
- ২০১৯ সালে মোজাম্বিকে ঝড়ের সময় ভারত মানবিক সহায়তা এবং দুর্যোগ ত্রাণ প্রদান করেছিল।
- ইস্টারে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই প্রথম বিশ্বনেতা যিনি শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীলঙ্কায় ভারতের জরুরি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা এখন দেশের নয়টি প্রদেশে উপলব্ধ।

পাসপোর্ট:

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের ভাবমূর্তি বদলে যাওয়ার কারণ শুধুমাত্র দেশের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানো, নিরাপত্তা বাড়ানোই নয় পাশাপাশি দেশের নাগরিকদের জীবনযাত্রাকে সহজ করার নিরন্তর প্রচেষ্টা। এর একটি উদাহরণ পাসপোর্ট এবং ভিসা সুবিধা। গত কয়েক বছরে দেশে তিনশোটিরও বেশি নতুন পাসপোর্ট কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের পাসপোর্টের ক্ষমতা বেড়েছে, যে কোনো নাগরিক অন্য দেশে গেলে ভারতীয় পাসপোর্ট দেখালে তাঁদের আলাদা সম্মান জানানো হয়। ২০১৪ সালের আগে দেশে মাত্র ৭৭টি পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র চালু ছিল, এখন ৪২৪টি পোস্ট অফিস পাসপোর্ট পরিষেবা-সহ ৫২১টি পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র রয়েছে। 'পাসপোর্ট সেবা' নামে অনলাইন আবেদনের জন্য পোর্টাল চালু করা হয়েছে। ২০১৪ সাল পর্যন্ত, সাধারণত একটি পাসপোর্ট পেতে ১৬দিন সময় লাগত, এখন ৫ দিনে পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়। ২০১৪ থেকে ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত ৭,৬৮,০৪,৯৯১টি পাসপোর্ট জারি করা হয়েছে। ভারতের নাগরিকদের বিশ্বের ষোলটি দেশে যেতে ভিসার প্রয়োজন নেই। এই দেশগুলিতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য একটি ভারতীয় পাসপোর্টই যথেষ্ট।

ইরান, ইন্দোনেশিয়া এবং মায়ানমার-সহ বিশ্বের ৫৯ দেশ ভারতীয় পাসপোর্টধারীদের জন্য 'ভিসা-অন-অ্যারাইভাল' এর সুবিধা দিয়েছে। এই সুবিধার অধীনে, ভারতের নাগরিকরা সেই দেশে পৌঁছানোর পর বিমানবন্দর অভিবাসন থেকে ভিসা পেতে পারেন।

হেনলি পাসপোর্ট সূচক

হেনলি পাসপোর্ট সূচকে ২০২০ সালের ভারতীয় পাসপোর্টের স্থান ছিল ৯০, ২০২১ সালে সপ্তম স্থান এগিয়ে এসেছে, এখন অবস্থান হল ৮৩।

ভারত তার সর্বোত্তম জাতীয় স্বার্থে আরসিইপি-তে যোগ দিতে অস্বীকার করেছে

আঞ্চলিক সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব (আরসিইপি) হল একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি যা আসিয়ানের দশটি সদস্য রাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়া, চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং নিউজিল্যান্ড- এই পাঁচটি দেশ দ্বারা গৃহীত হয়েছে। কিন্তু বিশ্বের অন্য দেশগুলি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরসিইপি -তে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বলেন, "আমরা পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করি, কিন্তু আমাদের স্বার্থ বিসর্জন দিতে পারি না।" ভারত দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছে যে আরসিইপি দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে, ২০০২ সালে সাত বিলিয়ন ডলার লোকসান হয়েছিল যা ২০১৪ সালে ৭৮ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। আরসিইপি প্রত্যাখ্যান করে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দরিদ্র, কৃষক, দুগ্ধশালা, এমএসএমই'র স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে কোণঠাসা পাকিস্তান

- এফএটিএফ পাকিস্তানকে কালো তালিকাভুক্ত করার পদক্ষেপ নিয়েছে। এশিয়া প্যাসিফিক সাব গ্রুপও পাকিস্তানকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে।
- আন্তর্জাতিক আদালত কুলভূষণ যাদব মামলায় ভারতের পক্ষে রায় দিয়েছে এবং পাকিস্তানকে 'কনস্যুলার অ্যাক্সেস' দিতে বাধ্য করেছে।
- রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনে এমনকি ন্যূনতম সমর্থনের অভাবের কারণে, পাকিস্তান কাশ্মীর সমস্যা উত্থাপন করার সুযোগ পায়নি।
- এটি ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফল যে পুলওয়ামায় বর্বরোচিত সন্ত্রাসী হামলা এবং ভারতের পরবর্তী বিমান হামলার পরে, সমস্ত আন্তর্জাতিক নেতারা ভারতের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছিলেন।

সম্পর্ক জোরদার

লিজিয়ন অফ মেরিট পুরস্কার

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিজিয়ন অফ মেরিট অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত হয়েছেন। এই মর্যাদাময় সম্মান অসামান্য পরিষেবা এবং কৃতিত্বের জন্য প্রদান করা হয়।

গ্লোবাল গোলকিপার পুরস্কার

বিল এবং মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন স্বচ্ছ ভারত অভিযানের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'গ্লোবাল গোলকিপার অ্যাওয়ার্ড' দিয়ে সম্মানিত করেছে।

কোটলার প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড

'পিপল, প্রফিট এবং প্ল্যানেটে'র উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ফিলিপ কোটলার প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড-এ সম্মানিত করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। ২০১৮ সালে তিনি রাষ্ট্রসংঘের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন্স অফ আর্থ'-এ ভূষিত হন।

- করোনা অতিমারির সময় সবকিছু যখন স্থবির হয়ে পড়ে, তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী ভার্চুয়াল সম্মেলন শুরু হয়। করোনার সময়ে আন্তর্জাতিক নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, উপসাগরীয় দেশ এবং পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করা এবং জি-২০, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছে।
- ক্ষমতায় আসার পরপরই ভারত ইসরায়েল, ফ্রান্স, ব্রিটেন যুক্তরাজ্য, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করেছে এবং পশ্চিম এশিয়া (ইরান, সৌদি আরব, ইসরায়েল), নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে।
- ভারত-নেপাল আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা বাণিজ্য, মোতিহারি-আমলেখগঞ্জ তেল পাইপলাইনের অগ্রগতি, যোগবানি (বিহার)- বিরাটনগর (নেপাল)-এ নতুন সমন্বিত চেকপোস্টের সূচনা। সম্প্রতি নেপালের প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবার সঙ্গে বৈঠকের পর দুই দেশের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।
- এই প্রথমবার ভারত অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বহু প্রতীক্ষিত এই চুক্তির পর এখন ভারতীয় পণ্য অস্ট্রেলিয়ার বাজারে আরও ভালো প্রবেশাধিকার পাবে।
- গ্লাসগোয় সিওপি-২৬ সভায় জলবায়ু ন্যায়বিচারের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পঞ্চামৃত সংকল্প সমগ্র বিশ্ব দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল।
- করোনার সময়কালে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করতে বাংলাদেশ সফরে যান এবং বাংলাদেশের জাতীয় দিবস উদযাপনে ভাষণ দেন।
- বাংলাদেশের সঙ্গে ঐতিহাসিক ভারত-বাংলাদেশ স্থল সীমান্ত চুক্তি কার্যকর হয়। এর বাইরে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধেরও অবসান ঘটে।
- ভারত এবং মলদ্বীপ সম্প্রতি আডডু-অ্যাটলের পাঁচটি দ্বীপে আডডু -পর্যটন অঞ্চল স্থাপনের জন্য পাঁচটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে, এছাড়াও হোরাফুসিতে একটি বোতলজাত জলের প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য ষষ্ঠ এমওইউ স্বাক্ষর করেছে।
- আন্তর্জাতিক শক্তি শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'সেরাউইক গ্লোবাল এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট লিডারশিপ' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল।
- ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বাহরিনের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'কিং হামাদ অর্ডার অফ দ্য রেনেসাঁ'য় ভূষিত করা হয়েছিল। একই সময়ে, মলদ্বীপ তাদের দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'নিশান ইজ্জুদিন' পুরস্কারে ভূষিত করেছে, অন্যদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রাশিয়ান ফেডারেশনের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার – 'অর্ডার অফ সেন্ট অ্যান্ড্রু দ্য অ্যাপোস্টল'-এ সম্মানিত করেছেন। একই বছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সিওল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রথমবার গুজরাত সফর

ভারত এবং যুক্তরাজ্য শুধু বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই নয়, অন্য ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদারও। দুইদিনের ভারত সফরে ব্রিটেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ২১ এপ্রিল গুজরাতে গিয়েছিলেন। পরের দিন তিনি দিল্লি রওনা দেন। মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি বিজড়িত সবরমতি আশ্রমে গিয়ে তিনি চরকায় সুতো কাটেন। তিনি দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। সেখানে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথাও ঘোষণা করেন।

ভারতে চতুর্থ বৃহত্তম বিনিয়োগকারী হল ব্রিটেন এবং ব্রিটেনে তৃতীয় বৃহত্তম বিনিয়োগকারী হল ভারত। ভারতে মোট বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে যুক্তরাজ্যের অংশ প্রায় ৬ শতাংশ, যেখানে ভারতীয় বিনিয়োগ যুক্তরাজ্যে ১.১৬ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে বলে অনুমান করা হয়েছে। ভারত প্রতি বছর ব্রিটেনে প্রায় ১২ বিলিয়ন পাউন্ড রফতানি করে। একই সময়ে, প্রায় ৬.৬ বিলিয়ন পাউন্ড যুক্তরাজ্য থেকে ভারতে রফতানি হয়। উভয় দেশই এখন একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক অংশীদারিত্বকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যেতে চায়। এই কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন নিজেই অক্টোবরের মধ্যে এফটিএ নিয়ে আলোচনা শেষ করার ঘোষণা দিয়েছেন। উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বৈঠকে 'রোডম্যাপ ২০৩০'-সহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সমস্ত দিক পর্যালোচনা করা হয়েছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পর্ক আরও গভীর করার জন্য উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। চিকিৎসা, উচ্চশিক্ষা, বিনিয়োগের বিষয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে।

আমরা প্রতিরক্ষা খাতে সহযোগিতা বাড়াতেও সম্মত হয়েছি। আমরা ভারতে চলমান ব্যাপক সংস্কার, আমাদের পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত প্রকল্প এবং জাতীয় পরিকাঠামো পাইপলাইন নিয়েও আলোচনা করেছি। আমরা যুক্তরাজ্যের সংস্থাগুলির ভারতে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগকে স্বাগত জানাই। যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী ১.৬ মিলিয়ন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ সমাজ ও অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান রেখেছেন।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী, ভারত

আমরা একটি নতুন, সম্প্রসারিত প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা অংশীদারিত্বে সম্মত হয়েছি। এটি আমাদের সম্পর্ককে আরও গভীর করবে, এটি আমাদের কয়েক দশকের পুরনো প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র লক্ষ্যও পূর্ণ করবে। ভারতের আতিথেয়তায় আমি অভিভূত। আমি যখন এখানে পৌঁছলাম, আমার মনে হয়েছিল আমিই শচীন তেন্দুলকার। তারপর চারিদিকে হোর্ডিং দেখে মনে হল আমি অমিতাভ বচ্চন। এই উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানাই।

-বরিস জনসন, প্রধানমন্ত্রী, ব্রিটেন যুক্তরাজ্য

সপ্তম রাইসিনা ডায়ালগ | ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট: ভবিষ্যত ভারতের

২০১৬ সালে রাইসিনা ডায়ালগ শুরু হয়েছিল। এখানে বিশ্বব্যাপী রাজনীতিবিদ, প্রাক্তন নেতা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বার্ষিক সমাবেশে বিশ্বের সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং সমস্যাগুলির উপর একটি অর্থবহ আলোচনার জন্য একত্রিত হন। এবার, ২৫ এপ্রিল তিন দিনব্যাপী রাইসিনা ডায়ালগ শুরু হয়েছিল,৯০টি দেশের কূটনীতিক এবং বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লেন উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভারতের প্রশংসা করেন। তিনি রাইসিনা ডায়ালগের শুরুতে বলেছিলেন যে ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে সবুজ শক্তির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগ, পরিকল্পনা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি বলেছিলেন যে ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্ক আগামী দশকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। ভবিষ্যৎ ভারতের হাতে রয়েছে।

সবল কৃষক এবং সমৃদ্ধশালী গ্রাম

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন- 'ভারতের আত্মা গ্রামের মধ্যে নিহিত রয়েছে। তাই গ্রাম ও কৃষকের উন্নয়ন ছাড়া দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়'। এই কারণেই বর্তমান সরকার একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষক ও গ্রামের ক্ষমতায়নের জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে আদর্শ গ্রাম যোজনা বা গ্রাম পঞ্চায়েতে ইন্টারনেট প্রদান বা পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানে শাসন ই-শাসন শক্তিশালী করতে ই-গ্রাম স্বরাজ প্রকল্প। এছাড়াও, গ্রাম ও কৃষকদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে শুধুমাত্র নতুন স্কিম চালু করা হয়নি বরং পুরানো স্কিমগুলিকে জনবান্ধব করার জন্য পুনঃপরিকল্পিত করা হয়েছে। ন্যূনতম সমর্থন মূল্য দেওয়া, কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি কিষাণ সম্মান নিধির অর্থ হস্তান্তর করা, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে ই-নাম চালু করা, প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চন যোজনা, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড যোজনা বা স্বামিত্ব স্কিম যার লক্ষ্য জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করা এবং জমির আইনি অধিকার দেওয়া, এইরকম বেশ কয়েকটি প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষক ও গ্রামগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

কৃষকদের আয় বাড়ানোর পরিকল্পনা

স্কিম

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা

শুরু ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

উদ্দেশ্য: জমির অধিকারী সমস্ত কৃষকদের আর্থিক প্রয়োজন মেটানো

অগ্রগতি

- এই স্কিমটি প্রাথমিকভাবে ২ হেক্টর পর্যন্ত জমির অধিকারী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের (এসএমএফ) জন্য ছিল কিন্তু জমির অধিকারী সমস্ত কৃষকদের এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রকল্পের পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের অধীনে, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সরাসরি সুবিধা স্থানান্তরের মাধ্যমে যোগ্য কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তিনটি কিস্তিতে প্রতি বছর ৬০০০ টাকা অনলাইনে পাঠানো হয়। ২০২২ সালের ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত, এই প্রকল্পের অধীনে ১১.৩০ কোটিরও বেশি কৃষকের অ্যাকাউন্টে ১.৮২ লক্ষ কোটি টাকা স্থানান্তর করা হয়েছিল। ১ এপ্রিল, ২০২২ থেকে পিএম কিষান সম্মান নিধি যোজনার অধীনে আধার কার্ডের মাধ্যমে সমস্ত অর্থ প্রদান করা হয়।

স্কিম

শুরু ১৪ এপ্রিল, ২০১৬

জাতীয় কৃষি বাজার (ই-নাম)

এখন কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের অনলাইন নিলাম সমৃদ্ধির পথ খুলে দিয়েছে

উদ্দেশ্য: কৃষকরা যাতে তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের লাভজনক মূল্য পান তার জন্য একটি অনলাইন স্বচ্ছ নিলাম ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

সুবিধা নিন: অংশীদারিদের সহায়তার জন্য টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০-২৭০০-২২৪ এবং ই-মেইল: enam.helpdesk@gmail.com উপলব্ধ রয়েছে এবং অনলাইন টিউটোরিয়ালগুলি www.enam.gov.in-এ দেখা যেতে পারে।

অগ্রগতি

বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে এক হাজার মান্ডি ই-নামে যুক্ত করা হয়েছে। ব্যবসায়ী, কৃষক, কমিশন এজেন্ট এবং কৃষকের উৎপাদক সংস্থাগুলির মধ্যে ই-নাম নিয়ে উৎসাহ দেখা গিয়েছে। কৃষকরা স্বচ্ছ এবং প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রে ই-এনএএম পোর্টালে অনলাইনে তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারবেন। বহু কৃষক এই কারণে যোগ দিচ্ছেন। ২০২২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ২১টি রাজ্যের ১.৭৩ কোটিরও বেশি কৃষক, ৩.২৪ লক্ষ ব্যবসায়ী এবং ২১১৩টি এফপিও নিবন্ধিত হয়েছে। ২০২২ সালের ২২ মার্চ পর্যন্ত ই-নাম মঞ্চে ১.৮২ লক্ষ কোটি টাকার কৃষিজাত পণ্য লেনদেন হয়েছে।

কিষাণ রেল: হিমঘর- সহ কিষাণ রেল এমনই একটি উদ্যোগ যা কৃষকদের তাঁদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য দ্রুত এবং কম খরচে দূর-দূরান্তের বাজারে পরিবহন করতে সক্ষম করেছে। ২০২০ সালের ৭ অগাস্ট থেকে সম্পূর্ণরূপে চালু হওয়া এই স্কিমটির উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা এবং তাঁদের উৎপাদিত পণ্যগুলি খারাপ হওয়ার আগে বাজারে পৌঁছে দেওয়া। এই স্কিম সেইক্ষেত্রে কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক বিভাগ, স্থানীয় সংস্থা এবং মান্ডির সঙ্গে পরামর্শ করে সম্ভাব্য কিষাণ রেল সার্কিট চিহ্নিত করা হয়েছে। চাহিদার ভিত্তিতে কিষাণ রেল অপারেশনের জন্য বগির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২২ সালের ২৫ মার্চ অবধি কিষাণ রেল ২১৯০বার যাত্রা করেছে। 'অপারেশন গ্রিনস -টপ টু টোটাল'-এর অধীনে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রক কিষাণ রেলে ফল ও সবজি পরিবহনে ৫০ শতাংশ ভর্তুকি দেয়।

ন্যূনতম সমর্থন মূল্য (এমএসপি): সারা দেশে এমএসপিতে গম এবং চাল সংগ্রহ করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ সালের রবি বিপণন মরসুমে,২৪ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ১৩৭ এলএমটি গম সংগ্রহ করা হয়েছিল, যেখানে প্রায় ১২ লক্ষ কৃষকদের মধ্যে ২৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি এমএসপি বিতরণ করা হয়েছিল। একইভাবে, ২০২১-২০২২ খারিফ শস্য বিপণন মরসুমে ৭৫৭.২৭ এলএমটি চাল সংগ্রহ করা হয়েছিল, তা প্রায় ১.১০ কোটি কৃষকদের মধ্যে ১.১৫ লক্ষ কোটি টাকার এমএসপি বিতরণ করা হয়েছিল। রবি ফসলের জন্য নির্ধারিত এমএসপি কৃষকদের উৎপাদন খরচের দেড় গুণের সমান। গম ও সরিষার ক্ষেত্রে ১০০% ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মসুর, ছোলা, বার্লিতে ৬০-৬৯ শতাংশ পর্যন্ত লাভ সম্ভব।

ক্ষতি

প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা

শুরু খারিফ শস্য ২০১৬

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তাৎক্ষণিক ত্রাণ

উদ্দেশ্য: প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের ফসল বিমা।

ছয় বছরে ৩৬ কোটিরও বেশি কৃষককে ১,০০,০০০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।

অগ্রগতি

অগ্রগতি

প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার অধীনে ২০২১-২২ সালে ৭.৬৫ কোটিরও বেশি কৃষক শস্য বিমার জন্য আবেদন করেছিলেন। ২০১৫-১৬ সালে ৪.৮৫ কোটি কৃষক আবেদন করেছিলেন। ২০১৬-২০১৭ থেকে ২০২১-২০২২ পর্যন্ত এই প্রকল্পের শুরু থেকে প্রায় ৩৬.৯৮ কোটি কৃষক আবেদন করেছেন। ন্যাশনাল ক্রপ ইন্স্যুরেন্স পোর্টালের মাধ্যমে সরাসরি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে ইলেকট্রনিকভাবে ফসল বিমার দাবি জমা করার জন্য একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। একইভাবে ফসলের ক্ষতির দ্রুত মূল্যায়ন করতে রিমোট সেন্সিং, প্রযুক্তি, স্মার্টফোন, ড্রোন এবং শস্য বীমা অ্যাপগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে।

ক্ষতি

কৃষি উদ্যান যোজনা

শুরু আগস্ট ২০২০

কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির উপযুক্ত বাজার পেয়েছে

উদ্দেশ্য: কৃষকদের কৃষি পণ্যের ভালো দাম পেতে এবং আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

অনেক কৃষিপণ্য বাজারে পৌঁছানোর আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ২০২০ সালের আগস্টে কৃষি উদ্যান যোজনা আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় রুটে চালু করা হয়েছিল। এতে কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাওয়া যায়। এই স্কিমটি ২০২১ সালের অক্টোবরে কৃষি উদ্যান যোজনা ২.০ হিসাবে সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। উড়ান ফ্লাইটের অন্তত অর্ধেক আসন কৃষকদের ভর্তুকিযুক্ত ভাড়ায় দেওয়া হয়। বেবি কর্ন, লিচু, জৈব পণ্য, সামুদ্রিক খাবার, আনারস, দুধ উৎপাদন এবং দুগ্ধজাত পণ্য, মাংসের মতো ব্যবসায় নিযুক্ত কৃষকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

ল্যান্ডিং, পার্কিং এবং নির্দিষ্ট চার্জ সম্পূর্ণ মকুব করা হয়েছে

৫৩টি বিমানবন্দরে, যার মধ্যে ২৫টি রয়েছে উত্তর পূর্ব, উপজাতীয় এবং পাহাড়ি এলাকায়।

শুরু ৪ জুলাই ২০১৮

ক্ষতি

কিষাণ ক্রেডিট কার্ড

প্রক্রিয়াকরণ মূল্য ছাড়া সহজ সুদের হারে কৃষকদের ঋণ

উদ্দেশ্য: স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী কৃষি চাহিদা বা খরচের জন্য কৃষক, স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা ভাগচাষীদের সহজে ঋণ সহায়তা প্রদান করা।

৩.০৫ কোটি কিষাণ ক্রেডিট কার্ড জারি করা হয়েছে, ২০২২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত।

কৃষকদের মহাজনদের নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা করার জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প শুরু করেছে। এর মাধ্যমে কৃষকরা সরল পদ্ধতির সাথে একটি একক উইন্ডোর অধীনে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা থেকে পর্যাপ্ত এবং সময়মত ঋণ সহায়তা পেতে পারেন। ২০১৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি প্রাণিসম্পদ কৃষক এবং মৎস্য চাষে নিযুক্ত কৃষকদেরও এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

৯% হারে

৩,০০,০০০

টাকা পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদী ফসল ঋণ পাওয়া যায়। এতে সরকার ২% সুদে ছাড় দেয়।

প্রধান মন্ত্রী কৃষি সিঞ্চন যোজনা

শুরু ২০১৫-২০১৬

ক্ষিম

কম জল ব্যবহার করে অধিক ফসল

উদ্দেশ্য: জল ব্যবহারের দক্ষতা, সেই সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রগুলিতে জলের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা।

অগ্রগতি

- ২০১৫-১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চন যোজনা শুরু হয়েছিল। এই প্রকল্পের অধীনে ত্বরিত সেচ সুবিধা কর্মসূচি, হর ক্ষেত কো পানি, পার ড্রপ মোর ক্রপ, এবং জলাশয় উন্নয়ন উপাদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর সফল বাস্তবায়নের জন্য তিনটি মন্ত্রক একসঙ্গে কাজ করছে।
- পিএমকেএসওয়াই ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত বৈধ ছিল। এখন ৯৩ হাজার কোটি টাকা খরচ করে এটি ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, যাতে নতুন লক্ষ্য হল প্রায় ২০ লক্ষ হেক্টর কৃষি জমিতে সেচ সম্ভাবনা তৈরি করা।
- এর অধীনে দ্রুত সেচ সুবিধা কর্মসূচির ৯৯টি বড় প্রকল্প সম্পূর্ণ করার জন্য ২০১৬-১৭ সালে কাজ শুরু হয়েছিল। ৭৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে মিশন মোডে কাজ চালু হয়। এর মধ্যে ৪৬টি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে। ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে

৫০.৬৪

লক্ষ হেক্টর জমিতে অতিরিক্ত সেচের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

১০ হাজার কৃষক উৎপাদনকারী সংস্থার গঠন (এফপিওস): ক্ষুদ্র, প্রান্তিক কৃষক এবং ভাগ চাষিদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে এবং বাজারের সংযোগ বাড়াতে, তাঁদের এফপিও-তে অন্তর্ভুক্ত করা। এফপিওগুলিকে পাঁচ বছরের জন্য সমর্থন করা হবে। ২০২১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত, ২৩১৫টি এফপিও নিবন্ধিত হয়েছে, যার জন্য সরকার ৪১০ কোটি টাকা দিয়েছে।

মৃত্তিকা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা: মাটি পরীক্ষা-ভিত্তিক পুষ্টি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও প্রচার করা। ২০১৮-২০১৯ থেকে ২০২০-২০২১ পর্যন্ত ৫.৬৭ কোটিরও বেশি কৃষক এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছেন। এ পর্যন্ত ২২.১৯ কোটিরও বেশি কার্ড তৈরি করা হয়েছে এবং ১৯ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত তা কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

পিএম কিষাণ সম্পদ যোজনা ২০১৫ সালের ৩ মে চালু হয়েছিল। যার আনুমানিক ব্যয় ছিল ৬ হাজার কোটি টাকা। এটি এখন ২০২৫-২০২৬ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে, অতিরিক্ত ৪৬০০ কোটি টাকা খরচ হবে। এর আওতায় মেগা ফুড পার্ক, মিনি ফুড পার্ক, ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরিসহ ১০৮৮টি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রাকৃতিক কৃষির অধীনে ২০২০-২০২১ সালের মধ্যে রাজ্যগুলিকে প্রায় ৪৯.৯১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। ভারত সরকারের লক্ষ্য হল ২০২৫ সালের মধ্যে ৩.৫০ লক্ষ হেক্টর জমি প্রাকৃতিক চাষের আওতায় নিয়ে আনা।

রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার মাধ্যমে, সরকার আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং ইনকিউবেশন ইকোসিস্টেম গড়ে তুলে উদ্ভাবন এবং কৃষি উদ্যোক্তা হওয়ার প্রচার করছে। এই প্রকল্পের অধীনে ৯২৩টি স্টার্টআপকে ৫০.৯০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল।

শুরু জুন ২০২১

ন্যানো ইউরিয়ার প্রচার

ক্ষিম

ভারত বাণিজ্যিকভাবে ন্যানো ইউরিয়া উৎপাদনকারী প্রথম দেশ

উদ্দেশ্য: সারের ক্ষেত্রে দেশকে স্বনির্ভর করে তোলার পাশাপাশি ফলন বৃদ্ধি এবং সারের জন্য ব্যয় হ্রাস করা।

অগ্রগতি

ন্যানো ইউরিয়া তৈরি করেছে ইফকো। এটি ধান, গম, সরিষা, ভুট্টা, টমেটো, বাঁধাকপি, ক্যাপসিকাম এবং পেঁয়াজের উপর কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে এটি শস্যের ফলন বৃদ্ধি করেছে এবং ৫০% পর্যন্ত সার সংরক্ষণ করেছে। বর্তমানে প্রতিদিন এক লক্ষ বোতল ন্যানো লিকুইড ইউরিয়া উৎপাদিত হচ্ছে।

কৃষকদের ক্ষমতায়নের জন্য অন্যান্য প্রধান পরিকল্পনা

কৃষি পরিকাঠামো তহবিল: প্রথমবারের মতো, দেশে কৃষি সম্পর্কিত পরিকাঠামো উন্নত করতে এক লক্ষ লাখ কোটি টাকার একটি কৃষি ইনফ্রা তহবিল তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সুদ ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে কৃষি অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা দেওয়া হয়। ২২ মার্চ, ২০২২ অবধি, কৃষি অবকাঠামো তহবিল পোর্টালে ১৩,৪০০ কোটি টাকার ১৯ হাজারেরও বেশি আবেদন গৃহীত হয়েছে। এতে ১০ হাজারেরও বেশি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

জাতীয় বাঁশ মিশন: বাঁশ চাষের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে চিনের পরে ভারত দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। মন্ত্রিসভা ২০১৮ সালের ২৫ এপ্রিল জাতীয় বাঁশ মিশনের পুনর্গঠনের অনুমোদন দিয়েছে। মিশনের অধীনে সরকার বাঁশ চাষের জন্য কৃষকদের ৫০,০০০ টাকা ভর্তুকি দেয় এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য প্রতি গাছে ১২০ টাকা ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে দেশে ১৩৬ প্রজাতির বাঁশ চাষ করা হয় যার মধ্যে ১২৫টি দেশী। ভারত প্রতি বছর প্রায় ১৪ মিলিয়ন টন বাঁশ উৎপাদন করে।

জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা মিশন: এর লক্ষ্য হল চাল, গম, ডাল, দানা শস্য (ভুট্টা এবং বার্লি), পুষ্টিকর শস্য (জোয়ার, বাজরা, রাগি), বাণিজ্যিক ফসল (পাট, তুলা এবং আখ), তৈলবীজ এবং পাম তেলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এর আওতায় ২৮টি রাজ্য এবং জম্মু ও কাশ্মীরের দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং লাদাখের কৃষকরা সুবিধা পাচ্ছেন।

পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা: এর লক্ষ্য হল ঐতিহ্যগত এবং জৈব চাষকে উৎসাহিত করা। এ জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনার আওতায় ক্লাস্টার বিল্ডিং, সক্ষমতা বৃদ্ধি, মূল্য সংযোজন এবং বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে ৩ বছরের জন্য হেক্টর প্রতি ৫০ হাজার টাকা সহায়তা দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রীয় গোকুল গ্রাম মিশন: এই মিশনের অধীনে ১৬টি গোকুল গ্রামকে সমন্বিত দেশীয় গবাদি পশু উন্নয়ন কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য ২০২২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত তহবিল প্রকাশ করা হয়েছে। মিশনের উদ্দেশ্য হল বৈজ্ঞানিক ও সামগ্রিক পদ্ধতিতে দেশীয় গরুর জাতগুলিকে বিকশিত করা এবং সংরক্ষণ করা, তাদের উর্বরতা বৃদ্ধি করা। গত তিন বছরে মিশনের অধীনে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য প্রায় ২০৮২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল।

মাইক্রো ফুড প্রসেসিং এন্টারপ্রাইজ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিকীকরণ

এটির লক্ষ্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের মতো অসংগঠিত বিভাগে বিদ্যমান স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র-উদ্যোগগুলির প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করা, উৎপাদনকারী সংস্থা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং উৎপাদক সমবায়-সহ সমগ্র মূল্য শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করা। ১০,০০০ কোটি টাকার স্কিমটি দুই লক্ষ মাইক্রো ফুড এন্টারপ্রাইজগুলিকে সহায়তা করার জন্য বাস্তবায়িত করা হবে যা ২০২৫ সাল পর্যন্ত চলবে।

শুরু ১ এপ্রিল, ২০১৮

জাতীয় গ্রাম স্বরাজ যোজনা

সরকার পরিচালনার জন্য জনপ্রতিনিধিদের কাজের পরিধি বাড়ানো হয়েছে

উদ্দেশ্য: গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পঞ্চায়েতি রাজ সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করা।

অগ্রগতি

প্রকল্পের অধীনে ২০২১-২০২২ সালে ২৫.৭৫ লক্ষ মানুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ই-গ্রাম স্বরাজ পোর্টাল https://egramswaraj. gov.in চালু হয়েছে। এই মঞ্চে গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা আপলোড করা হয়। ২০২১-২০২২ আর্থিক বছরে ২.৫৪ লক্ষ স্কিম আপলোড করা হয়েছে। ২.৩২ লক্ষেরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত ই-স্বরাজ পোর্টালে যোগদান করেছে, যারা এই ইন্টারফেসের মাধ্যমে ৭০ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য অর্থপ্রদান করেছে।

স্বামিত্ব

শুরু ২৪ এপ্রিল, ২০২১

সম্পত্তির অধিকার পাওয়া সহজ হয়ে যায়

উদ্দেশ্য: গ্রামীণ এলাকার জমির রেকর্ড ডিজিটালাইজ করে গ্রামবাসীদের জমির মালিকানা এবং আইনি মালিকানা অধিকার কার্ড প্রদান করা। এটি আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের পাশাপাশি সম্পদের নগদীকরণের সুবিধা প্রদান করে।

এই পাইলট প্রকল্পটি অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে সারা দেশে বাস্তবায়িত হবে। এখনও পর্যন্ত ২৯টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি স্বামিত্ব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য 'সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'র সঙ্গে এমওইউ স্বাক্ষর করেছে। ২০২২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রায় ১.২৩ লক্ষ গ্রামে ড্রোন ফ্লাইট এবং ম্যাপিংয়ের প্রাথমিক কাজ করা হয়েছে। ৩১ হাজার গ্রামে সম্পত্তি কার্ড তৈরি করা হয়েছে। ডিজিলকারে সম্পত্তি কার্ড পাওয়া যায়।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা:

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে এখনও পর্যন্ত ৩.১ কোটি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাজেটে এক বছরে ৮০ লক্ষ নতুন বাড়ি নির্মাণের জন্য ৪৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ: ২০১৬ সালের ১ এপ্রিল এই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছিল, লক্ষ্য ছিল ২.৯৫ কোটি বাড়ি তৈরি করা। ২০২২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ২.৫২ কোটি বাড়ির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা সম্পূর্ণ করতে কেন্দ্রীয় সরকার ২০২১ সালের মার্চ থেকে ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রকল্পটি অব্যাহত রাখার অনুমোদন দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা- শহরাঞ্চল

এই প্রকল্পটি ২০১৫ সালের ২৫ জুন চালু হয়েছিল। ২০২২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১.২৩ কোটি বাড়ি মঞ্জুর করা হয়েছে যার মধ্যে ৯৫.১৩ লক্ষ বাড়ির নির্মাণ শুরু হয়েছে। নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর ৫৮.১ লক্ষ বাড়ি বিতরণ করা হয়েছে।

মডেল গ্রাম বানানোর পরিকল্পনা

ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ: চলতি আর্থিক বছরের বাজেটে অরুণাচল প্রদেশ এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার নিকটবর্তী গ্রামগুলির জন্য এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। সীমান্তবর্তী গ্রামে সংযোগ, অবকাঠামো নির্মাণ, কংক্রিটের ঘর, সরকারি চ্যানেল, ডিটিএইচ চ্যানেল, শিক্ষামূলক চ্যানেলের পাশাপাশি পর্যটন কেন্দ্রগুলির উন্নয়ন করা হবে।

সংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনা: এটি কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বিদ্যমান স্কিম, রাজ্য সরকার, স্বেচ্ছাসেবী এবং সমবায় খাতের সঙ্গে অংশীদারিত্ব, কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটি ফান্ডের সহায়তায় একত্রিতভাবে চালিত হয়। ২০১৪ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের অধীনে, সাংসদরা তাঁদের উন্নয়নের জন্য গ্রামগুলি দত্তক নেন। প্রায় ২১০০টি গ্রাম এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

দরিদ্র মানুষের খাদ্যের সংস্থান করা

প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা: এই প্রকল্পটি কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন সময়ে ২০২০ সালের ২৬ মার্চ চালু হয়েছিল, সরকার প্রকল্পটি ক্রমাগত তিন মাসের জন্য বাড়িয়ে চলেছে। এই প্রকল্পে ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে ১০ কেজি অতিরিক্ত গম বা চাল ছাড়াও এক কেজি ডালও বিনামূল্যে রেশন হিসাবে দেওয়া হয়। মন্ত্রিসভা সম্প্রতি এই প্রকল্পের ষষ্ঠ পর্যায় অনুমোদন করেছে যা ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। সরকার এই প্রকল্পে ২ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে আরও ৮০ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে। ২০২২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত, এই প্রকল্পের অধীনে ১০০০ লক্ষ মেট্রিক টন বিনামূল্যের খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম: এমজিএনআরইজিএ হল একটি চাহিদা ভিত্তিক মজুরি কর্মসংস্থান কর্মসূচি। এতে প্রতিটি পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য যারা অদক্ষ শ্রমে ইচ্ছুক তাঁদের প্রতি বছর ১০০ দিনের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ঘোষিত মজুরির হারের চেয়ে বেশি মজুরি নির্ধারণ করতে পারে। এই প্রকল্পের আওতায় ৯৯.৬৯% শ্রমিকের অ্যাকাউন্টে মজুরি পাঠানো হচ্ছে।

এক দেশ, এক রেশন কার্ড

৩৫টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের অধীনে ৭৭ কোটি সুবিধাভোগী অর্থাৎ জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনের অধীনে মোট যোগ্য জনসংখ্যার প্রায় ৯৬.৮% সুবিধা পাচ্ছেন।

জ্যাম ত্রয়ী: আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বড় পরিকল্পনা

দেশের প্রতিটি বিভাগকে কোনো না কোনোভাবে সরকারি স্কিমগুলির সুবিধার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, যেখানে জ্যাম বা 'জন ধন-আধার মোবাইল'- এই ত্রয়ী স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রথমত, এলপিজি ভর্তুকির জন্য 'ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটিএল) ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি চালু করা হয়েছিল। এখন ৫৩টি মন্ত্রকের ৩১৩টি স্কিম 'ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারে'র মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে ২০১৪-১৫ থেকে ২০২১-২২ সালের মধ্যে ২১.৮৭ লক্ষ কোটি টাকা সরাসরি সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছেছে। 'জ্যাম' ত্রয়ীর কারণে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ২,২২,৯৬৮ কোটি টাকার অপচয় বন্ধ করা গিয়েছে।

জন ধন প্রতিটি বাড়িতে ব্যাঙ্কিং সুবিধা প্রদান করে

দেশে অর্ধেকেরও বেশি জনসংখ্যা যাদের ব্যাঙ্কিং সুবিধার প্রাপ্যতা ছিল না, তাঁদের জন্য এই প্রকল্পটি ২০১৪ সালের ২৮ আগস্ট চালু হয়েছিল। এই প্রকল্পের অধীনে 'জিরো ব্যালেন্স' ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। এই স্কিমের অধীনে রুপে কার্ড, ১০ হাজার টাকার ওভারড্রাফ্ট সুবিধা এবং একটি বিমার সুবিধাও দেওয়া হয়। জন ধন অ্যাকাউন্টে ১,৬৭,৪৬২.৩০ কোটি টাকা জমা আছে। জন ধন অ্যাকাউন্টধারীদের প্রায় ৫৫% মহিলা।

ফেরিওয়ালাদের স্বনির্ভর করে তুলেছে স্বনিধি

স্বনিধি প্রকল্পের অধীনে রাস্তার পাশে বিক্রেতাদের ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়। মন্ত্রিসভা ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনা অব্যাহত রাখার অনুমোদন দিয়েছে। শহরাঞ্চলের প্রায় ১.২ কোটি মানুষ উপকৃত হবেন। ২৯৩১ কোটি টাকার ২৯.৬ লক্ষ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

নব ভারতের উত্থান

গৌরবময় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ

দেশের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ করতে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। লালকেল্লায় শ্রী গুরু তেগ বাহাদুরের চতুর্থ জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করা বা সাহেবজাদাদের আত্মত্যাগের স্মরণে ২৬ ডিসেম্বরকে বীর বল দিবস হিসাবে ঘোষণা করা, অযোধ্যায় ভগবান রামের মন্দির নির্মাণ, কর্তারপুর করিডোর, কাশী বিশ্বনাথ করিডোর, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিল করা, তিন তালাক প্রথা বাতিল, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের মতো বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

শিখ সম্প্রদায়ের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ

- ভারত এখন নব নীতিতে, উদ্যোগে দেশের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে সচেষ্ট হয়েছে। সেই কারণেই আজ দেশ স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব এবং গুরু তেগ বাহাদুরের ৪০০ তম প্রকাশ পর্ব একই রকম সংকল্প নিয়ে উদযাপন করছে।
- ২১ এপ্রিল লালকেল্লায় শ্রী গুরু তেগ বাহাদুরের ৪০০তম প্রকাশ পর্বের আয়োজন করা হয়েছিল এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন। গুরু তেগ বাহাদুরের কর্ম-জ্ঞান জাতির জন্য ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে কাজ করে। অনুষ্ঠানে গুরুর সম্মানে একটি স্মারক মুদ্রা ও ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়।
- কর্তারপুর সাহেব করিডোরটি ২০১৯ সালের অক্টোবরে ডেরা বাবা নানক থেকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পর্যন্ত সমস্ত আধুনিক সুবিধা-সহ একটি সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প হিসাবে নির্মিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার কেন্দ্রীয় সরকার শিখদের পবিত্রতম তীর্থস্থান কর্তারপুর করিডরের জন্য দীর্ঘ অমীমাংসিত দাবি পূরণ করেছে।
- কর্তারপুর, পাকিস্তানে গুরু নানক দেবের বাসভবন, ভারতীয়রা এতদিন সেই স্থান দূর থেকেই দেখত। কিন্তু ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী মোদী ১২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কর্তারপুর করিডোর উদ্বোধন করেছিলেন। এটি শিখ ধর্মের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক।

- সমস্ত ধর্মের ভারতীয় বংশোদ্ভূত তীর্থযাত্রীরা এখন এই করিডোর ব্যবহার করে কর্তারপুরে যেতে পারবেন। সেখানে যাওয়ার জন্য আলাদা ভিসার প্রয়োজন নেই। তাঁরা বৈধ পাসপোর্ট নিয়ে কর্তারপুর যেতে পারেন।
- আগ্রহী তীর্থযাত্রীদের নিবন্ধনের জন্য একটি অনলাইন পোর্টাল চালু করা হয়েছে।
- লঙ্গরখানাকে জিএসটি থেকে মুক্ত করা হয়েছে।
- দশমেশ গুরুর প্রকাশ পর্বের অনুষ্ঠান।
- এসজিপিসি'র নির্বাচন শুধুমাত্র কেশধারী শিখদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।
- ২০১৯ সালের জুন মাসের কালো তালিকাভুক্ত বিদেশি শিখ নাগরিকদের পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং অ্যামনেস্টি স্কিমের অংশ হিসাবে শিখ বন্দিদের (গান্ধী জয়ন্তীতে) মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।
- পাটনা সাহিব-সহ গুরু গোবিন্দ সিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থানগুলিতে রেলওয়ে সুবিধাগুলিও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।
- 'স্বদেশ দর্শন যোজনার' মাধ্যমে পাঞ্জাবের আনন্দপুর সাহেব এবং অমৃতসরের শ্রী হরমিন্দর সাহেব-সহ সমস্ত প্রধান স্থানগুলিকে সংযুক্ত করার জন্য একটি তীর্থযাত্রা সার্কিটও তৈরি করা হচ্ছে।
- উত্তরাখণ্ডের হেমকুন্ড সাহেবের জন্য রোপওয়ে চালুর কাজও এগিয়ে চলেছে।
- শিখ সম্প্রদায়ের প্রতি ভক্তি এবং উৎসর্গের পরিপ্রেক্ষিতে, শিখদের পাঁচটি তখতের মধ্যে অন্যতম সচখন্ড শ্রী হুজুর সাহেব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে একটি সম্মান পত্র প্রদান করেছেন।

ইতিহাসে প্রথমবার অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলদের জন্য সংরক্ষণ

সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসরদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের মতো ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৮ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের সাধারণ শ্রেণীর প্রার্থীরা কিছু শর্ত-সহ সংরক্ষণের সুবিধা পাবেন।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)

- এই বিলটি পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানের কোটি কোটি নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার সুযোগ দেয়। তবে এর পাশাপাশি, এমন শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিধানও রয়েছে যারা কোনওভাবেই ভারতের সংবিধানের অমান্য করে না। তসলিমা নাসরিনের মতো মানুষদের আশ্রয় দিয়েছে ভারত।
- ভারতের প্রতিবেশী দেশ - পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তানে নির্যাতিত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার ও সম্মান রক্ষার জন্য নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।
- ৯ ডিসেম্বর লোকসভা, ১১ ডিসেম্বর রাজ্যসভা এবং ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বিলটি অনুমোদন করেন, যা ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে সমর্থন করতে চায়। তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার বিধান রয়েছে।
- একই সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিচয় নিশ্চিত করার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

তিন তালাক

- ২০১৯ সালের ৩০ জুলাই দিনটিকে ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসাবে গণ্য করা হয়। ঐতিহাসিক তিন তালাক বিল পাশ হওয়ার পর মুসলিম মহিলারা ন্যায়বিচার পেয়েছেন। এর জন্য তাঁদের কয়েক দশক ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

"তিন তালাক আইন পাশ হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম ইতিহাসে রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সমাজ সংস্কারকদের সঙ্গে এক আসনে থাকবে। তিন তালাক আইন মুসলিম মহিলাদের স্বার্থ এবং অধিকার সুরক্ষিত করার দিকে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ হিসাবে প্রমাণিত হবে এবং এখন তাঁদের জীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হবে।"

-অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সীমান্ত এলাকা বিকাশ উৎসব

সীমান্ত এলাকায় উন্নয়ন কাজের গতি বাড়াতে এবং স্থানীয় জনগণকে জাতীয় নিরাপত্তায় তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করতে সীমান্ত এলাকা বিকাশ উৎসব শুরু করা হয়। ২০২০ সালের ১২ নভেম্বর প্রথমবার "বর্ডার এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফেস্টিভ্যাল-২০২০" গুজরাতের কচ্ছে ধর্দো গ্রামে উদ্বোধন করা হয়েছিল। গুজরাতের কচ্ছ, বানাসকান্তা এবং পাটান জেলার ১৫৮টি সীমান্তবর্তী গ্রামের গ্রাম প্রধান, জেলার সদস্যরা এবং তালুক পঞ্চায়েত এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন।

আফস্পা'র অধীনে 'অশান্ত এলাকা'

সম্প্রতি, আসাম, নাগাল্যান্ড এবং মণিপুরের অনেক জেলায় আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট বা আফস্পা'র অধীনে অশান্ত এলাকার সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে। এর আগে ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং অরুণাচল প্রদেশের অনেক জেলা থেকেও আফস্পা তুলে নেওয়া হয়েছিল।

সুগম্য ভারত অভিযানের মাধ্যমে দিব্যাঙ্গদের ক্ষমতায়ন করা

সর্বজনীন সুগমতা অর্জনের জন্য ২০১৫ সালের ৩ ডিসেম্বর দেশব্যাপী সুগম্য ভারত অভিযান চালু করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য হল বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের নিরাপদ, স্বাধীন এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনের জন্য একটি মুক্ত পরিবেশ তৈরি করা। ৩৫টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ৫৫টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর এবং প্রথম শ্রেণী-সহ ৭০৯টি চিহ্নিত রেলস্টেশনে প্রবেশের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে রাজ্য সরকার এবং তাদের বিভাগগুলির মোট ৬০৩টি ওয়েবসাইট ব্যবহার করার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের ভবনগুলি সকলের জন্য সুগম্য করে তোলার প্রয়াস চলছে।

পাঁচ দশক অপেক্ষার পর বোডো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে

- প্রধানমন্ত্রীর 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস'-এর স্বপ্ন আরেকটি মাইলফলক অর্জন করেছে। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি পুরনো বোডো সংকটের অবসান ঘটাতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- আসামের আঞ্চলিক অখণ্ডতা নিশ্চিত করা হয়েছিল। বোডো এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার একটি বিশেষ উন্নয়ন প্যাকেজ।
- প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে চুক্তির পর ১৬০০ এর বেশি বোডো কর্মী আত্মসমর্পণ করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন।

ব্রু (রিয়াং) শরণার্থী সংকটের সমাধান হয়েছে

- কেন্দ্রীয় সরকার, মিজোরাম এবং ত্রিপুরার সঙ্গে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দুই দশকের পুরনো ব্রু (রিয়াং) শরণার্থী সংকটের সমাধান করেছে।
- অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত প্রায় ৩৭,০০০ জন মানুষকে ত্রিপুরায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।
- ব্রু (রিয়াং) উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং সর্বাত্মক উন্নয়নের লক্ষ্যে ত্রিপুরার জন্য ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এনএলএফটি (ত্রিপুরা) চুক্তি

- ২০১৯ সালের আগস্টে ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার এবং জাতীয় ত্রিপুরা মুক্তি মোর্চা (এনএলএফটি/এসডি)- এর মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছিল।
- এনএলএফটি সদস্যরা হিংসার পথ ত্যাগ করতে, সমাজের মূল স্রোতে যোগ দিতে এবং ভারতের সংবিধান মেনে চলতে সম্মত হয়েছে। ফলস্বরূপ, ৪৪টি অস্ত্রসহ ৮৮ জন দলীয় সদস্য আত্মসমর্পণ করেছে।

অযোধ্যা রায়

- এই ঐতিহাসিক রায় শতাব্দীর পুরনো বিরোধের অবসান ঘটিয়ে দেশে সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বার্তা প্রদান করেছে।
- ৪৯২ বছরের বিতর্কিত ইতিহাসের সমাধান হয়েছে। ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট এই ঐতিহাসিক মামলার রায় দান করে, পুরো জমি রাম লালা বিরাজমানকে হস্তান্তর করা হয়েছিল। মসজিদের জন্য আলাদাভাবে পাঁচ একর জমি দেওয়া হয়েছিল।
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২০ সালের ৫ আগস্ট অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি মন্দির নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যে এই মন্দির নির্মাণের পরে অযোধ্যার শুধু জাঁকজমকই বাড়বে না, এই অঞ্চলের পুরো অর্থনীতিই বদলে যাবে। এখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। সারা বিশ্বের মানুষ এখানে আসবে ভগবান রাম ও মা জানকীকে দেখতে।

কাশী বিশ্বনাথ করিডোর

- বিশ্বাসের কেন্দ্র শ্রী কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে নতুন করিডোর নির্মাণ করা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বছর সেই করিডোরের উদ্বোধন করেছেন। আদি শঙ্করাচার্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রী কাশী বিশ্বনাথ মন্দির হিন্দু বিশ্বাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখন মা গঙ্গা এবং কাশী বিশ্বনাথকে সংযুক্ত করার সংকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।
- এই প্রকল্পের মাধ্যমে শুধুমাত্র মন্দিরের পার্শ্ববর্তী এলাকা নয়, পুরো বারাণসী শহরকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এই প্রকল্পটি যে বাস্তবায়িত হয়েছে তার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ।

কেদারনাথ ধামকে নতুন করে সাজানো হয়েছে

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের প্রকল্প ছিল কেদারনাথ ধামের পুনরুজ্জীবন। ২০১৩ সালে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল এই ধাম। এখন ধীরে ধীরে সেই ধাম আবার গৌরব ও মহিমা ফিরে পাচ্ছে। করোনা মহামারি সত্ত্বেও, স্থগিত প্রকল্পগুলি চালু হয়েছে এবং তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তীর্থস্থানের ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক মহিমা প্রদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী মোদী মানসিক শান্তির খোঁজে কেদারনাথ যান। এই থেকে আমরা সেই স্থানের গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্য অনুমান করতে পারি। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগেও তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের জন্য কেদারনাথ ধামে গিয়েছিলেন।

এক দেশ, এক বিধান, এক প্রধান, এক নিশান

- ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত, ছয় দশকের ব্যবধান ছয় বছরে সমাপ্ত হয়েছে।
- ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির "এক দেশ, এক বিধান, এক প্রধান, এক নিশান"-এর সিদ্ধান্ত স্বাধীনতার ৭২ বছর পর পূর্ণ হয়েছে। ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ এবং ৩৫এ বিলোপের পর জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ, যাকে পৃথিবীর স্বর্গ বলা হয় সেই অঞ্চলগুলিতেও বিকাশযাত্রা শুরু হয়েছে।
- এটি জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করেছে। সমগ্র অঞ্চলটিকে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছিল - জম্মু ও কাশ্মীর (বিধানসভা সহ) এবং বিশেষ পরিস্থিতির কারণে আইনসভা ছাড়াই লাদাখ।
- সংসদে রাজ্য পুনর্গঠন বিল পাশ করে লাদাখের ৭০ বছরের পুরনো দাবি পূরণ হয়েছে। এখন জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, স্থানীয় আইন কার্যকর হয়েছে, স্থানীয় মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছে।

"অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫এ সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, পরিবারবাদ এবং দুর্নীতি ছাড়া জম্মু ও কাশ্মীরকে আর কিছুই দেয়নি। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখে বিকাশের গতি বাধা প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন দুর্ব্যবস্থা দূর হওয়ায় এলাকার মানুষের অবস্থার উন্নতি হবে, তাঁদের ভবিষ্যৎও নিরাপদ হবে।"

-নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

৩৭০ ধারা বাতিলের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রথম জম্মু ও কাশ্মীর সফর

৩৭০ ধারা বাতিলের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৪ এপ্রিল প্রথমবার জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পরিদর্শন করেন। তাঁর সফরের সময় তিনি ২০ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি সেখানে গিয়ে যে বার্তা দিয়েছিলেন তা হল, অমৃতকালের ২৫ বছরে জম্মু ও কাশ্মীর উন্নয়নের এক নতুন আখ্যান রচনা করবে। স্বাধীনতার সাত দশক ধরে, জম্মু ও কাশ্মীরে মাত্র ১৭ হাজার কোটি টাকার ব্যক্তিগত বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়েছিল কিন্তু গত দুই বছরে তা হয়েছে ৩৮,০০০ কোটি টাকা...এখন উপত্যকায় বেসরকারি সংস্থা এবং বিনিয়োগকারীরা যাচ্ছেন। ভারতের উন্নয়ন লুকিয়ে আছে লোকাল ফর ভোকাল মন্ত্রে, তাই ভারতীয় গণতন্ত্রের বিকাশের শক্তিও রয়েছে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থায়। কাজের পরিধি নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ হতে পারে, কিন্তু এর যৌথ প্রভাব বিশ্বব্যাপী হতে চলেছে। এই কারণেই পঞ্চায়েতগুলির ক্ষমতা ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উপলক্ষে তিনি স্বামিত্ব কার্ড বিতরণ করেন, অমৃত সরোবর উদ্যোগের সূচনা করেন এবং জন ঔষধি কেন্দ্রগুলি উৎসর্গ করেন। জম্মু ও কাশ্মীরে পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উদযাপন এক বড় পরিবর্তনের প্রতীক।

সর্দার প্যাটেল ভারতকে ঐক্যের সুতোয় বেঁধেছিলেন

- সমগ্র ভারতকে এক সুতোয় বেঁধেছিলেন 'লৌহ মানব' সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি' উন্মোচন করেছেন। ৬০০ ফুট লম্বা এই মূর্তিটি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মূর্তি। ২০১৩ সালে নরেন্দ্র মোদী যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন এই মূর্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল।
- একইভাবে ভারতের বীর সন্তান বীর সাভারকরের বীরত্বের কাহিনি পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তাঁর সাহসী লড়াইয়ের জন্য তিনি বিখ্যাত। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সেলুলার জেলের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তিনি বন্দি ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে এখন তাঁকে তাঁর যথার্থ এবং প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয়েছে।

মহান বীরদের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনুন

এই প্রথমবার কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অজানা বীরদের স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই সকল নায়করা এতদিন অবহেলিত ছিলেন। তাঁদের সম্মানিত করার মাধ্যমে সরকার দেশের তরুণতরুণীদের দেশ গঠনে অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত করছে।

সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি.আর. আম্বেদকর

ডঃ বি.আর. আম্বেদকর ছিলেন আধুনিক ভারত গঠনের অন্যতম স্থপতি। ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় তাঁর অবদান অতুলনীয়। যাইহোক স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এই ঐতিহাসিক ভুলগুলি সংশোধন করে নরেন্দ্র মোদী সরকার এক বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। আম্বেদকরের জীবনের সঙ্গে জড়িত এমন স্থানগুলিকে 'পঞ্চতীর্থ' নাম দেওয়া হয়েছে। ডঃ আম্বেদকরের সম্মানে ২৬ নভেম্বর দিনটি 'সংবিধান দিবস' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর 'আজাদ হিন্দ সরকার' গঠনের ৭৫তম বার্ষিকী স্মরণে প্রধানমন্ত্রী দিল্লির লাল কেল্লায় পতাকা উত্তোলন করেন। এটি সমগ্র দেশের কাছে একটি গর্বের মুহূর্ত ছিল যখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মহান নায়কদের শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার পর সম্মানিত করা হয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের চারজন সদস্য ২০১৯ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মোদী সরকার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু সম্পর্কিত ফাইলগুলি প্রকাশ করে নেতাজির পরিবারের দীর্ঘদিনের দাবিও পূরণ করেছে। ইন্ডিয়া গেটে নেতাজির মূর্তি বসানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

অজ্ঞাত নায়কদের পদ্ম সম্মান

দেশে ভিআইপি সংস্কৃতির অবসান হয়েছে। এখন দেশের সাধারণ, প্রান্তিক নাগরিকদের তাঁদের অনন্য কীর্তির জন্য দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান প্রদান করা হচ্ছে। সরকার পদ্ম পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রক্রিয়া সকলের জন্য উন্মুক্ত করায় এখন যোগ্য ব্যক্তিরা স্বীকৃতি পাচ্ছেন। পদ্ম পুরস্কারের পরিবর্তিত নীতির ফলে এখন নতুন ভারতের নায়করা দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান পাচ্ছেন। তাঁদের জীবন কাহিনি- কর্ম- কীর্তি সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে অনুপ্রেরিত করছে।

প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়

- দিল্লির তিন মূর্তি ভবনে অবস্থিত প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়ে দেশের ৭০ বছরের উন্নয়ন এবং ঐতিহ্যের এক ঝলক দেখা যাবে। বাবাসাহেব আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এটি চালু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
- প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয় প্রত্যেক প্রাক্তন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর অবদান ও অর্জনের কথা তুলে ধরে। প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়টি দেশের চোদ্দজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জীবনের পাশাপাশি দেশ গঠনে তাঁদের অবদানের একটি আভাস দেয়।
- প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়ের উদ্দেশ্য হল নতুন প্রজন্মকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের জীবনধারা ও কাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী প্রধানমন্ত্রীদের কাজের তথ্য এখানে উপলব্ধ রয়েছে। এই সংগ্রহালয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংবিধান প্রণয়নের কাহিনিও তুলে ধরা হয়েছে।

পরিকাঠামো

দেশ নির্মাণ এবং পুনর্গঠনের হাতিয়ার

পরিকাঠামো এমন একটি ক্ষেত্র যা শুধু দেশের উন্নয়নের গতি তরান্বিত করে তাই নয় বরং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করে। উন্নত পরিকাঠামো শুধু সময় সাশ্রয় করে না, এটি দেশের উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করে। একই সময়ে, এটি মধ্যবিত্তের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। এই কারণেই দেশে পরিকাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে জনগণের যোগাযোগ ও সুবিধার উন্নয়নে সরকার একাধিক স্তরে কাজ করছে।

২০২৪ সালের মধ্যে ভারতে আমেরিকার মতো সড়ক পরিকাঠামো গড়ে উঠবে।

রাস্তা: কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ ভারতের সড়ক পরিকাঠামোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণ করেছে। দেশে উন্নত সড়ক পরিকাঠামো কেবল কর্মসংস্থানই বৃদ্ধি করবে না, বরং পর্যটন ক্ষেত্রকেও উৎসাহিত করবে।

আগে

জাতীয় মহাসড়ক নির্মাণের গতি ২০১৪-১৫ সালে প্রতিদিন ১২ কিলোমিটার ছিল।

এখন

এখন তা হয়েছে প্রতিদিনে ৩৭ কিলোমিটার। সরকার এখন দেশে প্রতিদিন ৫০ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক নির্মাণ করতে চায়।

৬২

ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি দিল্লিতে দূষণ কমাতে এবং সড়ক পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ চলছে এবং মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী জোজিলা টানেলটি ২০২৬ সালের পরিবর্তে

২০১৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় সড়কের দৈর্ঘ্য ছিল ৯১,২৮৭ কিমি, ২০২১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে তা বেড়ে প্রায় ১,৪১,০০০ কিলোমিটার হয়েছে। প্রায় ৫০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫৪০৭ কিলোমিটার হাইওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে।

২০২৪

সালের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৬০ কিলোমিটারের মধ্যে একটি মাত্র টোল থাকবে তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা হচ্ছে।

নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে, প্রতিটি গাড়িতে ছয়টি এয়ারব্যাগ থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

নির্মাণ কাজে যাতে কোনো গাছ কাটা না হয় সে জন্য এক হাজারের বেশি ঠিকাদার প্রস্তুত থাকবে।

৬৫০টি সুবিধাকেন্দ্র, ট্রমা সেন্টার এবং জরুরি অবতরণ সড়ক করা হচ্ছে।

২৮টি জাতীয় মহাসড়কের পাশে

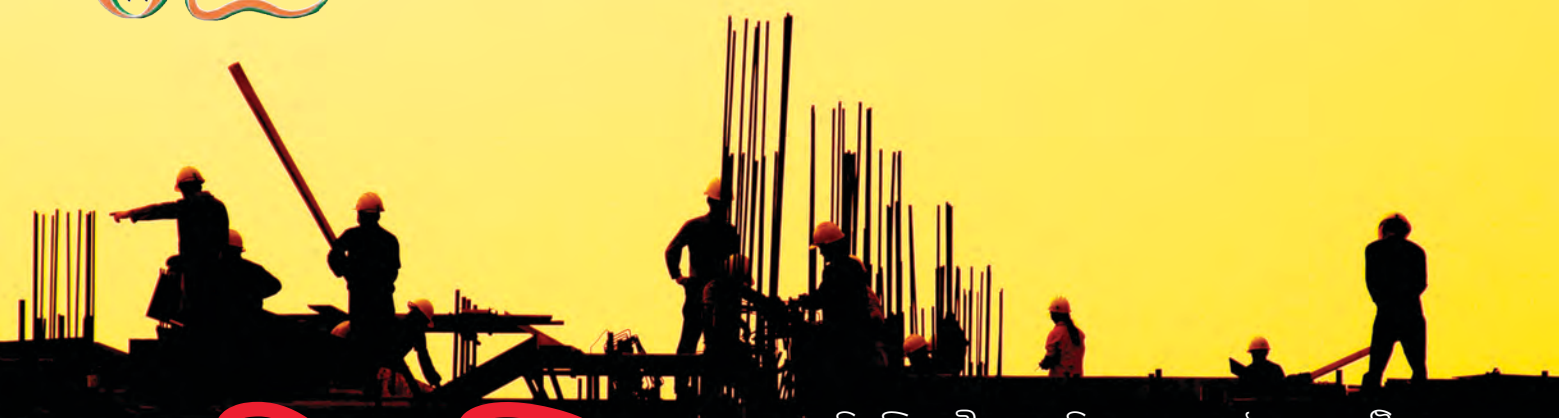

গতিশক্তি

১০৭ লক্ষ কোটি টাকার এই প্রকল্প দেশের পরিকাঠামোর ভোল বদলে দেবে।

২০২২-২৩ সালের মধ্যে দেশের জাতীয় মহাসড়ক ২৫,০০০ কিলোমিটার প্রসারিত হবে।

৪০০টি

পরবর্তী প্রজন্মের সেমি-হাইস্পিড বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন নির্মাণ করা হবে।

পরিকাঠামো প্রকল্পের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি, পিপিপি মোডে দুটি স্থানে মাল্টি-মডেল লজিস্টিক পার্ক স্থাপনের চুক্তি।

- গতিশক্তি জাতীয় মহাপরিকল্পনা, অবকাঠামোর সাতটি ইঞ্জিন দ্বারা তৈরি- সড়ক, রেল, বিমান, বিমানবন্দর, মালবাহী পরিবহন, জলপথ এবং লজিস্টিকস ক্ষেত্রে বিশ্বমানের অবকাঠামো তৈরির জন্য একটি মাল্টি-মডেল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে।
- ইউনিফাইড লজিস্টিক ইন্টারফেস প্ল্যাটফর্ম (ইউলিপ) প্রতিষ্ঠা করা এবং একটি ওপেন-সোর্স মবিলিটি স্ট্যাকের সুবিধা প্রদান।
- ডাক এবং রেল নেটওয়ার্কের একীকরণ এক স্টেশন-এক পণ্যের প্রচারের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পকে উৎসাহিত করবে।
- মাল্টি-মডেল লজিস্টিক সুবিধার জন্য একশোটি কার্গো টার্মিনাল স্থাপন করা হবে।
- বিশ্বমানের দেশীয় প্রযুক্তি কবচের আওতায় প্রায় ২০০০ কিলোমিটার রেল নেটওয়ার্ক আনা হবে।
- শহরাঞ্চলে গণপরিবহন এবং রেলওয়ে স্টেশনগুলির মধ্যে মাল্টিমোডাল সংযোগের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- জাতীয় রোপওয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে ৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ রোপওয়ে প্রকল্পের জন্য চুক্তি দেওয়া হবে।

রেলওয়ের নতুন মন্ত্র সংস্কার, সম্পাদন এবং রূপান্তর

রেলওয়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, উদ্ভাবন, নেটওয়ার্ক ক্ষমতা সম্প্রসারণ, মালবাহী রেলের বৈচিত্র্যকরণ এবং স্বচ্ছতার পরিপ্রেক্ষিতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। শুধু তাই নয় রেলওয়ে ভবিষ্যতের বৃদ্ধি এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে পরবর্তী পর্যায়ের কাজ শুরু করেছে। একইসঙ্গে রেলওয়ে "সংস্কার, সম্পাদন এবং রূপান্তর" মন্ত্রকে সঙ্গী করে পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে।

২০১৪ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত নতুন লাইন এবং মাল্টি-ট্র্যাক প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি বছর

১৮৩৫

কিলোমিটার নতুন ট্র্যাক যুক্ত করা হয়েছিল।

- ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৪০০ কিলোমিটার লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় নতুন লাইন, ডবল লাইন এবং ব্রড গেজে রূপান্তরের কাজ ২৯০৪ কিলোমিটারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছিল।
- ভারতীয় রেলওয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে "শূন্য কার্বন নিঃসরণকারী" হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম সবুজ রেলপথে পরিণত হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছে।
- ২০১৪ সাল থেকে রেলওয়ে বিদ্যুতায়ন প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ সালের মধ্যে ভারতীয় রেলওয়ে ৬,৩৬৬ কিলোমিটার পথ বিদ্যুতায়ন করেছে। ২০২২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত, ভারতীয় রেলওয়ের বিজি নেটওয়ার্কের ৫২,২৪৭ কিলোমিটার পথ বিদ্যুতায়িত হয়েছে।

দেশের প্রথম আইএসও-প্রত্যয়িত, পিপিপি মডেল-ভিত্তিক রেলওয়ে স্টেশন রানি কমলাপতি স্টেশনটি ২০২১ সালের ১৫ নভেম্বর তারিখে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছিল। প্রায় দুশোটি স্টেশনের কাজ চলছে।

নিরাপদ রেলপথের দিকে পদক্ষেপ

- মোট ৪৪৪টি প্যানেল/স্টেশনের ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিংয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রধান লাইনগুলিতে মানবহীন লেভেল ক্রসিং গেটগুলি সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়েছে। ৬৮,৮০০টি কোচে বায়ো-শৌচাগার স্থাপন করা হয়েছে।
- নতুন দেশীয় প্রযুক্তি কবচ এবং বন্দে ভারত ট্রেন, সেইসঙ্গে স্টেশন পুনঃউন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।
- ২০২২-২৩ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছিল যে আগামী তিন বছরে দেশে ৪০০টি বন্দে ভারত ট্রেন চালানো হবে।
- ক্ষুদ্র কৃষকদের কথা মাথায় রেখে এক স্টেশন, এক পণ্য প্রকল্প চালু করা হয়েছে।
- সাতটি হাই-স্পিড রেল করিডরের জন্য একটি সমীক্ষা পরিচালনা এবং একটি ডিপিআর প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
- আহমেদাবাদ এবং মুম্বাইয়ের মধ্যে একটি বুলেট ট্রেন প্রকল্প চলছে। ভারুচে পিলারের কাজ শেষ হয়েছে। ২০২৬ সালে গুজরাটের বিলিমোরা এবং সুরাতের মধ্যে এই ধরনের প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
- পণ্য ট্রেনের জন্য দুটি নির্দিষ্ট মালবাহী করিডোর নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। দাদরি থেকে মুম্বাই পশ্চিম করিডোরের ১৫০৪ কিলোমিটারের কাজ শীঘ্রই শেষ হতে পারে। দানাকুনি থেকে লুধিয়ানা পর্যন্ত ১৮৫৬ কিলোমিটার ইস্টার্ন করিডোরের কাজ চলছে।
- কাশ্মীরের চন্দ্রভাগা নদীর উপর বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতুর খিলান নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বানিহাল থেকে বারামুল্লা পর্যন্ত ১৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইন চালু করা হয়েছে। একইসঙ্গে এখনও পর্যন্ত উত্তরপূর্ব রেলের ৭৫ শতাংশেরও বেশি রুটে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে।

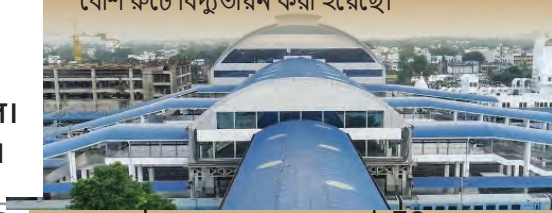

সাগরমালা প্রকল্প: বন্দর উন্নয়নে নিবেদিত

- বন্দর আধুনিকীকরণ, বন্দরের বিকাশ, বন্দর সংযোগ উন্নত করা, বন্দর-ভিত্তিক শিল্পায়ন এবং উপকূল অঞ্চলের মানুষদের উন্নয়নের লক্ষ্য ২০১৫ সালের মার্চে সাগরমালা প্রকল্প চালু করা হয়েছিল।
- ২০১৪ সালের মার্চের শেষে তেরোটি প্রধান বন্দরের ক্ষমতা ছিল ৮৭১.৫২ 'মেট্রিক টন পার অ্যানাম' এবং এটি ২০২১ সালের মার্চের শেষে ৭৯% বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৬০.৬১ মেট্রিক টন পার অ্যানামে উন্নীত হয়েছে।
- বন্দর, নৌপরিবহন এবং জলপথ মন্ত্রক অনুসারে, ২০৩৫ সালের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ৫.৪৮ লক্ষ কোটি টাকার ৮০২টি প্রকল্প রয়েছে, যার মধ্যে ৯৯ হাজার কোটি টাকার ১৯৪টি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে। পিপিপি মডেলটি মোট ৪৫০০০ কোটি টাকার ২৯টি প্রকল্পের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।
- এছাড়া ২.১২ লক্ষ কোটি টাকার মোট ২১৮টি প্রকল্প বর্তমানে নির্মাণাধীন এবং দুই বছরের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তাছাড়া ২.৩৭ লক্ষ কোটি টাকার ৩৯০টি প্রকল্পের কাজ চলছে।
- উপকূলে শিল্প ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন্দরভিত্তিক শিল্পায়ন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এটি উপকূল বরাবর চোদ্দটি উপকূলীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। ভারত মহাসাগরে ওয়াধায়ানে একটি নতুন গভীর বন্দর গঠনের কাজ চলছে।

ভারতমালা প্রকল্প

ভারতমালা প্রকল্প পর্যায়-১ এর অধীনে, ৯০০০ কিলোমিটার অর্থনৈতিক করিডোর বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। মোট ৬০৮৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে, বাকি অংশ আগামী দুই অর্থবছরে অনুমোদন করা হবে। এখন পর্যন্ত, মোট ১৬১৩ কিমি সম্পন্ন হয়েছে, বাকি অংশ ২০২৬-২৭ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার আশা করা হচ্ছে।

পর্বতমালা

হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, জম্মু ও কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্বের মতো পাহাড়ি অঞ্চলগুলির জন্য দেশে এই প্রথমবার 'পর্বতমালা' যোজনা চালু করা হয়েছে। এই রোপওয়েগুলি প্রতি ঘন্টায় ৬০০০-৮০০০ যাত্রী পরিবহন করতে পারে। এগুলি থ্রিএস (এক ধরনের ক্যাবল কার সিস্টেম) বা সমতুল্য প্রযুক্তিতে নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ সালে আটটি ৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রকল্পের জন্য চুক্তি প্রদান করা হবে।

জলপথ

১০৬টি নতুন জাতীয় জলপথ মনোনীত করা হয়েছে ২৪টি রাজ্যে, মোট সংখ্যা এখন ১১১

- বন্দর, নৌপরিবহন এবং জলপথ মন্ত্রকের অধীনে প্রধান ভারতীয় বন্দরগুলি পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে জাহাজ চলাচলে ৬.৯৪% বৃদ্ধির হার নিবন্ধিত করেছে।
- ভারতের অভ্যন্তরীণ জলপথ কর্তৃপক্ষ, ভারতের জলপথের দায়িত্বে থাকা সংস্থা, জাতীয় জলপথের মাধ্যমে মোট ১০৫ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহন করেছে, যা বছরে ২৫.৬১ শতাংশের বৃদ্ধির নিবন্ধন করেছে।
- প্রধান বন্দরে কন্টেইনার জাহাজের পরিবর্তনের গড় সময় ২০১৪ সালে ৪৩.৪৪ ঘন্টা থেকে ২০২১ সালে ২৬.৫৮ ঘন্টায় নেমে এসেছে। এর ফলে সময়ের সাশ্রয় হয়েছে।

শহরের ভোল বদলে দিচ্ছে স্মার্ট সিটি মিশন

- এটি একটি পরিবর্তনমূলক মিশন যার লক্ষ্য দেশের নগর উন্নয়নের কাজ করার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা।
- স্মার্ট সিটি মিশনের অধীনে ২০২২ সালের ১০ এপ্রিল ১৯৩১৪৩ কোটি টাকার ৭৯০৫টি প্রকল্পের জন্য দরপত্র এবং ১৮০৫০৮ কোটি টাকা মূল্যের ৭৬৯২টি প্রকল্পের কাজের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ৬০৯১৯ কোটি টাকার ৩৮৩০টি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে এবং এখন তা চালু রয়েছে।
- স্মার্ট সিটি মিশনের অধীনে ২০৫০১৮ কোটি টাকার মোট বিনিয়োগের মধ্যে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য তহবিল থেকে ৯৩৫৫২ কোটি টাকার প্রকল্পগুলি তৈরি করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। ১০ এপ্রিল, ২০২২ সালের মধ্যে মোট ৯২,৩০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পের কাজের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। স্মার্ট সিটি মিশনে আর্থিক অগ্রগতিও ত্বরান্বিত হয়েছে। ২০১৮ সালে মিশনে মোট ব্যয় ছিল ১০০০ কোটি টাকা, যা এখন বেড়ে ৪৫,০০০ কোটি টাকা হয়েছে। শহরগুলির জন্য যে অর্থ দিয়েছিল ভারত সরকার, সেই তহবিলের মধ্যে ৯১% ব্যবহার করা হয়েছে।

কনজিউমার ইন্ডাস্ট্রির জন্য রেরা-র রূপান্তরমূলক বিধান

- রেরা: রেরা আইনে রূপান্তরমূলক বিধান রয়েছে। যারা ক্রমাগত রিয়েল এস্টেট সেক্টরের ক্ষতি করেছে তার বিধান করা এর লক্ষ্য। এতে বলা হয়েছে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের মানচিত্র অনুমোদন না করলে কোনো প্রকল্প বিক্রি করা যাবে না। নোটবন্দি, পণ্য ও পরিষেবা কর আইনের মাধ্যমে রেরা রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্র থেকে কালো টাকা অনেকাংশে দূর করেছে।
- নাগাল্যান্ড বাদে, সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে রেরা নিয়ম সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। নাগাল্যান্ডে প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়াও ৩১টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল 'ল্যান্ড এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি' স্থাপন করেছে।
- রিয়েল এস্টেট আপিল ট্রাইব্যুনাল ২৮টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাদের ওয়েবসাইটগুলি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত হয়।
- ৭৮৭৩৪ রিয়েল এস্টেট প্রকল্প এবং ৬২২০৪ রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সারা দেশে রেরা'র অধীনে নিবন্ধন করেছেন। ৮৮,৮৯৪টি অভিযোগ সারা দেশে 'ল্যান্ড এস্টেট রেগুলেটরি' কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। (প্রাপ্ত তথ্য ১৬ এপ্রিল, ২০২২ পর্যন্ত)

জাতীয় পরিকাঠামো পাইপলাইন প্রকল্প

জাতীয় পরিকাঠামো পাইপলাইন প্রকল্প (এনআইপি) ৬৮৩৫টি প্রকল্প নিয়ে চালু করা হয়েছিল। এখন এনআইপি প্রায় ৯৩৬৭টি প্রকল্পে প্রসারিত হয়েছে যার মোট খরচ ১৪২.৪৫ লক্ষ কোটি টাকা। বর্তমানে ২,৪৪৪টি প্রকল্পের কাজ চলছে।

শহরাঞ্চলে পরিবহন

২০১৪ সালের আগে সারা দেশে মাত্র পাঁচটি শহরে মেট্রো সুবিধা ছিল। ২০১৪ সাল পর্যন্ত, দেশের শুধুমাত্র দিল্লি এনসিআর অঞ্চলে মেট্রোর ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়েছিল। আজ মেট্রো দেশের দুই ডজনেরও বেশি শহরে চালু হয়েছে বা শীঘ্রই চালু হতে চলেছে। দিল্লি মেট্রো নেটওয়ার্কের ৯৪ কিলোমিটারে চালকবিহীন ট্রেন পরিচালনা করা হয়। যার ফলে চালকবিহীন ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারত আজ বিশ্বের অভিজাত শ্রেণীর মেট্রো সিস্টেমের মধ্যে চতুর্থ স্থানে রয়েছে।

২০২১ সাল নাগাদ মেট্রো রুটের দৈর্ঘ্য ৭০০ কিলোমিটার হয়েছে। ২০১৪ সালে তা ছিল ২৫০ কিলোমিটার। ১০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন মেট্রো রুটের কাজ চলছে।

সেন্ট্রাল ভিস্তা

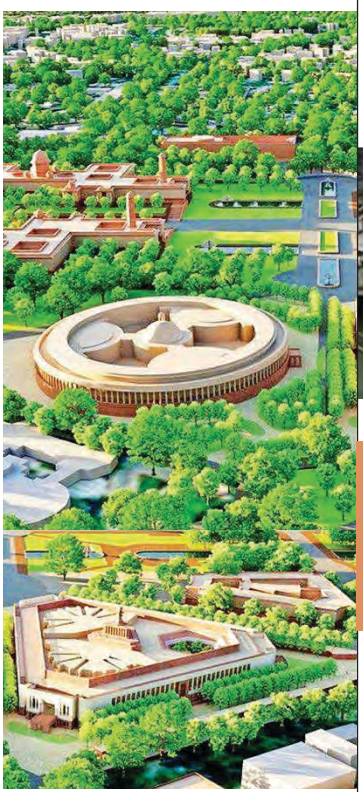

সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পটি একটি স্বনির্ভর ভারত গড়ার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি এবং প্রচেষ্টার প্রতীক। নতুন সংসদ ভবন ভারতীয় উপকরণ ব্যবহার করে, ভারতীয়দের দ্বারা নকশায়িত ও নির্মাণ করা হচ্ছে। এটিই হবে প্রথম ভারতীয় সংসদ যা জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য গড়ে উঠবে।

অমরুত: নবায়ন ও শহরাঞ্চলের রূপান্তরের জন্য অটল মিশন

- মোট ৮০,৭১৩ কোটি টাকার ৫৮১৮টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।
- সমস্ত বাড়িতে কল থেকে জল সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে ২০২১ সালের ১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শহরগুলিকে 'জল সুরক্ষিত' করার লক্ষ্য নিয়ে অমরুত ২.০ চালু করেছিলেন।
- অমরুত ২.০ -এর জন্য মোট ব্যয় হল ২,৭৭,০০০ কোটি টাকা, ২০২২ থেকে ২০২৫-২৬ সময়কালের জন্য ৭৬,৭৬০ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় অংশ জড়িত। জল সরবরাহ খাতে চুক্তিপত্র দেওয়া হয়েছে।
- ৪১৮৫০ কোটি টাকার ১৩২৬টি প্রকল্পের জন্য চুক্তিপত্র দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ১১,৫৩০ কোটি টাকার ৭৪০টি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে।
- এছাড়াও ৩৫৮ কোটি টাকার ১৮টি প্রকল্প টেন্ডারের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। সবার কাছে কল থেকে জল পৌঁছানোর লক্ষ্যে ১.৩৯ কোটি কলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে।

দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের পুনর্গঠন

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিশ্বের সামনে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল, তা মোটেও কাঙ্ক্ষিত ছিল না। মনে করা হত, ভারতের এই ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব আছে এবং এখানে শ্লথ গতিতে কাজ হয়। এই মন্ত্রক শুধু দেশের প্রতিরক্ষাই নয়, প্রায় ১৫ লক্ষ সৈন্য নিয়ে বিশাল সেনাবাহিনীর (সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং উপকূল রক্ষা বাহিনী) প্রশাসনও পরিচালনা করে। বাজেটে এই মন্ত্রকের জন্য সবচেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নতুন সরকার শপথ নিল। কয়েক দশক ধরে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সক্ষমতা তৈরির বিষয়টি উপেক্ষিত ছিল, কিন্তু এখন সেই ক্ষেত্রটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হল। সরকার প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগ নিয়েছে এবং বিদেশ থেকে পণ্য আমদানির পরিবর্তে সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

প্রতিরক্ষা ক্রয় নীতি স্বদেশি ব্যবস্থার সুবিধা করে

ডিফেন্স প্রকিউরমেন্ট পলিসি বা প্রতিরক্ষা ক্রয় নীতি ২০১৬ নীতিটি ছিল দেশে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহে মৌলিক পরিবর্তন আনার পথে প্রথম পদক্ষেপ। এই নীতি নিজেই পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এর বিধান অনুসারে ভারতীয় সংস্থাগুলি যারা দেশে প্রতিরক্ষা পণ্যের উদ্ভাবন এবং বিকাশ করে এবং সেগুলি এখানে উৎপাদন করতে সক্ষম, তাদের দেশের তিনটি বাহিনীর জন্য সরঞ্জাম এবং অস্ত্র কেনার সময় অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এখন পর্যন্ত মোট ৩১০টি প্রতিরক্ষা পণ্য/ব্যবস্থাগুলির তিনটি তালিকা জারি করা হয়েছে, যেগুলির আমদানি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং ক্রয় করা হবে। ভারত দেশীয় শিল্পের জন্য প্রতিরক্ষা খাতে তার মূলধন সংগ্রহের বাজেটের ৬৮% বরাদ্দ করেছে।

৪৮,০০০
কোটি টাকায় দেশীয় তেজস কেনার অনুমোদন।

ভারত এই প্রথমবার শীর্ষ
২৫
রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে ছিল।

ফ্রান্স থেকে **৩৬টি** রাফাল বিমান কেনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই বিমানগুলির মধ্যে ৩৫টি ভারতে পৌঁছেছে। আম্বালা এবং হাসিমারা বিমানঘাঁটিতে তাদের স্কোয়াড্রন মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রতিটি প্রয়োজনের যত্ন নেওয়া...

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পরবর্তী পদক্ষেপটি ছিল তিনটি পরিষেবায় সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি চিহ্নিত করা, যেগুলির জন্য অবিলম্বে অর্থায়ন এবং বাস্তবায়নের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, দ্রুত ৫০ হাজার বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট সংগ্রহের কাজ করা কারণ সন্ত্রাস-বিরোধী এবং অনুপ্রবেশ বিরোধী অভিযানে নিয়োজিত জওয়ানদের জন্য বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটের তীব্র ঘাটতি ছিল। সৈনিকদের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হেলমেটও পর্যাপ্ত সংখ্যক ছিল না। দীর্ঘ প্রায় দুই দশক পর সেনাদের জন্য হেলমেট কেনার কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় ১৮০ কোটি টাকার এই চুক্তিতে ১.৫৮ লক্ষ হেলমেট তৈরির দায়িত্ব কানপুরের কোম্পানি, এমকেইউ ইন্ডাস্ট্রিজ'এর উপর

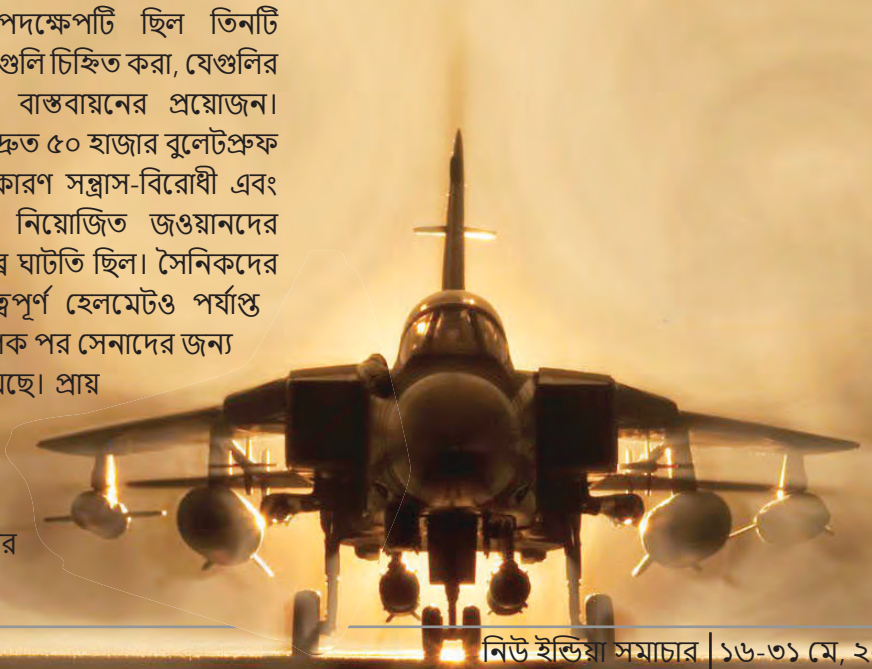

সেনাবাহিনীকে ক্রয়ের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে

- ২০২২-২৩ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকীকরণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্পর্কিত মূলধন বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে ১.৫২ লক্ষ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।
- তিন বাহিনীর কমান্ডিং লেভেল অফিসার এবং সেনাবাহিনীর ভাইস চিফকে যথাক্রমে ১০০ কোটি এবং ২০০ কোটি টাকা পর্যন্ত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য আর্থিক ক্ষমতার অনুমতি।
- প্রাণঘাতী অস্ত্র ও গোলাবারুদ কেনার জন্য তিনটি বাহিনীকে প্রকল্প প্রতি ৫০০ কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রাণঘাতী অস্ত্র ক্রয়: রাশিয়ার কাছ থেকে এস-৪০০ বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রথম চালান পাওয়া গিয়েছে। কালাশনিকভ একে-২০৩ এখন দেশেই তৈরি হবে। ধনুশ, কে-নাইন বজ্র, শারাং এবং আলট্রা লাইট হাউইটজার বন্দুক এখন দেশে তৈরি হচ্ছে। নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করতে ভারতেই ছয়টি স্করপিন সাবমেরিন তৈরি করা হয়েছে।

ইউএপিএকে আরও শক্তিশালী করা

সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে ইউএপিএ বিলটি সংশোধন করে জাতীয় তদন্ত সংস্থাকে (এনআইএ) ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন- ইউএপিএ সংশোধন করে এটি আরও কঠোর করা হয়েছে।

সীমান্তে পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করা হয়েছে

২০০৮-২০১৪

৩৬০০ কিলোমিটার রাস্তা	৭২৭০টি সেতু

২০১৪-২০২১

৫৫৪৭ কিলোমিটার রাস্তা	কমপক্ষে ১৫ হাজার সেতু

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা

ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে স্টার্টআপগুলিকে সংযুক্ত করার জন্য একটি সূচক প্রচার চালানো হয়েছিল।

'মেক ইন ইন্ডিয়া'র অধীনে অস্ত্র ও আনুষাঙ্গিক সামগ্রী তৈরি করা।

উৎপাদনের জন্য ৫২০০০ কোটি টাকার আলাদা অর্থ বরাদ্দ।

তামিলনাড়ু এবং উত্তরপ্রদেশে দেশীয় উৎপাদনের প্রচারের জন্য দুটি প্রতিরক্ষা করিডোর স্থাপন করা হয়েছিল

সিডিএস পদের উদ্ভাবন

দীর্ঘদিন ধরে সেনাবাহিনীর মধ্যে আরও ভাল সমন্বয়ের জন্য চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফের পদ সৃষ্টির দাবি জানানো হয়েছিল, অবশেষে তা গৃহীত হয়েছিল। জেনারেল বিপিন রাওয়াত প্রথম সিডিএস হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা

৩৭০ ধারা বাতিলের পর জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

দেওয়া হয়েছে। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পর, নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ২০ হাজার কোটি টাকার প্রতিরক্ষা চুক্তি অনুমোদন করার জন্য তিনটি বাহিনীকে অনুমোদন দেয়। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় ছিল কারণ বিগত সরকারগুলি এমনকি তিনটি পরিষেবার মৌলিক চাহিদাগুলিকে অবহেলা করেছিল। এ বিষয়ে সংসদে উপস্থাপিত ভারতের নিয়ন্ত্রক ও অডিটর জেনারেলের প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, "নিম্নতম গ্রহণযোগ্য বিপদের মাত্রা সত্ত্বেও, অস্ত্রের মজুদ নিশ্চিত করা হয়নি। ২০১৩ সালের মার্চে সেনাবাহিনীতে ব্যবহৃত মোট ১৭৯ ধরনের অস্ত্রের মধ্যে ১২৫টির মজুদ ও প্রাপ্যতা এই বিপদসীমার নিচে চলে গিয়েছিল।" এছাড়াও, এই স্তরে পৌঁছায়নি এমন অন্যান্য ৫০ ধরণের অস্ত্রের ভাণ্ডার এবং প্রাপ্যতাও অত্যন্ত কম ছিল। কোনো ধরনের যুদ্ধের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে ১০ দিনের অস্ত্রও মজুত ছিল না। এখন এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর অধীনে সাতটি বাহিনীর কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ৩৫ লক্ষ 'আয়ুষ্মান স্বাস্থ্য কার্ড' বিতরণের কাজ শেষ হয়েছে। এর আওতায় তাঁরা সারাদেশে ২৪ হাজার হাসপাতালে নগদবিহীন চিকিৎসার সুবিধা নিতে পারবেন। ■

ন্যূনতম শাসন- সর্বোচ্চ সুশাসন

নতুন ভারত গঠনে প্রধান অবলম্বন ডিজিটাল ব্যবস্থা

রাজনীতি বা জাতীয় নীতিতে ডিজিটাল ব্যবস্থার গুরুত্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চেয়ে কে ভালো বোঝেন? ডিজিটাল ব্যবস্থা বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয়ের জন্য প্রয়োজন। এ কারণেই ২০১৪ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পরই প্রধানমন্ত্রী সরকারি উদ্যোগ থেকে শুরু করে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত ডিজিটাল এবং প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশন সেই লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ। কারণ এর মাধ্যমেই ন্যূনতম শাসন- সর্বোচ্চ সুশাসনকে সঙ্গী করে জীবনযাত্রা সহজের কথা বলা হয়েছে...

ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশন

শুরু | ১ জুলাই ২০১৫

ডিজিটাল ভারত: একটি ডিজিটাল অর্থনীতির লক্ষ্যে অগ্রসর

উদ্দেশ্য: ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি এবং ডিজিটাল ক্ষমতায়নের জন্য ভারতকে ডিজিটালভাবে ক্ষমতায়িত এবং অর্থনীতি সম্পন্ন দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

- ভারতীয় আইটি পেশাদারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র যেমন ইন্টারনেট অফ থিংস, ব্লক চেন, ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো প্রযুক্তিগুলিকে একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলা, সেইসঙ্গে বিগ ডেটার মতো উদীয়মান প্রযুক্তিগুলিতে ভারতীয় সফ্টওয়্যার পণ্যের বিকাশ। একটি ইকো-সিস্টেম তৈরির লক্ষ্য নিয়ে সফ্টওয়্যার পণ্য-২০১৯-এর জাতীয় নীতিও চালু করা হয়েছিল।
- এটি ক্রেডিট প্রবাহকে সহজ করে, মোবাইল ফোন এবং আধারের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করে ডিজিটাল অর্থপ্রদানের প্রচার করে।
- একইভাবে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি এবং তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে, গণ ডিজিটাল মঞ্চগুলি সামগ্রিক বৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্যের উৎস হয়ে উঠবে।
- অর্থ লেনদেনের মাধ্যম 'রুপে'র সম্প্রসারণ, ডিজিটাল মুদ্রায় রূপান্তর এবং ফাইভ-জি পরিষেবাগুলির প্রাপ্যতা আরও সহজ করে তুলবে।

ডিজিটাল সেবা : আধার

১৩২ কোটি আধার কার্ড নথিভুক্ত করা হয়েছে, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

ইউআইডিএআই সারা দেশে ৫৫,০০০ এরও বেশি কেন্দ্রের মাধ্যমে আধার তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য পরিষেবা সরবরাহ করে। এর পাশাপাশি ৭৯টি আধার সেবা কেন্দ্রও চালানো হচ্ছে। যে সমস্ত নাগরিকরা তাঁদের মোবাইল ফোন আধারের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন তাঁরা অনলাইন পোর্টাল myaadhaar.gov.in-এ তাঁদের নাম, বয়স, লিঙ্গ এবং জন্ম তারিখ পরিবর্তন করতে পারেন।

ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস (ইউপিআই)

ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস (ইউপিআই) একটি অগ্রণী ডিজিটাল মঞ্চ। এই মোবাইল অ্যাপে একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যুক্ত করা যেতে পারে। নির্ধারিত সময়ে অর্থপ্রদানও করা যেতে পারে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে ২২৯টি ব্যাঙ্ক ইউপিআই পরিষেবাতে যোগ দিয়েছে। আর্থিক খাত এবং অর্থনীতিকে ডিজিটাল ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার জন্য সরকারের কৌশলের অংশ হিসাবে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ডিজিটাল লেনদেন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভিম-ইউপিআই ২০২২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

৮.২৭ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের ৪৫২.৭৫ কোটি ডিজিটাল লেনদেন করেছে।

ইউপিআই লেনদেন

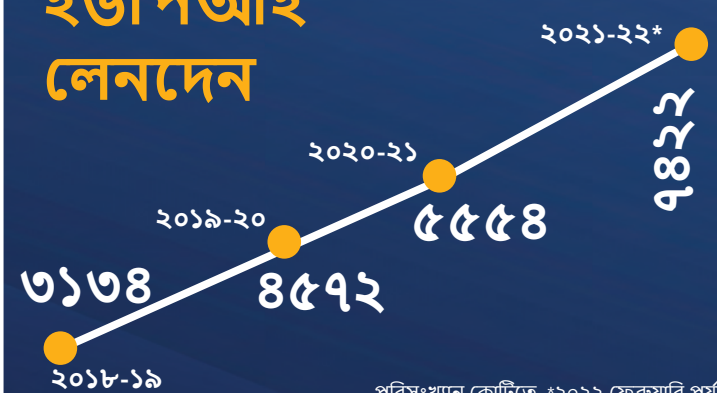

পরিসংখ্যান কোটিতে, *২০২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

গ্রামগুলিও ডিজিটাল হচ্ছে

ডিজিটাল ভারত জমির দলিল আধুনিকীকরণ কর্মসূচি

- এটি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়নে ২০১৬ সালের ১ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে। এর লক্ষ্য হল একটি সমন্বিত ভূমি তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা তৈরি করা যা তাৎক্ষণিক সময়ের ভূমি তথ্যের বিকাশ করবে, ভূমি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করবে, জমি বিরোধ হ্রাস করবে, বেনামি লেনদেন প্রতিরোধ করবে এবং বিক্রেতা ও ক্রেতাদের লাভবান করবে।
- মোট ১,৬২,৭১,২৫১টি মানচিত্রের মধ্যে ১,১১,৪৭,৩৮৭টি মানচিত্র ডিজিটাল করা হয়েছে।

৬,১১,১৭৮টি

গ্রামে জমির দলিল কম্পিউটারে তোলার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এটি দেশের মোট গ্রামের ৯৩.১০% প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ ডিজিটাল সাক্ষরতা অভিযান

ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক ২০২৩ সালের ৩১ মার্চ তারিখের মধ্যে ৬ কোটি গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে প্রতি পরিবারে একজনের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে গ্রামীণ ভারতে একটি ডিজিটাল সাক্ষরতা প্রচার শুরু করেছে। ১৫ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত ৪.৮১ কোটিরও বেশি প্রার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ৩.৫৬ কোটিরও বেশি প্রার্থীকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে।

ডিজিটাল ভিলেজ পাইলট প্রজেক্ট

এই প্রকল্পটি ২০১৮ সালের অক্টোবরে শুরু হয়েছিল। নির্বাচিত ৭০০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে, ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা পরিষেবা, আর্থিক পরিষেবা, দক্ষতা উন্নয়ন, সরকারি ও নাগরিক পরিষেবাগুলি প্রদান করা হচ্ছে।

ভারতনেট

গ্রামে ব্রডব্যান্ড ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করার একটি উদ্যোগ হল ভারতনেট। টেলিকম বিভাগ এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২.৫ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং গ্রামগুলিকে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা করেছে। ২০২২ সালের ১৫ মার্চের মধ্যে ১,৭৫,৮২৭ গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্রডব্যান্ড পরিকাঠামো রয়েছে।

কিষাণ রথ মোবাইল অ্যাপ

কিষাণ রথ হল একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন যা কৃষক, কৃষক উৎপাদনকারী সংস্থা এবং ব্যবসায়ীদের কৃষি পণ্য পরিবহনের জন্য গাড়ি ভাড়া সহজ করার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে। এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটির অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস মঞ্চে দশটি ভাষায় উপলব্ধ। কিষাণ রথ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে

৫.৮৪ লক্ষ কৃষক, কৃষক উৎপাদনকারী সংস্থা, ব্যবসায়ী এবং পরিষেবা প্রদানকারী নিবন্ধিত রয়েছেন।

ডিজিটালের মাধ্যমে জীবন সহজ হয়েছে

সাধারণ সেবা কেন্দ্র (সিএসসি)

দেশের ২.৫ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচির অংশ হিসাবে ২০১৫ সালের আগস্টে সাধারণ সেবা কেন্দ্র ২.০ চালু করা হয়েছিল। এই কেন্দ্রগুলি ৪০০টিরও বেশি ডিজিটাল পরিষেবা সরবরাহ করে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪.৪৬ লক্ষেরও বেশি সিএসসি রয়েছে, যার মধ্যে ৩.৪৮ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে রয়েছে।

ডিজিটাল লকার

ডিজিটাল লকার হল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে ভাণ্ডার এবং গেটওয়ে অন্তর্ভুক্ত থাকে যা ব্যবহারকারীকে ডিজিটাল ভাণ্ডারে নথি আপলোড করার অনুমতি দেয়। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ৯.২৩ কোটিরও বেশি ব্যবহারকারী ডিজিটাল লকারে নিবন্ধন করেছিলেন। এর ফলে ২০২২ সালের ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত ৫০৭ কোটিরও বেশি নথি জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬৯৫ ইস্যুকারী এবং ৩৪৯টি অনুরোধকারী সংস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ই-স্বাক্ষর

- ই-স্বাক্ষর পরিষেবার জন্য নাগরিকরা এখন আইনিভাবে গ্রহণযোগ্য ফরম্যাটে অনলাইনে তাৎক্ষণিকভাবে ফর্ম এবং নথিতে স্বাক্ষর করতে পারেন। বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন পরিষেবাগুলি পেতে ইউআইডিএআই-এর ওটিপি-ভিত্তিক প্রমাণীকরণ পরিষেবাগুলি ব্যবহার করতে পারেন। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত মোট ২৩.৭২ কোটি ই-স্বাক্ষর ইস্যু করা হয়েছিল। সি-ড্যাক মোট ৪.৪৫ কোটিরও বেশি ই-স্বাক্ষর জারি করেছে।

জীবন প্রমাণ

- পেনশনভোগীদের জন্য ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট 'জীবন প্রমাণ নামে পরিচিত। এটি জীবন শংসাপত্র প্রাপ্তির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে ডিজিটাল করে তুলেছে। এই উদ্যোগের ফলে পেনশন প্রাপকদের বিতরণকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হতে হবে না। ২০১৪ থেকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৫.৫৮ বিলিয়ন ডিজিটাল জীবন শংসাপত্র জারি করা হয়েছে।

ই-জেলা মিশন মোড প্রকল্প

- ই-জেলা মিশন মোড প্রকল্পগুলির লক্ষ্য হল জেলা স্তরে ইলেকট্রনিকভাবে চিহ্নিত নাগরিক-কেন্দ্রিক পরিষেবাগুলিকে উপলব্ধ করা। সারাদেশে ৭০৯টি জেলায় ৩৯১৬টি ই-জেলা পরিষেবা চালু করা হয়েছে।

উমাং অ্যাপ

উমাং হল নতুন যুগের শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি মোবাইল অ্যাপ। সংকটপূর্ণ পরিষেবাগুলি সরবরাহ করার জন্য উমাংকে একটি একক মোবাইল মঞ্চ হিসাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল। উমাং বর্তমানে ২০,৫২৭ টি ভারত বিল পেমেন্ট সিস্টেম ইউটিলিটি পরিষেবা, ২৭৯টি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিভাগের ১৪১৭ পরিষেবা এবং ৩৩টি রাজ্য সংস্থার পরিষেবা প্রদান করে।

ই-হাসপাতাল: অনলাইন রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম

এনআইসি-এর জাতীয় ক্লাউডে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম এবং ই-হাসপাতাল অ্যাপ্লিকেশনগুলি চালানো হয়। বর্তমানে ৬৩১টি হাসপাতাল ই-হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত, ২৩.৩৮ কোটিরও বেশি আদানপ্রদান হচ্ছে। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ব্যবহার করে সারা দেশে ৪২২টি হাসপাতালে ৪৯ লক্ষেরও বেশি অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

রুপে পেমেন্ট গেটওয়ে

- ভারতের প্রথম বিশ্বব্যাপী পেমেন্ট নেটওয়ার্ক হল রুপে। এটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এর আওতায় কার্ড বা অনলাইন পদ্ধতিতে লেনদেন করা যাবে। রুপে ক্রেডিট কার্ডগুলি কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সংযুক্ত না করেই জারি করা হয়।

- আমাদের রুপে কার্ড চারটি দেশে চলছে। এর মধ্যে রয়েছে সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, ভুটান এবং নেপাল। নেপালে পশুপতিনাথ, লুম্বিনি, জনকপুর, মানকামানা-সহ একাধিক স্থানে এক হাজার মেশিন বসানো হয়েছে।

৭০ কোটি ভারতীয়ের রুপে কার্ড আছে।

জ্ঞান এবং প্রণোদনা স্কিম

ন্যাশনাল নলেজ নেটওয়ার্ক

- জাতীয় নলেজ নেটওয়ার্কের লক্ষ্য হল সম্পদ ভাগাভাগি এবং সহযোগিতামূলক গবেষণাকে উৎসাহিত করার জন্য সমস্ত জ্ঞান প্রতিষ্ঠানকে উচ্চ-গতির ডেটা ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করা। ২০২২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৭৫২টি সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু তাই নয় সারা দেশে ৫২২টি ন্যাশনাল নলেজ নেটওয়ার্ক এনআইসি জেলা কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

সাইবার নিরাপত্তা

- ২০২১ সালের ২৯ জুন ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্স-২০২০ অনুসারে সাইবার নিরাপত্তা মানদণ্ডে ভারত ৩৭ স্থান এগিয়ে বিশ্বের সেরা দশম দেশের অন্যতম হয়ে উঠেছে।

বিপিও ইনসেনটিভ স্কিম

- তরুণ তরুণীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার জন্য ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচির অধীনে ছোট শহরগুলিতে বিপিও অপারেশনের জন্য বিপিও প্রণোদনা যোজনা এবং উত্তর পূর্ব প্রণোদনা যোজনা চালু করা হয়েছিল। যোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে কাজ শুরু করতে পারে তার জন্য উভয় প্রকল্পের অধীনে ৬১,২০৮টি আসন বরাদ্দ করা হয়েছে।

ডিজিটাল ভারতের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল মুদ্রা, ই-পাসপোর্ট

ডিজিটাল মুদ্রা: ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বর্তমানে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ডিজিটাল মুদ্রা, ডিজিটাল রুপি পর্যায়ক্রমে চালু করার জন্য বাস্তবায়ন কৌশল তৈরি করছে। এটি ভারতকে ডিজিটাল বা নগদহীন, অর্থনীতির দেশে রূপান্তর করতে সহায়তা করবে। নগদ ব্যবহার হ্রাস পাবে, লেনদেনের ব্যয় হ্রাস পাবে এবং ডিজিটাল, অনলাইন এবং খুচরা অর্থ প্রদান আরও নিরাপদ এবং ঝুঁকিমুক্ত হয়ে উঠবে। এটি একটি বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থার বিকাশকে আরও সহজ করবে।

এই বছর ফাইভ-জি চালু হবে

২০২১ সালের মে মাসে টেলিকমিউনিকেশন বিভাগ কোম্পানিগুলি থেকে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে এক বছরের জন্য ফাইভ-জি প্রযুক্তি পরীক্ষা করার অনুমতি দিয়েছে। ২০২২ সালেই ধীরে ধীরে ফাইভ-জি নেটওয়ার্ক চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

অ্যানিমেশন এবং গেমিং ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নাগরিকদের অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং এবং কমিক (এভিজিসি) নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতকে গেম প্রযোজক এবং গেমিং পরিষেবাগুলির জন্য একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে চলতি অর্থবছরের বাজেটে একটি টাস্কফোর্স ঘোষণা করা হয়েছিল।

ই-পাসপোর্ট সেবা

চলতি অর্থবছরে সরকার নাগরিকদের সম্পর্কিত ইলেকট্রনিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে যৌথভাবে ই-পাসপোর্ট জারি করতে চায়। এটির পৃষ্ঠতলে একটি অ্যান্টেনার পাশাপাশি একটি এমবেডেড রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (এআইডি) চিপ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ডেটা পৃষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ পাসপোর্ট তথ্য মুদ্রণ করবে, যা চিপেও রেকর্ড করা হবে। নথি এবং চিপের বৈশিষ্ট্যগুলি আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার নথি অনুসারে তৈরি করা হবে। নাসিকের ইন্ডিয়া সিকিউরিটি প্রেস ই-পাসপোর্ট তৈরি করবে যা অপারেটিং সিস্টেম-সহ ৪৫ কোটি ইলেকট্রনিক চিপ সংগ্রহ শুরু করেছে। ই-পাসপোর্ট আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী বাস্তবায়িত করা হবে।

৭৫টি ডিজিটাল ব্যাঙ্ক ইউনিট চালু করা হবে

ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং প্রচারের জন্য দেশের ৭৫টি এলাকায় ডিজিটাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন চলতি অর্থবছরের বাজেটে একথা জানিয়েছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াও ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছে। ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিটগুলিকে সাধারণ ব্যাঙ্কের স্থানের মতো বিবেচনা করা হবে।

উপজাতি-সংখ্যালঘু উন্নয়ন

দেশের সম্পদে সকলের সমান অধিকার

প্রতিটি দেশের উন্নয়নে দেশের সকল জনগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে, দেশের সম্পদে সমাজের সকল সম্প্রদায়ের সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য ২০১৪ সালে অনেক দীর্ঘমেয়াদী কৌশল চালু করা হয়েছিল। দরিদ্র এবং প্রান্তিক মানুষদের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত প্রকল্পে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কয়েক দশক ধরে প্রান্তিক মানুষরা, আদিবাসীরা উপেক্ষিত ছিলেন, কিন্তু আজ সরকারের নীতি, পরিকল্পনার ফলে তাঁরা সমাজের মূলস্রোতের সঙ্গে একত্রিত হয়েছেন। কারণ দেশের সম্পদে প্রত্যেকের সমান অধিকার রয়েছে।

আদিবাসীদের ক্ষমতায়ন, দেশের ক্ষমতায়ন

ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮.৬% বা কমপক্ষে ১০.৪ কোটি মানুষ তফসিলি উপজাতির (এসটি) অন্তর্গত। ভারতের সংবিধানের ৩৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ৭০৫টিরও বেশি তফসিলি উপজাতির সংখ্যা বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস" এর দৃষ্টিভঙ্গি মাথায় রেখে সরকার সমাজের সকল শ্রেণীর সমান উন্নয়নের জন্য অবিরাম কাজ করছে। এই উন্নয়নে, কেন্দ্রীয় সরকার উপজাতিদের উন্নয়ন, তাঁদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এবং তাঁদের অগ্রগতির একটি নতুন পথ তৈরি করেছে।

বাজেট দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে

আদিবাসীদের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকার উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের বাজেট দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি করেছে। ২০১৪-১৫ সালে বাজেট ছিল ৩৮৫০ কোটি টাকা, ২০২২-২৩ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৮৪০৭ কোটি টাকা।

আদিবাসী গৌরব দিবস

বিরসা মুন্ডার সম্মানে তাঁর জন্মদিন ১৫ নভেম্বর দিনটিকে আদিবাসী গৌরব দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

আদিবাসী সংগ্রহালয়

সারাদেশে ১০টি আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগ্রহালয় তৈরি হচ্ছে। আদিবাসীরা অরণ্য, জমির অধিকার এবং তাঁদের সংস্কৃতি রক্ষার জন্য লড়াই করেছিলেন। দেশের স্বাধীনতায় তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। এই সংগ্রহালয় গুজরাত, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, মণিপুর, মিজোরাম এবং গোয়ায় রয়েছে।

একলব্য মডেল বিদ্যালয়

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের অধীনে আদিবাসী গৌরব দিবস উপলক্ষে ২৭টি জেলায় ৫০টি নতুন একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। ■

একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের (ইএমআরএস) সংখ্যা বৃদ্ধি করতে ২০২৬ সালের মধ্যে ৫০%- এর বেশি তফশিলি উপজাতি জনসংখ্যা অধ্যুষিত ব্লকে এবং কমপক্ষে ২০ হাজার আদিবাসীর বাস, এমন ব্লকে ৭৪০টি একলব্য মডেল স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আদিবাসী গবেষণা প্রতিষ্ঠান

২০১৪ সাল থেকে দেশে দশটি আদিবাসী গবেষণা প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত হয়েছে। এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, কর্ণাটক, অরুণাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম, মেঘালয় এবং গোয়ায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠানের কাজ শেষ হয়েছে, বাকিগুলোর কাজ চলছে।

একলব্য মডেল দিবা আবাসিক বিদ্যালয় (ইএমডিবিএস)

- যে সমস্ত মহকুমায় ৯০% এর বেশি তফশিলি উপজাতির মানুষের বসবাস, সেরকম অঞ্চলে তফশিলি উপজাতির পড়ুয়াদের বিদ্যালয়মুখী করতে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে একলব্য মডেল দিবা আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
- আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক এবং সিবিএসই যৌথভাবে ইএমআরএস এবং সিবিএসই শিক্ষকদের জন্য একুশ শতকের অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার উপর একটি অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স চালু করেছে।
- ইএমআরএস শিক্ষক এবং অধ্যক্ষদের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচির জন্য, আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক এবং এনসিআরটি একযোগে কাজ করছে।
- বছরে ৩০ লক্ষের বেশি শিক্ষার্থীকে সমস্ত ধরণের বৃত্তি প্রদানের জন্য ২৫০০ কোটি টাকারও বেশি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়।
- প্রতি বছর আইআইটি, আইআইএম এবং এমস-এর মতো শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির জন্য এক হাজার শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হয়।

নেতা হিসাবে অনলাইনে

ফেসবুকের সঙ্গে মন্ত্রকের একটি যৌথ উদ্যোগ হল নেতা হিসাবে অনলাইনে বা GOAL (Going Online as Leaders) । এই মঞ্চে তরুণতরুণীদের পরামর্শ প্রদান এবং নেতৃত্ব দানের প্রতি তাঁদের উৎসাহিত করা হয়। এখনও পর্যন্ত ২৩টি রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে গোল (GOAL) কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভারতের উপজাতি: আদি মহোৎসব

- আদি মহোৎসব ভারতের এক ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি, যেখানে আদিবাসী কারিগরদের সূক্ষ্ম কারুকাজ, বস্ত্র, কুমোর, পুতুল নির্মাণ এবং সূচিকর্ম- সব কাজ এক জায়গায় পাওয়া যাবে।
- আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক এবং গোয়া সরকার যৌথভাবে পরিযায়ী শ্রমিক এবং আদিবাসী পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য জনশক্তি ডিজিটাল ডেটা সলিউশন চালু করেছে।
- ২০২১ সালের ১৯ জুন 'বিশ্ব সিকেল সেল ডিজিজ' দিবস উপলক্ষে ভারতে সিকেল রোগের উপর দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সিকেল সেল রোগ নির্মূল করার জন্য 'উন্মুক্ত' প্রকল্প চালু করা হয়েছে।
- আদিবাসীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং পুষ্টির বিকাশের জন্য আদিবাসী স্বাস্থ্য সহায়তা 'অনাময়' নামে একটি উদ্যোগ চালু করা হয়েছে।

উপজাতীয় পণ্যের বিকাশ এবং বিপণনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা

- এই স্কিমের অধীনে ভারতের আদিবাসী কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন তাদের পোর্টাল www.tribesindia.com থেকে উপজাতীয় পণ্যের বিক্রয় প্রচার করছে, সেইসঙ্গে আমাজন, স্ন্যাপডিল, ফ্লিপকার্ট, পেটিএম এবং জেম-এর মতো সমস্ত প্রধান ই-কমার্স পোর্টালে পণ্যগুলি রয়েছে।
- আদিবাসী কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশনের পোর্টালে ১,২৫,০০০ কারিগর পরিবার যুক্ত রয়েছে। এক লক্ষের বেশি পণ্য এখানে উপস্থিত রয়েছে।
- আদিবাসী কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন ২০২১ সালের ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে অবস্থিত ১৪৫টি আউটলেটের একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে, যার মধ্যে ৯৭টি নিজস্ব বিক্রয় আউটলেট, ৩৩টি কনসাইনমেন্ট সেল আউটলেট এবং ১৫টি ফ্র্যাঞ্চাইজি আউটলেট রয়েছে।

বন ধন বিকাশ যোজনা

- এই প্রকল্পের অধীনে 'এমএফপি-এর জন্য এমএসপি' মঞ্চটি স্থানীয় অরণ্যজাত পণ্য ক্লাস্টার স্থাপনের জন্য উপলব্ধ ক্ষুদ্র বনজ পণ্য সংগ্রহ এবং মূল্য সংযোজন সংগ্রহের জন্য সাধারণ সুবিধা কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে।
- বন ধন বিকাশ কেন্দ্র ক্লাস্টার (ভিডিভিকেসি) স্থাপনের জন্য গত তিন বছরে আদিবাসী কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশনকে মোট ২৫৪.৬৪ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।
- ২০১৯-২০ সালে এর সূচনা থেকে এখনও পর্যন্ত ৩১১০টি ভিডিভিকেসি অনুমোদন করা হয়েছে, যার ফলে ৫২ হাজারের বেশি এসএইচজি-এর ৯.২৮ লক্ষ এমএফপি সংগ্রাহক উপকৃত হয়েছেন।

ক্ষুদ্র বনজ পণ্য উৎপাদন

বেশিরভাগ ক্ষুদ্র বনজ পণ্যের এমএসপি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০২০-২১ থেকে এমএসপি স্কিমের অধীনে ৩৭টি নতুন পণ্য যুক্ত হয়েছে। এমএসপি স্কিমের অধীনে ২০২০-২১ সালে এমএফপি'র সংখ্যা ৫০ থেকে বেড়ে ৮৭ হয়েছে। এমএফপিগুলির জন্য এমএসপি প্রকল্প বাস্তবায়নের পর থেকে ভারত সরকারের তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থে রাজ্যগুলি ৩১৭.৮৯ কোটি টাকার এমএফপি সংগ্রহ করেছে।

এনএসটিএফডিসি/এসটিএফডিসি'র জন্য ইক্যুইটি সাপোর্ট

- ন্যাশনাল শিডিউলড ট্রাইবস ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনএসটিএফডিসি) যোগ্য তফশিলি উপজাতির মানুষদের যেকোন আয়-উৎপাদনমূলক কার্যকলাপ বা স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ প্রদান করে।
- এনএসটিএফডিসি গত তিন বছরে (২০১৯-২০ থেকে ৩০/১১/২০২১) পাঁচটি প্রকল্পের অধীনে ৪.০৪ লক্ষ তফশিলি উপজাতির মানুষদের ৭৪৮.৭৫ কোটি টাকা প্রদান করেছে।
- পিএমইজিপি উদ্যোগের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে এনএসটিএফডিসি এবং কেভিআইসি একসঙ্গে কাজ করতে সম্মত হয়েছে। সমঝোতা স্মারকের লক্ষ্য হল উপজাতীয় উদ্যোক্তাদেরকে ব্যাঙ্ক এবং এসসিএ-এর মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণ দিয়ে সহায়তা করা, তফশিলি উপজাতির সুবিধাভোগীরা ইউনিট খরচের জন্য ৩৫% পর্যন্ত ভর্তুকি পান। ■

সংখ্যালঘুদের প্রবৃদ্ধির প্রচুর সুযোগ রয়েছে

দেশের সার্বিক সমৃদ্ধির জন্য সর্বস্তরে উন্নয়ন প্রয়োজন। আজ সরকার দেশের উন্নয়নে বৈষম্য ছাড়াই সকল নাগরিকের সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হল প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা পাশাপাশি তাঁদের ভবিষ্যত সুরক্ষিত করা। আজ আমাদের দেশ এমন এক পথে রয়েছে যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে কেউ পিছিয়ে নেই। এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেককে সমান সুযোগ দেওয়া উচিত, যাতে প্রত্যেকে তাঁদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। আজ ধর্মের ভেদাভেদ ছাড়াই সরকার দেশের দরিদ্রদের জন্য বহু প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করেছে।

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবহার

স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার দুর্বল শ্রেণীর জন্য প্রধানমন্ত্রী জন বিকাশ কার্যক্রমের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ জমিতে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, কমিউনিটি হল এবং অন্যান্য অবকাঠামোর উন্নয়নে সম্পূর্ণ অর্থায়ন করেছে। আনুমানিক ৭৪,৮৭৫টি নিবন্ধিত ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে। সমস্ত রাজ্য ওয়াক্‌ফ বোর্ডের ডিজিটাইজেশন সম্পূর্ণ হয়েছে। ওয়াকফ সম্পত্তির ৯৫ শতাংশের বেশি ম্যাপ করতে জিআইএস/জিপিএস প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

শিক্ষার সাহায্যে সবল

- গত আট বছরে তালিকাভুক্ত ছয়টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (পার্সি, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টান এবং মুসলিম) প্রায় ৫ কোটি ২০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে প্রি-ম্যাট্রিক, পোস্ট-ম্যাট্রিক, মেধা-ভিত্তিক এবং বেগম হযরত মহল 'গার্লস স্কলারশিপ' প্রদান করা হয়েছে। সমস্ত বৃত্তি প্রাপকদের অর্ধেকেরও বেশি রয়েছেন মহিলা শিক্ষার্থীরা।

- মুসলিম ছাত্রীদের মধ্যে বিদ্যালয়ছুটের হার কমেছে: একটা সময় ছিল যখন আমাদের দেশের ৭০% এরও বেশি মুসলিম মেয়েরা স্কুলছুট হয়েছিল। মেয়েদের এই স্কুলছুট হওয়া মুসলিম সমাজের অগ্রগতির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ৭০ বছরে পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে ৭০ শতাংশের বেশি মুসলিম কন্যা তাঁদের পড়াশোনা শেষ করতে পারছেন না। স্কুলছুটের সংখ্যা এখন প্রায় ৩০%-এ নেমে এসেছে।

- এর আগে বিদ্যালয়ে শৌচাগারের অভাবে হাজার হাজার মুসলিম কন্যা বিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। এখন পরিস্থিতি বদলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার মুসলিম কন্যাদের স্কুলছুটের হার কমাতে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। স্কুলছুট ছাত্রীদের জন্য আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'ব্রিজ কোর্স' চালু করা হয়েছে। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা ৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে

হুনার হাট: উদ্যোক্তা হওয়ার নতুন সুযোগ

- সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের দ্বারা সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত 'হুনার হাট' ইভেন্টটি দক্ষ কারিগর, কারুশিল্পী এবং হস্তশিল্পীদের বাজার এবং সুযোগ প্রদানের জন্য একটি সম্ভাবনাময় মঞ্চ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।
- 'হুনার হাট', 'স্বনির্ভর ভারত' এবং 'ভোকাল ফর লোকাল' এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য মঞ্চ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।
- গত প্রায় আট বছরে ৩৯টি 'হুনার হাট' আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের বেশি মাস্টার কারিগর, কারিগর এবং বিশারদ এবং সেই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ও সুযোগ প্রদান করেছে।
- 'হুনার হাট' সরকারের ই-মার্কেটপ্লেস এবং অনলাইন পোর্টালেও পাওয়া যায়।

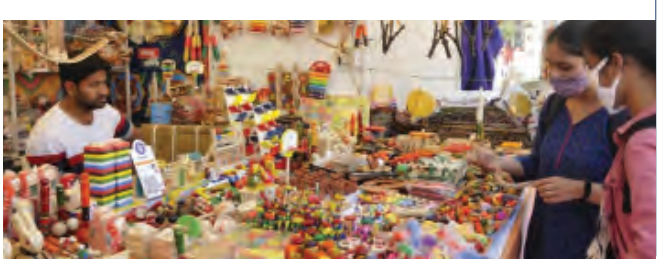

প্রধানমন্ত্রী জন বিকাশ কর্মক্রম

গত আট বছর ধরে সরকার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় সারা দেশে আর্থ-সামাজিক-শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানমুখী পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ:

- ১৫৫০টি নতুন স্কুল কাঠামো;
- অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ: ২৩০৯৪
- ৬৯১ হস্টেল;
- ১৭৭ আবাসিক স্কুল,
- ১৪৩১২ স্মার্ট ক্লাস রুম
- ৩৮ টি কলেজ
- ৯৪টি আইটিআই;
- ১৩ পলিটেকনিক;
- ছয়টি নবোদয় বিদ্যালয়;
- ৪১৩টি বহুমুখী সমাজ কেন্দ্র, 'সদ্ভাব মন্ডপ';
- ৫৫৩টি বাজার ছাউনি;
- ৬৭৪২টি শৌচাগার এবং স্বচ্ছতা সুবিধা;
- ১৮,৬৯২ পানীয় জল সুবিধা;
- ১৭০টি 'শেয়ার্ড সার্ভিস সেন্টার';
- ২৭টি কর্মজীবী মহিলা হস্টেল;
- ২৩২৪টি স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত প্রকল্প;
- ১২টি হস্তশিল্প কেন্দ্র;
- ৯১টি বিভিন্ন ক্রীড়া সুবিধা।
- ৬০১৪টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র।
- ১১,৪৮৩টি পাকা বাড়ি ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়েছে। ■

দেশবাসীকে সচেতন করতে হাতিয়ার হয়েছিল শব্দ

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের, শ্রেণীর, বর্ণের মানুষ একযোগে কাজ করেছিলেন। দেশের সাধারণ মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন লেখক, কবি এবং সাংবাদিকেরা। বলা হয়ে থাকে কলম তরোয়ালের থেকে বেশি ধারালো। লেখক এবং সাংবাদিকরা তাঁদের লেখার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের শোষণ ও অবিচার সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তাঁরা মানুষকে ব্রিটিশদের দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম পত্রিকা ছিল 'বেঙ্গল গেজেট' বা হিকির বেঙ্গল গেজেট। ১৭৮০ সালে ২৯ জানুয়ারি কলকাতার ৬৭ নম্বর রাধাবাজার থেকে প্রকাশিত হয়েছিল হিকির বেঙ্গল গেজেট। এটি ছিল ভারতের প্রথম ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা। এই পত্রিকাটির মালিক, সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন জেমস অগাস্টাস হিকি। আইরিশ হিকি তাঁর লেখা নিবন্ধের জন্য লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের রোষানলে পড়েছিলেন, হেস্টিংসের আদেশে তাঁর লেখার যন্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেসময় ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ সৈন্যদের কাছেই শুধুমাত্র পত্রিকাটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তাই নয় এটি ভারতীয়দের নিজেদের পত্রিকা প্রকাশে উৎসাহিতও করেছিল।

১৮১৮ সালে বাংলায় সাময়িক পত্রের সূচনা হয়। ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রথম বাংলা সাময়িক (মাসিক) পত্রিকা দিগদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম বাংলা দৈনিক পত্র 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক ছিলেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত। তাঁর সম্পাদনায় ১৮৩১ সালে এটি একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসাবে চালু হয় এবং আট বছর পর ১৮৩৯ সালে এটি একটি দৈনিক সংবাদপত্র রূপে প্রকাশিত হয়।

প্রখ্যাত কবি মহাদেবী বর্মা একবার বলেছিলেন, "সাংবাদিকদের পায়ের ফোস্কা দিয়ে ইতিহাস লেখা হয়।" মহাদেবী বর্মার এই কথাগুলো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাংবাদিকদের ভূমিকার কথা প্রকাশ করে। এই সাংবাদিকদের লক্ষ্য ছিল জনসাধারণকে জাগ্রত করা,সমাজ সংস্কার এবং জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। তৎকালীন সময়ে সংবাদপত্র প্রকাশ করা একটি অত্যন্ত সাহসী কাজ ছিল। কারণ ব্রিটিশরা প্রকাশিত সংবাদগুলির উপর নজর রাখত এবং ব্রিটিশ বিরোধিতার জন্য সাংবাদিকদের কঠোরতম শাস্তির সম্মুখীন হতে হতো। স্বাধীনতা আন্দোলনে সংবাদপত্রকে একটি শক্তিশালী মাধ্যম ও অস্ত্র হিসাবে গণ্য করা হতো।

আজকের বিশ্বে, ভারতে সাংবাদিকতার পরিধি প্রসারিত হয়েছে যেমন ঠিক তেমন তার দায়িত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রায়শই সাংবাদিকতার মাধ্যমে জাতির উন্নতির উপর জোর দেন। তিনি মনে করেন যে সাংবাদিকতা ইতিবাচক হলে তবেই অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। আমাদের পত্রিকার এই সংখ্যায় রাজা রামমোহন রায়, মাখনলাল চতুর্বেদী, আজিমুল্লাহ খান এবং গৌরীশঙ্কর রায়ের কাহিনি পড়ুন, যারা সাংবাদিকতার মাধ্যমে সমাজ সংস্কার এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়: সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য প্রথম আন্দোলন শুরু করেন

আধুনিক বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা – যে কোন প্রগতিশীল মনোভাবের প্রথম সূচনা রামমোহন রায়ের থেকে শুরু হয়। আধুনিক যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক মনের দ্বারা বাঙালিকে নবযুগের অগ্রপথিক করে তুলেছিলেন। তাঁকে আধুনিক ভারতের রেনেসাঁর জনক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। রামমোহন ধর্ম সংস্কার এবং সমাজ চেতনার বশবর্তী হয়েই বাংলা গদ্য রচনা করেছিলেন। মার্শম্যান সম্পাদিত সমাচার দর্পণ পত্রিকায় প্রায়ই হিন্দুধর্ম এবং সমাজকে অকারণে আক্রমণ করা হত। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ অনুসারে, "এর প্রতিবিধান করার জন্য ১৮২১ সালে রাজা রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদী' শীর্ষক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত মিশনারিদের হিন্দু ধর্মের প্রতি আক্রমণের যথোপযুক্ত জবাব দেন।"

রাজা রামমোহন রায় পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার রাধানগরে ১৭৭২ সালের ২২ মে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তিনটি ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করতেন: ইংরেজি, বাংলা এবং ফারসি। ছাপাখানা ১৭৭৮ সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এবং রাজা রামমোহন রায় যখন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ করত।

ভারতীয় রেনেসাঁর অগ্রদূত শুধু ব্রাহ্মসমাজই প্রতিষ্ঠা করেননি, তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য প্রথম আন্দোলন শুরু করেন। ১৮১৯ সালে লর্ড হেস্টিংস প্রেস সেন্সরশিপ শিথিল করলে, রামমোহন রায় তিনটি পত্রিকা প্রকাশ করেন: ব্রাহ্মণ সেবধি (১৮২১), বাংলা সাপ্তাহিক- সম্বাদ কৌমুদী (১৮২১) এবং ফারসি সাপ্তাহিক মিরাত-উল-আকবর (১৮২১)। ১৮২৩ সালে গভর্নর জেনারেল জন অ্যাডাম যখন ভারতীয় প্রেসের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন, তখন রামমোহন ও তাঁর বন্ধুগণ প্রিভি কাউন্সিলে স্মারকলিপি পেশ করে এর প্রতিবাদ করেন। স্মারকলিপিতে এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করা হয়, 'যে দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে না সেখানে প্রেসের স্বাধীনতা থাকতে পারে না'। আবার, রামমোহন এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮২৬ সালে ভারতীয় জুরি আইনের নির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক বৈষম্যমূলক ধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কলকাতার নাগরিকদের পক্ষে একটি স্বাক্ষরিত আবেদন-পত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাঠান। রামমোহন রায়ের উদ্যোগে বিদেশি সরকারের নীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদসমূহের মধ্যেই জাতীয় চেতনাবোধের প্রাথমিক প্রকাশ লক্ষিত হয়।

আজিমুল্লা খান: 'পয়ম-এ-আজাদি' বিপ্লবের শিখা প্রজ্বলিত করেছিল

একবার এক ব্রিটিশ আধিকারিক আজিমুল্লাহর বাবা নজিব মিস্ত্রিকে ঘোড়ার আস্তাবল পরিষ্কার করতে বলেছিলেন। নজিব রাজি না হওয়ায় ওই ব্রিটিশ আধিকারিক নজিবকে ছাদ থেকে ফেলে দেন এবং উপর থেকে নজিবের গায়ে ইট দিয়ে আঘাত করেন। ছয় মাস শয্যাশায়ী থাকার পর মারা যান নজিব। ফলে আজিমুল্লাহ শৈশবেই পিতৃহারা হন। এই ঘটনা তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই মহান বিপ্লবী এবং কৌশলবিদ ১৮৫৭ সালে কানপুর থেকে প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কানপুরের শাসকের প্রথম উপদেষ্টা আজিমুল্লাহ নানা

সাহেব পেশওয়ারের সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণ সেরে ফিরে আসার সময় একটি ছাপার যন্ত্র নিয়ে এসেছিলেন।

এই ছাপাখানা থেকে তিনি "পয়ম-এ-আজাদি" নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করতেন, যা তিনি মানুষকে সচেতন করতে এবং বৈপ্লবিক চেতনা প্রসারে ব্যবহার করতেন। বলা হয়ে থাকে যে, আজিমুল্লাহ "পয়ম-এ-আজাদি" প্রকাশের মাধ্যমে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কৌশল তৈরি করেছিলেন।

এই সংবাদপত্র হিন্দি, উর্দু এবং মারাঠি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি তাঁর সংবাদপত্রে "হাম হ্যায় ইসকে মালিক, হিন্দুস্তান হামারা, পাক ওয়াতান হ্যায় কৌম কা, জান্নাত সে ভি প্যারা"- এই গানটি লিখেছিলেন। পরে এই গান ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহীদের মন্ত্র হয়ে উঠেছিল। এই গানটির মধ্যে ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের আদর্শ এবং লক্ষ্য নিহিত ছিল। গানটি জাতীয়তাবাদ ১৮৫৭ সালের মহাসংগ্রামে জনগণের পক্ষে জোর দিয়েছিল। সহজ, সরল ভাষায় লেখা এই গানটি শক্তিতে ভরপুর ছিল। এতে শুধু দেশের প্রশংসাই নয়, স্বাধীনতার লক্ষ্যে মানুষকে জাগ্রত করার চেষ্টাও রয়েছে। এই গানটির জন্য আজিমুল্লাহ খানকে আধুনিক ভারতের প্রথম জাতীয়তাবাদী বললে অত্যুক্তি হবে না।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে আজিমুল্লাহ খানের ভূমিকা শুধুমাত্র সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না; সেই বিদ্রোহে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদও ছিলেন।

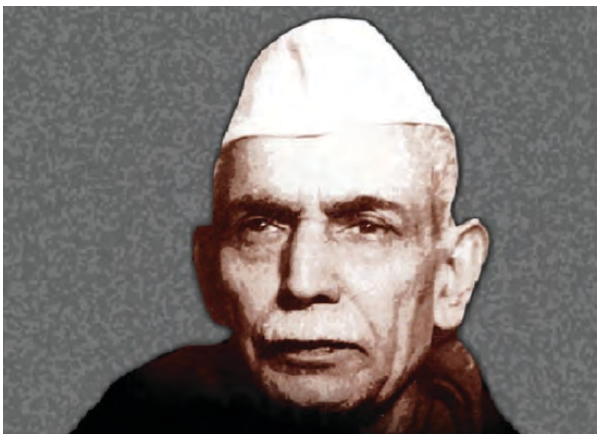

মাখনলাল চতুর্বেদী সেই সকল কতিপয় সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন ছিলেন যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং দেশের স্বার্থে জেলে গিয়েছিলেন। দেশের যুব সমাজের কাছে তিনি পথপ্রদর্শক ছিলেন, দেশ তথা জাতির প্রতি ভালবাসা এবং কর্তব্যে তিনি অবিচল ছিলেন। দেশের স্বাধীনতার আগে তিনি তাঁর কলম ও বক্তৃতার সাহায্যে সমগ্র যুবসমাজকে প্রভাবিত করেছিলেন এবং স্বাধীনতার পরে দেশ গঠনে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। মাখনলাল চতুর্বেদী ১৮৮৯ সালের ৪ এপ্রিল মধ্যপ্রদেশের হোশাঙ্গাবাদ জেলার বাওয়াই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকী ১৩০ কোটি মানুষের অংশগ্রহণ ও অনুভূতির উৎসব। সনাতন ভারতের গৌরব পুনরুজ্জীবিত করার, দেশের জন্য শহীদদের আত্মত্যাগ থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণের এবং তাঁদের স্বপ্নের আধুনিক ভারত গড়ে তোলার জন্য সংকল্প পুনরায় জাগ্রত করার একটি অনুষ্ঠান হল অমৃত মহোৎসব।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

মাখনলাল চতুর্বেদী: সাংবাদিকতা, সাহিত্য এবং জাতীয় আন্দোলনের জন্য নিবেদিত এক যোদ্ধা

মাখনলাল চতুর্বেদী যখন তার সাংবাদিকতা জীবন শুরু করেন, তখন সমগ্র দেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সে সময় সারা দেশে জাতীয়তাবাদ প্রবল হচ্ছিল, আরেকদিকে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা চলছিল। ১৯১৩ সালে খান্ডোয়ার কালুরাম গাংরান্দে প্রভা নামে মাসিক পত্রিকা চালু করেন, যার সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় মাখনলালের উপর। সাংবাদিকতা, সাহিত্য এবং জাতীয় আন্দোলনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করার জন্য তিনি ১৯১৩ সালে শিক্ষকতার পদ থেকে পদত্যাগ করেন। উচ্চমানের সাহিত্য পত্রিকা 'প্রভা' প্রকাশ করে স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন মাখনলাল চতুর্বেদী।

প্রভা দ্রুত হিন্দু সাহিত্য জগতে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, পত্রিকার রচনাগুলি মানুষকে সজাগ করে, সচেতন করে। মাখনলাল চতুর্বেদী গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর সঙ্গে যোগ দেন যখন তিনি কানপুর থেকে সাপ্তাহিক 'প্রতাপ' পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। মহাত্মা গান্ধী ১৯২০ সালে যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিলেন, সেই সময় মহাকৌশালে গ্রেফতার হওয়া প্রথম ব্যক্তি ছিলেন মাখনলাল। ১৯২০ সালের ১৭ জুলাই তাঁর নেতৃত্বে 'কর্মবীর'-এর সম্পাদনা শুরু হয়। এই পত্রিকার নিবন্ধগুলি সংরক্ষণ ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকায় নিবন্ধগুলি নির্ভয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এমতাবস্থায় কোন কোন রাজা পত্র সমর্থন করা বন্ধ করে দেন।

পত্রিকাটি তার স্বকীয়তা বজায় রেখে সাহসিকতার সঙ্গে সমস্ত প্রতিকূলতা সহ্য করেছে। স্বাধীনতা ছাড়াও, অসহযোগ, গণতন্ত্র, খিলাফত, রাওলাট অ্যাক্ট, পঞ্চায়েতি রাজ, আদিবাসী রাষ্ট্র, হিন্দু মুসলিম বৈষম্য নীতি, বিপ্লবী আন্দোলন, চরমপন্থী এবং নরমপন্থী দলগুলির মতো বহু বিতর্কিত বিষয় কর্মবীরে প্রকাশিত হয়েছিল। মাখনলাল চতুর্বেদী কর্মবীরের মাধ্যমে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ তিনি ব্রিটিশ শাসকদের রোষানলে পড়েছিলেন। তাঁকে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন মহাত্মা গান্ধী এবং গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী উভয়েই ইয়ং ইন্ডিয়া এবং প্রতাপ সংবাদপত্রে এই গ্রেফতারির নিন্দা করে সম্পাদকীয় লেখেন। 'কর্মবীর'-এর মাধ্যমে মাখনলাল সাংবাদিকতার যে আদর্শ, নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা ভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর অনেক কর্মসূচিতে মাখনলালের কবিতা আবৃত্তি করে দেশের বিখ্যাত কবিকে বারবার স্মরণ করেছেন।

গৌরী শঙ্কর রায়: সাংবাদিকতার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন জানান

ব্রিটিশদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে গৌরী শঙ্কর রায় ১৮৬৬ সালে প্রবল দুর্ভিক্ষের সময় প্রথম ওড়িয়া সংবাদপত্র 'উৎকল দীপিকা' প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল ওড়িশার যুবকদের শিক্ষিত করা। অনুমান করা হয় যে সেই সময়ে ওড়িশার বিভিন্ন অংশে দুর্ভিক্ষের ফলে দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস যে আমরা স্বাধীন হলে এমন দুর্ভিক্ষের কবলে পড়তে হতো না। এমতাবস্থায় স্বাধীনতার লড়াই তীব্রতর হয়। দুর্ভিক্ষের সময় গৌরী শঙ্কর রায় এবং বাবু বিচিত্রানন্দ দাস ওড়িয়া ভাষায় উৎকল দীপিকা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

এর ফলে মানুষ আরও সচেতন হয়ে ওঠে এবং তাঁরা দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ বুঝতে পারেন। ১৮৩৮ সালের ১৩ জুলাই পূর্ববঙ্গের এক বাঙালি জমিদার বংশে জন্ম হয়েছিল গৌরী শঙ্করের। গৌরী শঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে ১৮৬৬ সালের ৪ আগস্ট ওড়িয়া ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। তাই এই দিনটি ওড়িয়া সাংবাদিকতা দিবস হিসাবে পালিত হয়। পরাধীন ভারতে ওড়িশা যখন অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, এই সংবাদপত্রটি রাজ্যের দুর্ভিক্ষ এবং দরিদ্রতা সম্পর্কে নিবন্ধ প্রকাশ করে মানুষকে সচেতন করেছিল। গৌরী শঙ্কর রায় এই জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভারতীয়দের স্বার্থে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কলমকে হাতিয়ার করেছিলেন।

তিনি সংবাদপত্রে ব্রিটিশদের সমালোচনা করতেন এবং জনগণের দাবি তুলে ধরতেন। একই সঙ্গে তিনি বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে একাধিক পরামর্শও পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শশীভূষণ রথ ১৯১৩ সালে বারহামপুর থেকে একটি ওড়িয়া সাপ্তাহিক 'আশা' প্রকাশ করেন। ওড়িয়া সাহিত্যের প্রচার করার জন্য গোপবন্ধু দাস সত্যবতী নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এই পত্রিকা প্রকাশের জন্য তিনি কটকে 'কটক প্রিন্টিং কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিটিশরা যখন দেশের বিভিন্ন স্থানে বাইবেল মুদ্রণ করছিল, তখন তিনি তাঁর মুদ্রণ সংস্থায় মহাভারত, রামায়ণ এবং ওড়িয়াতে অন্যান্য প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশ করছিলেন। গৌরী শঙ্কর রায় ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তিনি রাজ্যে সঙ্গীত ও নাটকের প্রচারের পাশাপাশি সমাজের সাংস্কৃতিক বিকাশে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছিলেন। ■

অহল্যাবাই: দয়াময়ী রানি

ভারতীয় দর্শনে সৎ চিন্তা ও আচরণকেও ধর্ম হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে এই দুটি গুণ থাকলে শুধুমাত্র রাজা বা শাসকই জনসাধারণের জীবনে সুখের সঞ্চার করতে পারেন। রানি অহল্যাবাই হোলকার এমন গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি কেবল একজন সাহসী যোদ্ধাই ছিলেন না, একজন দক্ষ প্রশাসকও ছিলেন যিনি জনকল্যাণের জন্য বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মের পথের পথিক রানি অহল্যাবাই কেবল রাজ্যে নয়, রাজ্যের বাইরেও মন্দির এবং পবিত্র ঘাট নির্মাণ করেছিলেন। তাই তাঁকে লোকমাতা বলা হত।

জন্ম- ৩১ মে ১৭২৫। মৃত্যু- ১৩ আগস্ট ১৭৯৫

অহল্যাবাই মহারাষ্ট্রের আহমেদনগরের চণ্ডী গ্রামে ১৭২৫ সালের ৩১ মে এক সাধারণ কৃষকের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা মানকোজি রাও শিন্দে গ্রামের পাতিল (প্রধান) ছিলেন। তিনি বাড়িতেই অহল্যাবাইকে লিখতে এবং পড়তে শিখিয়েছিলেন। অহল্যাবাই সাধারণ পরিবার থেকে রাজ পরিবারের বধূ হয়েছিলেন। সে কাহিনিও চিত্তাকর্ষক! একদা মালওয়া অঞ্চলের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, মালহার রাও হোলকার, পুনে যাওয়ার পথে এক মন্দিরে আট বছর বয়সি অহল্যাবাইকে ক্ষুধার্ত এবং দরিদ্রদের খাওয়াতে দেখেছিলেন। অল্পবয়সি মেয়েটির সদয় আচরণে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তাঁর ছেলে খন্ডেরাও হোলকারের সঙ্গে অহল্যাবাইয়ের বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে মাত্র আট বছর বয়সে অহল্যাবাই খন্ডেরাও হোলকারের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এর পরে পুত্র মালরাও এবং কন্যা মুক্তাবাই জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৫৪ সালে কুম্ভের যুদ্ধের সময় অহল্যাবাইয়ের স্বামী খান্ডেরাও হোলকার অল্প বয়সে মারা যান। সেই ঘটনার ১২ বছর পরে তাঁর শ্বশুর মালহার রাও হোলকারের মৃত্যু হয়। এক বছর পরে তিনি মালওয়া রাজ্যের সম্রাজ্ঞী রূপে অধিষ্ঠিত হন।

শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন অহল্যাবাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, তিনি তাঁর আদেশনামায় স্বাক্ষর করেননি, তবে চিঠির নীচে শুধুমাত্র শ্রীশঙ্কর লিখেছিলেন। শিবলিঙ্গ এবং বিল্ব পাত্রের ছবি তার মুদ্রায় খোদাই করা আছে। কথিত আছে যে সেই সময় থেকে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত ইন্দোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সমস্ত রাজারা শ্রী শঙ্করের নাম উল্লেখ না করে কোনো আদেশনামা জারি করতেন না। শ্রীশঙ্কর নাম ছাড়া কোন ফরমান জারি করা হয়নি এবং এবং কখনই বাস্তবায়িত হয়নি।

দেবী অহল্যাবাই একজন দক্ষ রাজনীতিবিদও ছিলেন। মারাঠা পেশোয়ারা মালওয়া দখল করার জন্য একবার অবরোধ করেছিল। তিনি মারাঠা পেশোয়াদের কাছে একটি কূটনৈতিক চিঠি পাঠান, যেখানে লেখা ছিল যে, মহিলা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করলেও তাঁদের খ্যাতি বাড়বে না, সকলে তখন বলবে যে তিনি কেবল মহিলা সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছেন। উল্টোদিকে তাঁরা যদি মহিলা সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়, তাহলে সারা বিশ্বের কাছে উপহাসের পাত্র হয়ে উঠবে। পেশোয়া তারপর যুদ্ধের পরিকল্পনা স্থগিত করেন।

কিছু আধুনিক ভারতীয় নেতা দেবী অহল্যাবাই হোলকারের সনাতন ধর্মের নীতি ও দর্শনকে সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নামও উঠে এসেছে। বহু মানুষ মোদীর শাসনকে অহল্যাবাই হোলকারের প্রভাবশালী, শক্তিশালী এবং কল্যাণমূলক শাসনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তবে, দুটি শাসনের মধ্যে আরও মিল রয়েছে। অহল্যাবাই তাঁর জীবদ্দশায় হানাদার ও ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বহু মন্দিরের সংস্কার সাধন করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কাশী বিশ্বনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণ করলেন। ভেঙে পড়া সোমনাথ মন্দিরের কাছে একটি দোতলা মন্দির তৈরি করা হয়েছিল। মন্দির সংস্কারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বর্তমান প্রচেষ্টার মধ্যেও অহল্যাবাইয়ের গুণ পরিলক্ষিত হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বহু পৌরাণিক ও ধর্মীয় স্থানগুলিকে পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে। মোদী সরকার, লোকমাতা অহল্যাবাইয়ের মতো, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় পরিচয় পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের প্রচেষ্টা করেছে, যা এখন দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বাহরিনের রাজধানী মানামায় ২০০ বছরের পুরনো শ্রীনাথজি মন্দিরের পুনর্নির্মাণ হয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার উদ্বোধন করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে আবুধাবিতে প্রথম ঐতিহ্যবাহী হিন্দু মন্দির স্বামীনারায়ণ মন্দির নির্মিত হয়েছে। গত পাঁচ বছরে, সরকার সারা বিশ্ব থেকে ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রীগুলি ফিরিয়ে এনেছে। অহল্যাবাই সরকার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে সরলীকরণ করেছিল। নরেন্দ্র মোদী সরকারও জমি ব্যবস্থাপনা সহজ করার জন্যও কাজ করছে। মহেশ্বরের স্থানীয় তাঁত শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে, অহল্যাবাই সারা বিশ্বকে মাহেশ্বরী শাড়ি উপহার দিয়েছিলেন। নরেন্দ্র মোদীও 'ভোকাল ফর লোকাল' মন্ত্রের প্রচার করেন। ■

Narendra Modi @narendramodi

I bow to Gurudev Tagore on his Jayanti. In thought and action, he continues to inspire millions of people. He taught us to be proud of our nation, culture and ethos. He emphasised on education, learning and social empowerment. We are committed to fulfilling his vision for India.

Rajnath Singh @rajnathsingh

The procurement by MoD on Government e-Marketplace (GeM) for 2021-22 reaches an all-time high of Rs 15047.98 Cr, which is a 3 times jump from FY 2020-21. Congratulations to Armed Forces & other stakeholders for their efforts in fulfilling PM Modi's vision for #EaseofDoingBusiness

Amit Shah @AmitShah

श्री @narendramodi जी ने #AzadiKaAmritMahotsav में आजादी के शताब्दी वर्ष में भारत को पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर बिठाने का लक्ष्य देश के सामने रखा है। देश के हर नागरिक को इसके लिए संकल्प लेना चाहिए।

यही बाबू वीर कुंवर सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है।

Nitin Gadkari @nitin_gadkari · 5d

The 3,300 km long East - West Corridor connecting Silchar to Porbandar, is a part of Golden Quadrilateral, a dream project of revered Atal ji.

Also, it has reduced the travel time by approximately one hour between Siliguri and Alipurduar in West Bengal. #PragatiKaHighway #GatiShakti

Dr Mansukh Mandaviya @...

India under PM @NarendraModi Ji's leadership has emerged as Global Medical Superpower by:

- Providing essential drugs, vaccines, medical expertise to various nations
- Boosting pharmaceutical exports & domestic manufacturing
- Strengthening research & development ecosystem

Anurag Thakur Retweeted

Office of Mr. Anurag Thakur · 6h

जहाँ विश्व की अर्थव्यवस्थाएं ग्रोथ के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं भारत में नए-नए रिकॉर्ड बन रहे हैं! जीएसटी संग्रह में लगातार वृद्धि हो रही है; अप्रैल 2022 में ₹1.68 लाख करोड़ का रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह हुआ है।

Efforts on to lift Afspa in all of North-East, says PM

Utpal Parashar
letters@hindustantimes.com

PM Narendra Modi with Assam CM Himanta Biswa Sarma and Union minister Sarbananda Sonowal. ANI

GUWAHATI: Efforts are on to repeal the contentious Armed Forces (Special Powers) Act (Afspa) from all regions in the North-East by bringing in improvements to the law and order situation, Prime Minister Narendra Modi said on his visit to Assam on Thursday.

"For long, many states in the North-East were under the ambit of Afspa. But in the past eight years, due to permanent peace and an improved law and order situation, we removed the provisions of the Act from several parts of the region," Modi said at a public meeting in Loringthepi in Karbi Anglong district.

He said the law was lifted from Meghalaya and Tripura as there was a 75% drop in violent incidents in the North-East over the past eight years — the BJP-led NDA government at the Centre came to power in 2014.

"In Assam, it (Afspa) has been in force for over three decades now. Due to a lack of improvement in the situation, earlier governments used to extend its enforcement repeatedly. But in recent years, due to improved ground situation, Afspa has been removed from 23 districts of Assam," the PM added.

He was referring to the government's move to repeal the controversial law from large swathes of Assam, Nagaland and Manipur earlier this month. The decision had drawn widespread praise from the region.

Afspa empowers security forces to conduct operations and arrest anyone without any prior warrant in a region that comes under the law.

"We are trying to bring the situation to normal in other parts of the state so that Afspa can be removed from there too. Similar efforts are also underway in Nagaland and Manipur (parts of both states are under Afspa) to remove the Act," he added.

The PM also praised efforts undertaken by the states of the region to resolve long-standing boundary disputes among themselves. "Border disputes among states in the region are being resolved in a very cordial manner. The agreement between Assam and Meghalaya would inspire resolution of other disputes and it will help strengthen expectation of development across the region," he said.

Last month, chief ministers of Assam and Meghalaya inked a deal in New Delhi in presence of union home minister Amit Shah to resolve six of the 12 points of

continued on →17

Will try to strengthen spirit of cooperation with Europe: PM

Region facing many challenges and choices, says Modi ahead of three-nation visit

SPECIAL CORRESPONDENT
NEW DELHI

Welfare of the Indian diaspora, the crisis in Ukraine and renewable energy are expected to be in focus during the three-nation Europe tour of Prime Minister Narendra Modi that starts on Monday. In a pre-departure press statement, Mr. Modi said his visit would strengthen the spirit of cooperation between India and the European countries.

"My visit to Europe comes at a time when the region faces many challenges and choices. Through my engagements, I intend to strengthen the spirit of cooperation with our European partners, who are important companions in India's quest for peace and prosperity," Mr. Modi said. The visit is the first big engagement by the top Indian leadership with major European powers since the Russian invasion of Ukraine on February 24.

> Through my engagements, I intend to strengthen the spirit of cooperation with our European partners, who are important companions in India's quest for peace and prosperity
> NARENDRA MODI
> PRIME MINISTER

Ties with Germany

Mr. Modi will reach Berlin on Monday morning where he will hold talks with Chancellor Olaf Scholz. The two leaders will lead the Indian and German delegations during the Inter-Governmental Consultations (IGC).

"I see the IGC as an early engagement with the new government of Germany, within six months of its formation, which will be helpful to identify our priorities for the medium and long term," Mr. Modi said.

Holding a special briefing on the visit, the newly appointed Foreign Secretary, Vinay Mohan Kwatra, said External Affairs Minister S. Jaishankar and Finance Minister Nirmala Sitharaman will accompany the Prime Minister and hold talks with their respective counterparts.

The visit by Mr. Modi comes against the backdrop of multiple visits by European leaders to Ukraine who have pressed for a common front against Russia.

Mr. Kwatra, however, indicated that India would stick to the cautious stance regarding Russia. "We have been calling for cessation of violence," he said.

India has refused to endorse an outrightly pro-Ukraine line at the United Nations and has maintained neutrality in the face of mounting pressure from Western countries.

Indian diaspora

Mr. Kwatra said outreach to the Indian diaspora would be an important part of Mr. Modi's visit.

"Continental Europe is home to over one million persons of Indian origin, and Germany has a significant proportion of this diaspora," Mr. Modi said, adding that he would meet "brothers and sisters there".

From Berlin, Mr. Modi will fly to Copenhagen where he will lead the Indian team at the second India-Nordic Summit along with the Prime Ministers of Denmark, Iceland, Finland, Sweden and Norway. The summit is expected to focus on the post-pandemic economic path, climate change, digitisation and renewable energy.

On his way back, Mr. Modi will meet French President Emmanuel Macron who recently won the re-election against far-right candidate Marine Le Pen.

"President Macron and I will share assessment on various regional and global issues and will take stock of ongoing bilateral cooperation. It is my firm belief that two countries that share such similar vision and values for the global order, must work in close cooperation each other," Mr. Modi said in his statement.

PM Narendra Modi along with seers at 90th anniversary of Sivagiri pilgrimage | PIB

Country remains indebted to Sree Narayana Guru: PM

EXPRESS NEWS SERVICE @ New Delhi

SREE Narayana Guru was a spiritual leader and thinker who exhorted society to develop through education while upholding the nation's culture and traditional values, Prime Minister Narendra Modi said on Tuesday.

He said after inaugurating the year-long celebrations to mark the 90th year of Sivagiri pilgrimage and the 50th anniversary of Sivagiri Brahma Vidyalaya at his residence.

"The Guru taught society to get empowered through scientific education but never shied away from upholding cultural values. He fought a logical and practical fight against discrimination on the basis of caste. Today, we draw inspiration from him to serve the poor, downtrodden and backward sections of society while protecting their rights," he said.

Modi said Sree Narayana Guru's principle of 'One caste, one religion and one God' gives a spiritual dimension to patriotism. "Nothing in the world is impossible if Indians follow his teachings and stand united," he said.

Recalling his association with Sivagiri Mutt, Modi said he felt spiritually empowered while visiting the centre. He recalled how the seers there gave him an opportunity to trace and rescue a team of saints who were trapped in Kedarnath during the 2013 Uttarakhand floods. "Though Congress was in power at Centre and the defence minister was a Keralite, the Sivagiri Mutt tasked me with the rescue operations even though I was only the Gujarat CM. I will never forget this privilege," he said.

Modi said the visits of Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi and Rabindra Nath Tagore to Kerala and their interactions with Sree Narayana Guru had sown the seeds of India's reformation, the results of which are evident in the 75 years of development.

Devise ways to release 3.5L undertrials: PM to top judges

'Dist Panels Can Examine Cases, Grant Bail'

Dhananjay.Mahapatra
@timesgroup.com

Rajesh Mehta

PM Modi with CJI NV Ramana at the joint conference of chief ministers and chief justices of high courts in Delhi on Saturday

New Delhi: PM Narendra Modi on Saturday pitched for speedy release of 3.5 lakh undertrial prisoners languishing in jails for years and requested the chief ministers and chief justices of high courts to resolve the issue on priority.

"Sensitivity of people is linked to speedy justice and this should never be forgotten. In India, approximately 3.5 lakh prisoners are undertrials, most of whom are either commoners or are from poor families," Modi said at the 11th

"Every district should have a committee headed by the district judge to examine each of these cases and wherever possible release them on bail. I am appealing to all CMs and HC CJs to give priority to this issue...without compromising legal requirements."

Both the PM and CJI NV Ramana were on the same pa-

edings in a language accessible to the litigants. "Today, every HC proceeding is in English. I liked it when the CJI said the judiciary is making attempts to conduct proceedings in the local language. We have to make proceedings people-friendly by adopting the local language," the PM said.

Govt approves ₹60,939 crore subsidy for P&K fertilisers

THE government on Wednesday approved a subsidy of ₹60,939.23 crore for phosphatic and potassic (P&K) fertilisers, including DAP, for the first six months of this fiscal, as part of its efforts to provide soil nutrients to farmers at an affordable price.

Briefing media about the Cabinet decision, Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur said the Cabinet has approved a subsidy of ₹60,939 crore on P&K fertilisers for the Kharif season against the subsidy of around ₹57,150 crore on these nutrients for the entire last fiscal.

He said the subsidy on DAP (di-ammonium phosphate) has been increased to ₹2,501 per bag and the farmers will continue to get the DAP at ₹1,350 per bag.

Thakur said the subsidy on DAP has been increased to 2,501 per bag from 512 per bag in 2020-21.

The minister highlighted that even as the prices of fertilisers have increased sharply in the global markets, the government has ensured that the burden has not increased for the farmers. *PTI*

PM: India eyeing a key role in semiconductor supply chain

HT Correspondent

India doesn't dream of own uplift at cost of others: PM

TIMES NEWS NETWORK

ANI

PM Narendra Modi virtually addresses the gathering at the inauguration of the statue of Sardar Patel at Sanatan Mandir Cultural Centre in Ontario

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi, while elaborating on the diaspora's ethos and values, said Indians might live anywhere in the world for any number of generations but their loyalty towards their country never diminishes.

"Indians work with full dedication and integrity for the country of their domicile and carry their democratic values and sense of duty with them. This is because India is not only a nation but also an idea.

"It is also a culture. India is that higher-level thought that talks of '*Vasudhaiv Kutumbakam*'. India does not dream of its own upliftment at the cost of the detriment of others," Modi said on Sunday in his virtual address to Sanatan Mandir Cultural Centre (SMCC), Markham, Ontario, Canada on the occasion of the inauguration of Sardar Patel's statue.

Modi remembered the affection and love of Indian origin people during his 2015 visit, in particular. "This statue of Sardar Patel in Sanatan Mandir will not only strengthen our cultural values but will also become a symbol of the relationship between the two countries."

Modi said that the Sanatan Mandir in Canada or any other country enriches the values of that country also. "When *Azadi ka Amrit Mahotsav* is celebrated in Canada, it is a celebration of shared democratic values," Modi said. "I believe, this celebration of the Amrit Mahotsav of India's independence will give an opportunity to the people of Canada to understand India more closely," he said.

Calling the location and statue of Sardar Patel there a broad picture of 'New India', the Prime Minister said the freedom fighters dreamt of an India that would be modern and progressive and, also, deeply connected with its thinking, philosophy and its roots. "That is why, in newly independent India, Sardar Patel restored the Somnath temple to commemorate the legacy of thousands of years," Modi said.

He further said, "Today, during the *Azadi ka Amrit Mahotsav*, we are rededicating ourselves to the pledge of creating a New India of Sardar Patel's dream, and the 'Statue of Unity' is a major inspiration in that.".

The replica of 'Statue of Unity' in Sanatan Mandir Cultural Centre means that India's pledges are not confined to the boundaries of India. This pledge is spreading globally connecting the world, he said.

RNI No. :
DELBEN/2020/78825
May: 16-31, 2022

NEW INDIA
SAMACHAR
FORTNIGHTLY

RNI Registered No DELBEN/2020/78825, Delhi Postal License No DL(S)-1/3548/2020-22, WPP NO U (S)-96/2020-22, posting at BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 13-17 advance Fortnightly (Publishing Date May 5, 2022, Pages - 84)

২৮ মে ১৮৮৩

বীর সাভারকারের ১৩৯ তম জন্মবার্ষিকী

আমাদের প্রিয় শ্রদ্ধেয় অটল বিহারী বাজপেয়ী সাভারকর সম্পর্কে একটি চমৎকার বর্ণনা করেছেন। অটল বিহারী বলেছিলেন – সাভারকর মানে দ্রুততা, সাভারকর মানে ত্যাগ, সাভারকর মানে দৃঢ়তা, সাভারকর মানে উপাদান, সাভারকর মানে যুক্তি, সাভারকর মানে তারুণ্য, সাভারকার মানে তির, সাভারকর মানে তরোয়াল। অটলজির চিত্রায়ন ছিল ত্রুটিহীন। সাভারকর কবিতার পাশাপাশি বিপ্লবও নিয়ে এসেছিলেন। তিনি শুধু একজন সংবেদনশীল কবিই ছিলেন না, একজন সাহসী বিপ্লবীও ছিলেন।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলার জেলে বীর সাভারকারের প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন, সেই ভিডিও দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

বীর সাভারকারের জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

Bengali

Editor
Jaideep Bhatnagar,
Principal Director General,
Press Information Bureau, New Delhi

Published & Printed by:
Satyendra Prakash, Principal Director General, BOC on behalf of Bureau of Outreach and Communication

Published from
Room No–278, Bureau of Outreach and Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003

Printed at Aravali Printers & Publishers Pvt. Ltd., Okhla Industrial Area Phase-II, New Delhi-110020